আবাদ

আবাদ

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলি-৯

ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রাবণ, ১৩৩৭

প্রচ্ছদ—জোছন দস্তিদার

দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

এস, দত্ত কর্তৃক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও অজিত সাউ কর্তৃক, রূপলেখা
প্রেস, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

বিশ্বের সকল সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ও ঐক্যের প্রতি

সমর্পিত

নাট্যকারের অন্যান্য নাটক

আমার মাটি

কর্মখালি

জননী

॥ প্রকাশিতব্য ॥

● একাঙ্ক ●

ভাসান

অন্ধকার হৃদয়ে সূর্য

আমরা অমৃত হব

ঢেউ-এর পর ঢেউ

আর এক চড়াই ভেঙ্গে

কাছেই সমুদ্র

কয়েকটি পাখীর বিবৃতি

এ জীবন নদীর মতন

● পূর্ণাঙ্গ ●

ভাঙা কাস্তের গান

বিষাদ বারান্দা

নাট্যসূত্র

বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তি সংগ্রাম দিনে দিনে দারুণতর মূর্তি গ্রহণ করছে। একদা যে সর্বহারা মানুষের জয়ধ্বজা এই বাতাসে উড়বে এই বিশ্বাসে যারা মৃত্যু শিখরে আজও যুধ্যমান, সেই অপরাজিত মানুষের সংগ্রাম চেতনার অগ্নিকণাগুলিকে ছড়িয়ে দিলাম এই মাটিতে। "আবাদ" সই অগ্নিবোনা মাঠের ফসল।

সফলতা বিফলতা জানিনে। যা আমার ধ্যানের সঞ্চয়, তাকে আমি রেখে গেলাম তাদের উদ্দেশ্যে, যাদের সংগ্রামের দিকে চেয়ে বসে থাকব সারা কাল—শেষ বিচারের আশায়!

উনিশ শো ষাট সালে এই নাটক লেখার শুরু, উনিশ শো ছেষট্টি সালে এর সমাপন।

পৃথিবীর দেশে দেশে সকল শ্রেণী-সংগ্রামের বৈপ্লবিক চেতনাধারার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং সকল শোষিত মানুষের সংগ্রামী শিক্ষার কাছে আমি প্রণত ও আবদ্ধ।

পূর্ব বাংলার মানুষের মুখের ভাষাগুলিকে কিছু কিছু সংশোধন করে দিয়েছেন আমার অগ্রজসম শ্রীবটকৃষ্ণ পাল। তার কাছে আমরণ সশ্রদ্ধ রইলাম।

ইতি—

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

পোঃ অশ্বিনীনগর

২৪ পরগণা

॥ চরিত্র ॥

॥ বিশ্বেশ্বর, যতীন, নিকুঞ্জ, জীবন, পঞ্চা, মুন্সিরে, কাঠু, সুধন্য, মাষ্টার, গণেশ, সুরথ, বি. ডি. ও., সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, ঘেঁটু, রতন, ভোলা, নিধে, বাউল, নয়ন, গঙ্গা, পুলিশ, গ্রামবাসীগণ, ইত্যাদি ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[বিশ্বেশ্বরের বাড়ী। মাটির দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি ঘেরা আটচালা একখানা ঘর। ডান দিকে বেড়া দেওয়া দোচালা একখানা রান্নাঘরের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর পিছনে বড় বড় জিবলী সজনে গাছের বেড়া। তার ওপাশ দিয়ে পায়ে চলাব রাস্তা। ঘরের বাঁ পাশ ও ডান পাশ দিয়ে বেড়ার দরজা দিয়ে যাতায়াত করা যায়। ওই পথ দিয়ে বাইরে থেকে প্রবেশ করল নয়নতারা। বয়স চল্লিশের কম। কাঁখে এক ধামা ধান। সকাল বেলা

নয়ন ॥ গঙ্গা--গঙ্গা—ও গঙ্গা থামল। দেক দিনি--বাড়ী আগলা রেকে গেল কমনে মেয়ে···। দাওয়ায উঠে ধামাটা উপুড় করে দেয়। ও গঙ্গা—গঙ্গা—এ পাড়া বেড়ানী মেয়ে নিয়ে কি কবি আমি এ্যা! এক পা বাড়িতি ত্যাড়ায় না গা। নেমে যেতে যেতে যদি গরু বাচুরই ঢুকতো হেসেলে ···। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে। ও মা! হেঁসেলটাও সারিনি···যেমন কার এঁটোকাটা তেমনিই রয়েচে···। ঘরের মধ্যে থেকে। এত করে বলে গেলাম যে বাউন বাড়ী থিকে ধান কড়া ভেনে আনি তুই ত্যাতো বেলা। কুলো হাতে বেরিযে এ দাওয়ায় আসতে আসতে। এঁটো বাসনকড়া নামিযে হেঁসেলটা নিকিয়ে রাকিস··· তা মেযে আমার মুকি কলা ঠেকিয়ে দিয়েচে। এসো একবার বাড়ী···রাস গিলতি আসতি হবে না একেনে—। বসে কুলোয় ভানা ধান ঝাড়তে ঝাড়তে। আমিও দেকবো —আস্ত পাটখড়ি যদি না ভাঙ্গি তোমার পিঠি তো আমিও নন্দ কৈবত্তরের

মেয়ে না—হঁ্যা—[দ্রুত ধান ঝাড়তে লাগল। সহসা বিরক্তিতে] কত যুগ থিকে বলচি একটা ভালো কুলো কিনে আন—কিনে আন—এই ভাঙ্গা কুলোয় তুষ ঝাড়া যায় না—তা একটা কতা কানে নেয় না গা—[সহসা কুলোটাকে আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গতে ভাঁঙ্গতে] খা—খা—সব রাশ খা—দেখি কি করে রাশ মুকি ওঠে—দেখি—[এমন সময় খুসীতে টগবগিয়ে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে বিশ্বেশ্বর। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, কাঁধে একটা সুতোর চাদর—এক হাতে একটা ছাতা অন্য হাতে এক জোড়া পুরোণো কাদা মাখা বুট জুতো। বয়স পঞ্চাশের নীচে]

বিশ্বেশ্বর ॥ কই গো গঙ্গার মা—ওকি—[থমকে দাঁড়ায়]

নয়ন ॥ আমার মরণ—আমার যম—[ধামায় ধান তুলতে লাগল]

বিশে ॥ তা কুলো কি দোষ কল্লে—ভাঙলে ক্যানে—

নয়ন ॥ ভাঙ্গা কুলোর বাতাস দিয়ে ভূত ছাড়াবো—তাই—

বিশে ॥ কি হল কি—

নয়ন ॥ আমার মাথা আর মুণ্ডু—আমার মরণ হয় না গা—

বিশে ॥ সে নায় ছু'দিন পরে হবে—একুন—

নয়ন ॥ কি বল্লে—

বিশে ॥ না মানে—মরণ বল্লিই তো আর মরণ হচ্চে না—যমের সুমায় অসুমায় আচে তো—

নয়ন ॥ কবে—কূবে—সুমায় হবে কবে—এত নোকের বেলায় সুমায় হয় আর আমার বেলায় সুমায়ের টানাটানি হয় ক্যানে—

বিশে ॥ যাক—সে ঠিক সুমায় মতন হয়ে যাবেনি কুনু ভাবনা নেই—একুন কতা শোন—দেকে আলাম গো পাত্তর—খাসা পাত্তর—আমাদের গঙ্গার পাশে যা মানাবে না [নয়ন নীরব। বিশে দাওয়ায় ওঠে]

বুঝলে গো—বেশ ভাল অবস্থা। আমাদের মতন এক ঘর এক

উঠোন না। বেশ পেল্লায় পাঁচ শরিকীর বাড়ী—জল চৌকিডে গ্যাও, দিনি—বসি—[নয়ন জল চৌকি দেয়] পঞ্চাশ বিঘে খাস—ভাগেও আছে কিচু—[বসে গায়ের জামা খুলতে খুলতে] বুঝলে—রুয়া—বাওড়া নিয়ে শ' মন ধান ওঠে বছর গেলি—দিন চারখ্যান করে নাঙল বয়—সুজা কতা—ভাবলি গা কচ্ কচ্ করে—তা ছাড়া পাটের সুমায় পাট, খন্দর সুমায খন্দ—ছোলা মুশুর কলাই—এ তো আচেই—একেবারে ভরতি সুংসার। একুন মেয়ে দেকে পচন্দ হলি হয়—যাকগে মনে—হাত পা ধুয়ার জল গ্যাও দিনি এট্টু—পতে তো পা ফেলার জো নেই—[নয়ন উঠোনে জল এনে দেয়। বিশ্বেশ্বর হাত পা ধুতে ধুতে বলে চলে। নয়ন দাওয়ায় উঠে ধান তুলতে থাকে] যেখেনেই পা দিই এক হাঁটু কাদা আর বিষ্টির কি বিরাম আচে ছাই? সেই যে বিষ্যুদবার থেকে নেগেচে আড়ে হাতে—ছের বিষ্টি—ছের বিষ্টি—তার আর গতি গঙ্গা নেই—একুন ধান পান গুন্ড বাচলি হয়। জলের যা মতিগতি—দেকে তো ভরসা হয় না। [বিশ্বেশ্বর হাত পা ধুতে ধুতেই আকাশের দিকে চাইল] শালার দিবদার গাঁদি নেগেচে—আকাশে। বুঝলে গো একুন মেয়ে দেখে পছন্দ হলি হয়, কি যে ভাবনা চেপে রয়েচে না মাতায় যেন শিল নুড়া চেপে বসে আচে। পচন্দ যদি হয় না, তালি দিনা পাওনায় আটকাবে না বলে দিযেচে। কি গো কতা বলচ না যে বৌটে—

নয়ন ॥ কি বলবো—

বিশে ॥ ভাল মন্দ যা হয় কিচু বলবা তো—

নয়ন ॥ বলবটা আবার কি [ধামা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়]

বিশে ॥ আহা-হা—এট্টা বিয়ে বলে কতা—কতা উঠলি কত কতা হয়—ভালমন্দ পচন্দ—অপচন্দ—কতায় বলে লাখ কতার কম বিয়ে হয়না—তা কিচু বল—

নয়ন ॥ [রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে] বলব আবার কি—বলবার আচে কি—যা রূপের রূপুসী—

বিশে ॥ ক্যানে মেয়ে দেকতি আমার খারাপ !

নয়ন ॥ না—মাটিতি চাঁদেব উদয় হয়েচে। রূপ আর ধরচে না অঙ্গেতে—নদী বয়ে যাচ্ছে রূপের—আবও ঘুরে বেড়াক বাতদিন এ পাড়া সে পাড়া—রূপ খোলবেনি দশ হাত—

বিশে ॥ তা এবযেসে এট্টু আধটু—

নয়ন ॥ না বলো না যেন কিচু—কিচ্চু বলো না মুক ফুটে—মুকি পুকা পড়বে।

বিশে ॥ তুমি তো না বলতিই খ্যাকো—হুঁকোডা কমনে গেল—

[দাওয়ায় এসে খুঁজতে লাগল]

নয়ন ॥ কি বল—কবে বলোচে—শাসন আত্তি কিচু কব ? সেই যে কুন সকালে বেরিযেচে—ঘব দোব ফেলে—যদি বাইবেব এট্টা নোক এসে এট্টা জিনিস হাতে কবেই চলে যেতো—কি হত— ? আমি তো এই এ্যালাম ধান ভেনে—এট্টা কাজ দিযে কি ভবসা আচে ?

বিশে ॥ আগুন দ্যাও— [হুঁকো নিযে সাজতে বসে]

নয়ন ॥ আর কতা নেই মুকি—মুকি কুলুপ পড়ে গেল—

বিশে ॥ কুন্ন ফিচু এক ঠেঁই রাকবাব জো নেই—টিকে কডা রেকেলাম মালাইতি—সব উড়ে গেল—কার দরকার পড়ে—নেয় কিডা—

নয়ন ॥ ওই তো কলুঙ্গায়। চোকে ঢেলা বেরিযেচে—

বিশে ॥ তা আমার দব্যয হাত দেয় কিডা—ক্যানে হাত দেয—

নয়ন ॥ [কলুঙ্গা থেকে টিকের পাত্র নিযে বিশ্বেশ্বরকে দেয়] বাইরি থিকে চোদ্দ জনা আসে নিতি—মহামূল্য হীরে জহরৎ আচে—নিজিই রাক—নিজিই চ্যাচাও—

বিশে ॥ আগুন দ্যাও—

নয়ন ॥ [চলে যেতে যেতে] দিয়া হচ্চে—মেয়ের নামে কিচু বলবার জো নেই—আমরা যেন সব চোর দায়ে ধরা পড়িচি—

বিশে ॥ আগুন দিতি বল্লাম না, এক হাতা—ফ্যাচর ফ্যাচর কচ্চে—

নয়ন ॥ আমারে আব দিতি হবে না। ওই মেয়েই দেবেনি। মুক পুড়িয়ে নোকালয়ে যেও—নোকে মুকি থুতু দেবানি [প্রস্থান]

বিশে ॥ [তামাক সাজতে সাজতে] হুঁ—দিনরাত ক্যাচর ক্যাচর কচ্চেই—কচ্চেই। ছোট নোকের বংশ—ছোট নোকের বংশ না হলি এমনি হয়—দশ বিঘে পাওনা জমি মেরে দিলে গা—শাউড়ি মরবাঁর সুমায় কত করে বলে গেল আমার নামের জমি টুকুন বিশ্বেশ্বরকে দিও—তা দেলেনা—শালা—স্বম্বুন্দির শ্বশুর—

নয়ন ॥ [প্রবেশ করে। নাও ধব এক হাতা আগুন এগিয়ে দেয়] কি বললে না। যে মেয়ে কবে আসবে দেকতি—

বিশে ॥ [কলকেয় ফু দিতে দিতে যে দিন আসবে—আসবে—

নয়ন ॥ কবে সিডা--

বিশে ॥ দিন টিন দেকতি হবে—দেকা বল্লিই তো আর দেকা না—

নয়ন ॥ দিন দেকার আবাব কি আচে এতে! আসবে থাকবে—ল্যাটা চুকে যাবে—

বিশে ॥ তার লক্ষণ অলক্ষণ নেই—তিথি নক্ষত্তর নেই—

নয়ন ॥ একি মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্চে না কি—যে পাঁজি পুঁথি দেখে বের কত্তি হবে—

বিশে ॥ যমের দুয়োরে তো আর দিচ্চিনে—যে এক্ষুনি উচ্চ্ গ্যু কত্তি হবে—

নয়ন ॥ কল্লিই পার—

বিশে ॥ তালি তুমি বাঁচ—

নয়ন ॥ হ্যাঁ বাঁচি— [প্রস্থান]

বিশে ॥ হুঁ—শালাব মেয়ে মানষির মন যেন বিষের ঘডা—

জগো ॥ [নেপথ্যে] বিশদা···বিশদা···

বিশে ॥ কিডা—

জগো ॥ আমি জগো—[প্রবেশ কবে। বিশ্বেশ্বব দাওয়া থেকে নেমে আসে আচ্ছা কওতো—এমনি কল্লি মানষি পাবে কি কবে—মানুষ কত সহ্য কত্তি পাবে।

বিশে ॥ ক্যানে কি হল—

জগো ॥ তুমাদের মেয়ে—তুমরা যদি শাসন না কব তো আমরা কি কবব। আমবা তো আর পাবিনে—

বিশে ॥ কি হযেচে কি !

জগো ॥ তুমাদেব গঙ্গার জ্বালায কি আমবা মবব না, দেশান্তবী হব—

বিশে ॥ কি কল্লে গঙ্গা—

জগো ॥ একে তো ধানেব গলায গলায জল তাব ওপব বিষ্টিব বিবাম নেই। জল যদি ধানেব মাথা ছাপিযে যায তো কয সব মাটি সই হযে শুযে পডবেনি ! ইব মদ্দি যদি আবাব দৈবাত্মি স্থক হয তো মানষি সহ্য কবে কি কবে বলদিনি—তুমিই বল—

বিশে ॥ কি কল্লে বলবা তো—

জগো ॥ মাছ ধববি তা ধানের মদ্দি ক্যানে। আব জাযগা নেই ? অমন সমুদ্দুবিব মতন বিল পডে বয়েচে—সেকেনে ডুবাডী পাতগে—ধান চটকে চটকে ধানের মাথা খাওবা কি জন্যি ? হয তুমাদেরমেযে শাসন কর, নযতো মাথায খুন চেপে গেলি কখন যে কি কবে বসবো ত্যাখুন দোষ দিতি পাববা না বলে গেলাম—হ্যাঁ—[দ্রুত প্রস্থানোদ্যত। কথার শেষেই নয়ন প্রবেশ করে]

নযন ॥ ঠাকুর পো— [জগো দাঁডায়]

জগো ॥ না বৌঠান! তুমরা মোটে গিরাহ্যি কর না। ইর আগেও কদ্দিন বিশদারে বলে গিইচি—বিশদা কানে নিইনি।

নয়ন ॥ ঠাকুর পো—

জগো ॥ রাগ সাধে হয় না বৌঠান। বলত অমন করে চোকির সামনি ধান-গুন্ন নষ্ট হতি দেকলি কার না বুকি বাজে! বুকির মদ্দি কচ কচ করে ওঠে না? রক্ত মানষির শরীল তো মানষির না কি?

নয়ন ॥ ও একটু বেদাড়া—কতা শোনে না—

জগো ॥ তা বল্লিতো আর নোকে শোনবে না। নোকে সহ্য করবে ক্যানে?

নয়ন ॥ রাগ করো না ঠাকুর পো—। ওরে আমরা—

জগো ॥ যাই বলো বৌঠান, বলিহাবি যাই তুমাদের ব্যাভার দেকে,—কি করে যে তুমরা চোক বুজে থাক সব দেখে শুনে,—সে তুমরাই জান। আমরা হলি অমন মেযেকে গলায় ফাঁস দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসতাম। [দ্রুত প্রস্থান]

নয়ন ॥ মেয়ের নামে কিছু বললি তো গায় সয়না—ফোঁস করে ওঠ, বলি এখুন বড় মিষ্টি নাগচে না, এর পর যাখুন নোকে পথে ঘাটে ধরে ধরে বলবে ত্যাখুন আরও মিষ্টি নাগবে।

বিশ্বেশ্বর ॥ তুমি থাম—

নয়ন ॥ ক্যানে থামবো ক্যানে। পাড়ার নোক বাড়ী বয়ে বলতি আসবে আমাদের মান সুম্মানে নাগে না,—মাথা হেট হয় না—

[বিশ্বেশ্বর বসে থাকে চুপ করে। তারপর জোরে জোরে শব্দ করে হুঁকো টানতে থাকে]

বিশে ॥ তা তুমার অত গায়ে বাজজে কিসি? মান সুম্মান যায় আমার যাবে—তাতে তুমার কি—

নয়ন ॥ তা আমারে কতা শুনতি হয় ক্যানে কি জন্যি—। শাসন কত্তি পার না মেয়েরে! অষ্টপর ধেই ধেই করে এ মাঠ সে মাঠ নেচে বেড়াবে

সোমত্ত মেয়ে, বড্ডা ভাল দেকায় না? মুখ ফুটে কিছু বলতি পার না? মুকি কি পুকা পড়েচে না কুড়িকুষ্টি হয়েচে—

বিশে ॥ বলা হয় না কি করা হয়—

নয়ন ॥ উর এইটেই শোনে [বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।]

বিশে ॥ তা কি কেটে ফ্যালাবো—

নয়ন ॥ তুমার আদরে আদরেই তো এত বাড় বেড়েচে,—

বিশে ॥ বেশ হযেচে—

নয়ন ॥ আরও হবে। হয়েচে কি পরের বাড়ী তো আর দিতি হবে না, ঘরে পুষ্যি করে রেকো। এহ জন্ম ভাত কাপুড় দিও—

বিশে ॥ তাই দোব—

নয়ন ॥ হ্যাঁ, তাই দিও। তাই যেন ভগমান করে—

[একটা কলসী তুলে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান। অন্যদিক থেকে হুড়মুড় করে প্রবেশ করে গঙ্গা। বয়স পনেরো, ষোল। রুক্ষ মাথার চুলগুলো মুখের দু'পাশ দিয়ে পিঠের ওপর ছড়ানো। দু'হাতে কাঁচের চুড়ি। গাছকোমর করে কাপড় পরা। কোচড়ে পানি ফল। একটা চুবড়ীতে অনেক চানা চুনো মাছ। পদ্ম পাতায় ঢাকা।]

গঙ্গা ॥ বাবা—দেখ···দেখ কত মাছ—

[দাওয়ায় উঠে] বড় বড় পুঁটি···এই এত বড়···[পাশে বসে] কত বড় বড় ট্যাংরা দেখ—[চুবড়ী খুলে দেখায়] আর কাঁকড়া যে কত···না—তার আর ইযে নেই···জল নামচে পশ্চিমির খোলে···দুয়াড়ী নিয়ে গিয়েলাম—এত জলের টান যে,—দুয়াড়ী বসল না—কাপুড় দিয়ে ছ্যাকা দিয়ে দিয়েই ধরলাম। [বিশ্বেশ্বর তাকাল না] আরও হত, ঐ হারামজাদা বিটলে কানা শত্তুর মৃত্যুঞ্জয়, ঐটে করেচে কি বাবা—আমি মাছ ধরে ধরে পদ্ম পাতায় করে রাকচি ড্যাঙায়—ও—চুরি করে নিয়ে পালিয়েচে! ধত্তি পাল্লি মরা খেকোর আর এক চোক কানা করে দেতাম না। [নীরবে হুঁকো টানতে থাকে বিশ্বেশ্বর] জানো বাবা—

এক কি কাণ্ড হয়েচে—ওকেন থিকে বিলি গিইচি পান ফল তুলতি, এক শেওলার মদ্দি কি যেন খল বল করে নডচে। ঠিক আঁচ কল্লাম—ব্যাল মাছ কিংবা বড শোল ! কাদার মদ্দি হাত ঢুকিযে কষে ধল্লাম। মনে হল বেশ মোটা সোটা লম্বা। য্যাতো কষে ধরচি—ত্যাতুই পিছলে যাচ্ছে…কি রকম হল ? টেনে তুলে দেকি… [শিউরে উঠে] ই—ম্মা—বড় ঢোডা—সাপ—

বিশে ॥ [ঠাস করে গালে চড কসিয়ে দিয়ে] মরবা মরবা—হারামজাদা মেয়ে চুলের মুঠো ধরে নেডে দিয়ে | তুমার মরণ কেউ ঠেকাতি পারবে না। বলি নোক ডাকতি সুমায পাওয়া যাবে না যে—জলজ্যান্ত যমের বাড়ী যেতি হবে যে—

গঙ্গা ॥ ও তো জল ঢে াডা—

বিশে ॥ জল ঢে াডা তো আর সাপ না পোষা মেকুব—

গঙ্গা ॥ বিষ নেই তো—

বিশে ॥ মধু আচে। চুমু খাস। বলি তোর পিরাণে এট্টু ভয়ডর বলতি কি কিচ্ছু নেই—ভগবান তোরে কি দিয়ে গডেচে বলতি পারিস—

গঙ্গা ॥ ক্যানে—

বিশে ॥ আবার কতা কচ্চিস ! তোর দৈরাত্মিতি পাডার নোক জ্বলে পুডে খাক্ হয়ে গেল…এত গালমন্দ, এত বকুনি খাস—তাতেও কি তোর শান হয়না রে !

গঙ্গা ॥ [গঙ্গা আপনমনে নিশ্চিন্তে পানফল ছাডায় আর খায়] পানফল খাবা—

বিশে ॥ থাম ! কতা কলি গলা কেটে ফেলাবো হারামজাদা মেয়ে—
[জোরে জোরে তামাক খায়]

গঙ্গা ॥ খুব মিষ্টি—

বিশে ॥ না—

গঙ্গা ॥ খেয়ে দেকো—

বিশে ॥ বলচি না—[চীৎকার করে ওঠে]

গঙ্গা ॥ খাও না—[গঙ্গা জোর করে বিশ্বেশ্বরের মুখের মধ্যে পুরে দেয়] —হিঃ—হিঃ—মিষ্টি না—[বিশ্বেশ্বর হাসে]

বিশে ॥ তাই তো—

গঙ্গা ॥ কত পানফল রয়েচে না—রাশ—রাশ…তুলতি পারলাম না—

বিশে ॥ দেতো আর এট্টা—বেশ স্বাদ তো— [গঙ্গা পানফল দেয়]

গঙ্গা ॥ কাল ভোর রাতি যাবো বাবা—। বেশী মাছ পাব—

বিশে ॥ না—[পানফল খেতে থাকে]

গঙ্গা ॥ ক্যানে—।

বিশে ॥ যেতি হবে না—

গঙ্গা ॥ ক্যানে যাব না—ক্যানে ?

বিশে ॥ বলচি যেতি হবে না, আবার কতা ! দে তো পানফল—[নিজেই নিল]

গঙ্গা ॥ কত নোকই তো যাচ্চে—

বিশে ॥ নোকের সঙ্গে তুমার সাথ কিসির। নোকে যদি ঘরে আগুন দেয় তুমি ঘরে আগুন দিবা—। তুমি ঘরের মেয়ে ঘরে থাকবা। কাজ কম্ম করবা অন্য সুমায় বই পত্তর নিয়ে বসবা। দু'পাতা পডলি তো আর জাত যাবে না। তা না ছেরো বাইরি বেরুবার মন হৈ হৈ—টো টো—। পানফল দেতো আর এট্টা।। [নিজেই একটা নিল] মানষি বলে কি এঁ্যা ! বয়েস হচ্চে না ? তোর মতন বয়সে দেকগা কত মেয়ে কাচ্চা বাচ্চা নিযে ঘর সুংসার কচ্চে—, হেসেল সামলাচ্চে। একুন থিকে মনটাকে সুস্থির কর। বাড়ি থিকে বেরুবিনে। যতীন মাস্টারের কাচে যাবি, পডবি—, সে তো বলেচে তার বাড়ী গেলি পডিয়ে দেবে—

গঙ্গা ॥ [নিশ্চিন্তমনে পানফল চিবুতে চিবুতে] ও সন্ন্যিসীর যো ঝিম ধরে বসে থাকতি পারব না। পুরুতির মতন ঠাকুর সামনে নিয়ে নমো নমো করা আমি পারব না—

বিশে ॥ তা কি পারবা—

গঙ্গা ॥ প'ড়তি আমার ভাল নাগে না।

বিশে ॥ তা নাগবে ক্যানে! মাছ ধত্তি স্থাও, গাছে চড়তি স্থাও খুব ভাল নাগবে—

গঙ্গা ॥ আমি পড়ব না—

বিশে ॥ যা মন নেয় তাই কত্তি হবে নাকি! খিয়াল খুসী মতন! এত স্বাধীন হয়ে গিয়োচো! কুনু কতা শুনতি চাইনে—আমি যেন দেখি বই নিয়ে যতীনের বাড়ী—যাওয়া হচ্চে—

গঙ্গা ॥ [তুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে] আমি পড়ব না—

বিশে ॥ [ক্রোধে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝট্ করে উঠে পড়ল] মরগে যা! [হু কোটা নিয়ে জোরে তুটো ঠান দিয়েই] কপালে আচে তুক্ক ঠেকাবে কিডা [সংগে সংগে আকাশে কড় কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। বিশ্বেশ্বর চমকে আকাশে উঁকি দিল] ঝড় ওঠবে নাকি? [গঙ্গাকে] বসে থাকলি যে! মাছগুনু কুটে ফেলতি হবে না? ওঠ! [গঙ্গা নীরব] শুনতি পেলি! কুকুর বিড়ালে মুখ দেবে যে মাছে। কতা কানে যাচ্চে না? [গঙ্গা তেমনি নীরব] আরে কতা কয় না! [খুব জোরে] শুনলি! [গঙ্গা উঠে নেমে যাচ্ছিল] যাচ্ছিস কমনে! এই! [গঙ্গার হাত ধরে টান মারল] যাচ্ছিস কমনে। [গঙ্গা মুখ নীচু করে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে] এই শুয়োরের গোঁ পেইচিস কমনে থিকে—এ্যা—পেইচিস কমনে থিকে! [হাত ধরে টান মারল] কুটে ফেল মাছ গুনু—

গঙ্গা ॥ পারব না—

বিশে ॥ আবার মুকি মুকি জবাব! দোষ করবে কেউ বলতি পাবে না—যা,

যা বলচি কর—! আরে—দাঁড়িয়ে থাকলে—। কতা গিরাহ্যি করে না—

গঙ্গা ॥ কি দোষ করিচি—

বিশে ॥ হিসেব নিয়া হচ্চে। মুখ চাবড়ে ভেঙ্গে দোব না ধুমশো মেয়ে। রক্ত বের করে দোব না মুক দিয়ে—

গঙ্গা ॥ ছ্যাও দেকি—

বিশে ॥ রাগাসনে বলচি। রাগলি আমার মাতার ঠিক থাকে না। যা বলছি কর আগে—[গঙ্গা চলে যাচ্ছিল] চললি যে বড–ভাল চাস তো কর নইলি পাঁচন দিয়ে পিঠির চামড়া তুলে নোব—[গঙ্গা স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকে] শুনলি কতা! কানে গেল। দাঁড়া তোর জেদ আমি ভাঙচি—কুতায় গেল পাঁচন খ্যান—[চালের বাতা থেকে পাঁচন টেনে নিয়ে] তোর ওই শুয়োরেব গোঁ—[গঙ্গার সামনে এসে দাঁড়ায়] যা—যা বলছি [গঙ্গা পায়ের দিকে চেয়ে একমনে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে লাগল] গেলি—[চীৎকার করল বিশ্বেশ্বর] গেলি—[গঙ্গা মুখ তুলে একমুহূর্তে বাবার দিকে ছুটে গিয়ে বিশ্বেশ্বর বুকেব ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল]

গঙ্গা ॥ আমায় বকলে ক্যানে···বকলে ক্যানে বল···

[বিশ্বেশ্বরের হাত থেকে পাচন খসে পড়ল। গঙ্গাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে কেঁদে ফেলল। অনেক্ষণ নীরবতায় কাটল]

বিশে ॥ আর বকব না—আর বকব না—

[আরও কয়েকটা মুহূর্ত নীববে কাটল। গঙ্গার মুখটা দু'হাতে ধরে]

এমন করিস ক্যানে বলত। নোকে নিন্দে করে···তোর মা গালমন্দ করে সেকি আমার বুকি সয়রে! আমার মাধু য্যাখুন মরে গেল···ত্যাখুন যেদি তোরে কাছে না পাতাম আমি কি বাঁচতাম। তুই আমার মাধু, তুই আমার সুংসার···নোকের কত ছেলেমেয়ে থাকে। আত্মকুটুম্ব থাকে··· আমার আচে তুই ছাড়া বল! তোরে হাতে করে মানুষ করিচি···বড

করিচি…তোরে বিয়ে দোব, সোন্দর ঘর জামাই আনব…জামাই মেয়ে নিয়ে স্বংসার সাজাবো…কত সাধ আমার। তারপর যিদিন মন বলবে, চল—অম্নি সেদিন স্বংসারের হাতা বেড়ী তোদের হাতে দিয়ে বলব…এই চল্লাম গয়া, কাশী…বিন্দাবন, ছিক্ষেত্তর—আমি কি থির হয়ে বসে আছি রে—তোর বিয়ের ট্যাকা জমিইচি—অনেক—অনেক ট্যাকা—পণের ট্যাকা—দান সামুগ্রীর ট্যাকা—নোক নকুতের ট্যাকা—বাবুর কাচে সব রেকে দিইচি—বাবু কিচু জমি দেবে বলেচে জামাইয়ের নামে খাজনা করে—আমার তো দিন কেটে গেল পরের জমিতি খাটতি খাটতি—তুরা ভোগ করবি—তোদের ছেলেমেয়েরা ভোগ করবে—আমার কত সাধ—ওরে—
[বুকে জড়িয়ে নেয় গঙ্গাকে। কত সাধ আমার—

[এমন সময় জলের কলসী নিয়ে ঢুকল নয়নতারা]

নয়ন ॥ অ। মরণ—আমদ্দা মাগী—বাপের কোলে বসে স্বহাগ খাওযা হচ্চে—ক্যানে দু'কলসী জল টেনে স্বংসারেব উবকার কল্লি কি গতব খযে যায়। আমি মাগী যে সেই সকাল থিকে খেটে খেটে হদ্দ হয়ে গেলাম—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাচ্ছে, আর তুই কিনা—বেবো, বেবো আমাব ছুমু থিকে, বেরো চোখ খাকী, শতেক খোয়ারী—বেরো আগে—

[গঙ্গা একটি কলসী টেনে নিয়ে চলে যায। নয়ন কলসী নামিয়ে রাখে]

আর তুমারই বা কি বেআক্কেলে বুদ্ধি—তিন কাল গিযে এক কালে ঠেকেছে—

বিশে ॥ কি ভ্যাজর ভ্যাজব কচ্চ—

নয়ন ॥ নজ্জা কচ্চেনা মুক নাড়তি বুড়ো হয়ে মত্তি গেলে—এক পা শশ্মানে দিয়ে দাঁড়িয়ে আচ—

বিশে ॥ ফের ব্যাক ব্যাক কচ্ছ—যা করচ করগে—না পার থাকবে পড়ে। কারে বলতি এয়োচো—এঁ্যা—

নয়ন ॥ কেন মেয়ে বুকি নিয়ে আদর কচ্চ—মেঘ করে আসচে—গাইটে দুয়ে কাটা বিচুলি কডা ঘরে তুলতি পার নি—সেও কি আমি করব—

বিশে ॥ বিষ্টি আসুক, ভিজুক, পচুক আম্মার জিনিস, আমার যাবে তাতে তুমার কি - তুমি কতা কবার কে—

নয়ন ॥ একশো বার বলব। বলি মেয়ের জন্যি ইটা কর, সিটা কব, কাপুড কেনো, গয়না গডাও—কই আমার বাপভাইয়ের কতা তো একবারও মনে আসে না—তাদের জন্যি পিরাণ পোডে না—

বিশে ॥ কিসির জন্যি—কি করেচে তারা আমার জন্যি যে তাদের কতা ভাবতি যাবো—

নয়ন ॥ ভাববানা ক্যানে ! মুখা মুখা নিবার সুমায় তো ঠিক ভাবনা আসে—ধানরে, পাটরে, বিচুলিরে, খন্দরে ইটা ছাও সিটা ছাও সে বেলায় তো হাত পাততি বেশ ভাবনা আসে—

বিশে ॥ ফের গ্যাজোর গ্যাজোর কচ্চ -। বলিচিনে তুমার বাপের বাড়ীর কতা কখনও তুলবা না আমার কানে—তুমার বাপের বাড়ীব সংগে আমার কুনু সম্পক্ক নেই।

নয়ন ॥ তা থাকবে ক্যানে। সম্পক্ক রাখতি গেলি যে হাত উপুড কত্তি হয়। সে বেলায় যে ঠুটো জগন্নাথ। বাপ ভাইয়ের সুংসাবে দুটো ট্যাকা পাঠাত্তি বললি—হাহাক্কার নেগে যায়—দুটো ধান চাল পাঠাতি বল্লি সুংসারে আগুন ধরে যায়, মেয়ের বেলায় তো বেশ দশ দিক থিকে দশ হাতে আসে—।

বিশে ॥ আমি দোব না আমার ইচ্ছে—। নোকে বলে রূপে মার নাথি, গুণে ধর ছাতি—। কি গুণ আচে ! ছোট নোকের বংশ—

নয়ন ॥ কি বললে—ছোট নোক। আমার বাপ ভাই ছোট নোক—আমি ছোট নোকের মেয়ে—

বিশে ॥ ছোট নোক বড় নোক গায় নিকা থাকে না ব্যাভারে করে—কি ব্যাভার করেচে আমার সঙ্গে শুনি! শাউড়ী মরবার সুমায় যে দশ বিঘে, জমি নিকে দিতি বলেলো আমার নামে—দিয়েচে? দিয়েচে ওই ছোট নোকের বংশ?

নয়ন ॥ ক্যানে দেবে! ক্যানে দেবে? পাঁচভূতির ছিরাদ্দোর জন্যি। চোদ্দ পুরুষির কেঠোর মুকি ভাত তুলে দিবার জন্যি? জানিনে, মেয়ের নামে জমি নিকে দিবা!—আমি দোব না—দিতি—

বিশে ॥ জেলে দোব, পুলুশি দোব—আমার হক্কের জমি দ্যায় না—ছোট নোকের বংশ—আমার পাওনা জমি না দিলে—আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে দোব না, হাজত বাস করাবো না?

নয়ন ॥ জেলে দিবা? হাজত বাস করাবা—। আর তুমি চোদ্দ পুরুষির মেয়ে নিয়ে সুখে থাকবা না? তুমার সুখির ঘরে আগুন ধরিয়ে দোব না? ছারখার করে দোব না? বলি ও কুন ভদ্দর নোকের মেয়ে শুনি? ছোট নোক—ছোট নোক কর—কুন [মেঘ ডেকে ওঠে আকাশে] বাবা কেলের মেয়ে তুমার—কুন বেজেতের মেয়ে নিয়ে ঘর কর জানিনে আমি?

বিশে ॥ [সহসা আর্তনাদ করে ওঠে] ছোট বউ—

নয়ন ॥ আমরা ছোট নোক—বলি ও কুন সুজাতের মেয়ে—বলে দোব না আমি? সব বলে দোব—তুমার মুকি ছাই দোব আমি—

বিশে ॥ [চীৎকার করে ওঠে। তারপর অনুনয়ের সুরে] ছোট বউ—মরে যাবো—মরে যাবো আমি—

নয়ন ॥ আগুন ধরিয়ে দোব সুংসারে—[বাইরে জোরে মেঘ ডেকে ওঠে দ্রুত চলে যায় নয়ন।]

বিশে ॥ [বুক ফাটা চীৎকার করে ওঠে] ছোট বউ—

[বাইরে মেঘের শব্দ, ঝড়ের ডাক। বিশ্বেশ্বর ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে

রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বিড় বিড় করে আপনমনে বলতে লাগল]

বিশে ॥ ছোট বউ—তুমি বলেলে—বলবাম—দিব্যি করেলে ছুঁয়ে ছোট বউ—আমি মরে যাবো—আমি মরে যাবো—ছোট বউ আমি মরে যাবো [সহসা চীৎকার করে ওঠে] ছোট বউ—উ—[ঝড গর্জন করে। বিদ্যুৎ চমকায়। গঙ্গা ছুটে প্রবেশ করে। এক কলসী জল নামিয়ে রাখে]

বিশ্বেশ্বর ॥ গঙ্গা—[ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে]

গঙ্গা ॥ বাবা—[গঙ্গা ছুটে দাওয়ায় উঠে আসে]

বিশ্বেশ্বর ॥ গঙ্গা—[আর্তকণ্ঠে বলে উঠেই দ্রুত পায়ে গঙ্গার কাছে চলে যায়]

গঙ্গা ॥ কি বাবা !

বিশ্বেশ্বর ॥ গঙ্গা—[গঙ্গার মুখটিকে দু'হাতে তুলে ধরে কয়েক মুহূর্ত নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। গঙ্গার মুখে কি যেন খুঁজতে থাকে।

গঙ্গা ॥ কি বাবা—

বিশে ॥ না—না—কিছু না—কিছু না—

গঙ্গা ॥ বাবা—

বিশে ॥ ওরে—[কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল]

গঙ্গা ॥ বাবা—

বিশে ॥ [সহসা গঙ্গাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে] ওরে ঝড উঠেচেরে—সব ভেঙ্গে চুরে নিয়ে যাবে—সব রসাতলে দেবে—সব চলে যাবে—আমার—গঙ্গা—

[হাহাকার করে কেঁদে উঠল। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, ঝড, মেঘের ডাক ও অন্ধকার ওদের দু'জনকে ঢেকে দিল। পর্দা নেমে এল]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সন্ধ্যার অন্ধকার। ঝড় বইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ছিটিয়ে পড়ছে। বিশ্বেশ্বর ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে হাঁটু দুটো একত্র করে একটা কালো ডোরা কাটা খদ্দরের চাদর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে জড়ো সড়ো হয়ে বসে হুঁকো টানছে। চতুর্দিক যেন শীতল নীরবতায় ডুবে যাচ্ছে। এমনি করে অনেকক্ষণ কেটে গেল…লম্ফ হাতে নয়নতারা এসে দাঁড়াল। তারপর কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। বিশ্বেশ্বর একবার আড় চোখে দেখে নিয়ে তেমনিই বসে রইল।]

বিশে ॥ সুখ…সুখ না তো সুখ পাখী! এই বসল ডালে…এই গান ধরল এই ফুড়ুৎ করে উড়ে পালালো…কেউ টের পাবে না কখন বুক খালি করে চলে গেল। জ্বালা! শুধু জ্বালা! শান্তি না তো! জ্বলে জ্বলে শেষ হবে মানুষ! তেবু শান্তি চায় মানুষ।

[গঙ্গার প্রবেশ]

গঙ্গা ॥ বাবা!

বিশে ॥ [চমকে] এঁ্যা… ওঃ [হুঁকোয় মুখ দেয়]

গঙ্গা ॥ মা বললে…সন্দে হয়ে গেল…দোপরে বিকেলে কিছু খাওনি…এখুন দুটো চিড়েমুড়ি দোব, খাবা?

বিশে ॥ না—[গঙ্গা তবুও দাঁড়িয়ে রইল]

গঙ্গা ॥ দুটো কড়া খাও না ক্যানে…

বিশে ॥ নাঃ…তুই যা…[একটু থেমে] শোন…না, যা…আমার দড়ি পাকানোর ঢেঁড়াকাঠিটে দিয়ে যা দিনি…ওদিককির চালের বাতায় গুঁজা আচে…

[একটু পরে এক গোছা পাট ও ঢেঁড়া কাঠি নিয়ে এসে খুঁটির গায়ে ঝুলিয়ে দিল। বিশ্বেশ্বর দড়ি পাকাতে বসল। গঙ্গা দাঁড়িয়ে রইল]

গঙ্গা ॥ আনব অল্প করে মুড়ি—

বিশ্বেশ্বর ॥ দড়িটে না পাকিয়ে ফেললি বাঁধা ছাঁদার এমন অসুবুধে হচ্চে··· বেড়া টেঁড়া গুনু সব রাকচে না গত্তি···বাঁধি কি দিয়ে তার ঠিক নেই—

গঙ্গা ॥ দুটো খেয়েই নাও না ক্যানে—

বিশ্বেশ্বর ॥ হাতের কাজ ফেলে কি কারুর খেতি মন নাগে। আঁর এই সন্দেবেলা গেরস্তবাড়ী কেউ খায়—। আমি খাব না—

গঙ্গা ॥ তা হোক—ও বেলা খাওনি—

বিশ্বেশ্বর ॥ আরে না, না···একবেলা না খেলি মানুষ মরে যায় না—। আর একবেলা যেদি কাজ দেবী পড়ে যায় তো সে কাজ তুলা ভারী দুর্ঘট। কত দড়ি পাকাতি হবে তার খিয়াল আচে—। একখ্যান নোতোন আটচালা তোলবো ভাবচি দক্ষিণ মুখো করে। চওড়া করে পুতা দোব। পুরু করে খড় দিয়ে ছাবো,—বাঁশ কিনতি নাগবে না ঝাড়ে খান কয়েক মোটা মোটা বাঁশ দেখে রেখিচি—খুঁটি হওয়ার মতন—হেসে খেলে চলে যাবে বিশ বছর···তোদের জীবনও কেটে যাবে···আমার আর ক'দিন···

গঙ্গা ॥ কি হয়েচে বাবা। সেই সকাল থিকে—মনমরা হয়ে বসে আচ—

বিশে ॥ হবে আবার কি। তোর বিয়েটা হলি চার হাত এক করে দিতি পাল্লি···ঝঞ্ঝাট চোকে···আমারও শান্তি···তোদেরও শান্তি।

গঙ্গা ॥ [বিশ্বেশ্বরের গায়ে হাত দিয়ে] বাবা—[বিশ্বেশ্বর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কি হয়েচে···বলনা···বাবা—[বিশ্বেশ্বর নীরব] বাবা—

বিশে ॥ এই কুষ্টার ফেসোগুলো দেখ। দেকচিস? পাঠ কেচে তুলে গাছের কি দশা···সেই শক্ত গাছটা, আজ সব ফেসো···মানসির জীবনও যেন ঠিক—এমনি ফেসো [থেমে গেল] কে যেন জেবন ভোর পিটিয়ে পিটিয়ে ছ্যাতরা, ব্যাতরা করে দিয়ে যাচ্ছে···জেবনড়ারে···। মানষি কত কষ্টে

সিষ্টে গুছিয়ে গাছিয়ে সুংসারডারে সুখের করে তুলতি চিষ্টা করে আর সব ভেসে যায়…

গঙ্গা ॥ কি হয়েচে বল না বাবা—

বিশে ॥ সবাই সুখ চায়। সুখ! মিথ্যে! মিথ্যে! সুখ নাতো এলো-ভুলো! দেকিচিস অন্ধকার রাতি মাঠের মদ্দি এলোভুলো জ্বলে! মানষিরি পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিযে কাদার মদ্দি ঠেসে ঠেসে মারে! সুখও তেমনি! সুখির পেছন ছুটতি ছুটতি মানুষ—কষ্টের কাদার মদ্দি মুখ থুবড়ে পড়ে,—মরে। ভাগ্যের বিচারই এমনি ধারা…

গঙ্গা ॥ বল…কি হয়েচে বলচ না ক্যানে…

বিশে ॥ আমার বুকির মদ্দি 'ফটে' যাচ্চে রে…কি যেন বুকটারে ভেঙ্গে ফেলচে। বুঝলিরে—মানষিরি বিশ্বাস কাত্ত নেই…মানষিরি কেউ যেন বিশ্বাস না করে—। যে মানষিরি বিশ্বাস করবি…সেই আবার উল্টে শত্তুর হয়ে তোরে মারবে…বিশ্বাসঘাতক…বিশ্বাসঘাতক…

গঙ্গা ॥ বাবা…

বিশে ॥ হ্যারে…আমি কি কথনও তোরে…তোর মনে কুষ্ট…দুঃখু দিইচি…

গঙ্গা ॥ না বাবা—

বিশে ॥ তালি আমারে ছেড়ে কুথাও যাবিনে বল…কুথাও যাবিনে…

গঙ্গা ॥ কুথায় যাব—

বিশে ॥ এঁ্যা · কুথায়?

গঙ্গা ॥ কুথায় যাব?

বিশে ॥ ওঃ ··তাই তো ··না···না ··মানে · না·· মানে···মানে আমারে একলা ফেলে · একলা রেখে কুথাও চলে যাবিনে তো…কুত্তাও যাবিনে বল·· কুথাও…কুথাও…

গঙ্গা ॥ ক্যানে যাব বাবা—

বিশে ॥ ক্যানে! সে কতা কি কেউ বলতি পারে রে? এ জগৎ সুংসারে—

কে কখন কুথায় চলে যায় কেউ বলতি পারে? মানুষ এই আচে…এই নেই…তাছাডা…তাছাড়া…[কি ভাবল যেন] ধর…যদি কখনও এমন কিছু ঘটে…এমন এট্টা কিছু…

গঙ্গা ॥ কি বাবা—

বিশে ॥ না, না, ঘটবে না,…ঘটবে ক্যানে…ঘটবে ক্যানে…মানে যদি এমন কিছু এট্টা কখনও হয়, যা…যা আমি কখনও মনেও ভাবিনি…স্বপ্নেও ভাবিনি—

গঙ্গা ॥ কি বাবা—

বিশে ॥ না, কিচ্ছু না! [সহসা পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে গেল। কি যেন ভাবতে লাগল। তারপব স্বপ্নের মতন বলে যেতে লাগল] কি জানি কি! কিছুই বুঝতি পাচ্চিনে…সব যেন ক্যামন ধারা ঘোলামালা হয়ে যাচ্চে… মনডা এই বিষ্টি বাদলায় কিছুতেই যেন থির থাকতি পারচে না—ছের হু…হু…করে জ্বলে যাচ্চে…জানিস…ঠিক এমনি এক সন্দেবেলা…সিদিনও ঠিক এমনি ধারা বিষ্টি হচ্চোলো…বেলাস্ত বিষ্টি…অন্ধকার ঘুরঘুট্টি করে এয়োলো আকাশে…সব নিস্তব…ঠাণ্ডা…কেউ কুথাও ছেল না…ছের বিষ্টি…ঝম ঝম করে বিষ্টি…আমি বসেছেলাম ঠিক এই ঠ্যাণ্ডায়…ঠিক এমনি করে…এময় স্থমায়…ওই গোলার ছেনচের নীচেয়…কিডা যেন অন্ধকারে…

কাঠু ॥ বিশদা…বিশদা—বাড়ী আছো—[বাইরে কাঠুর কণ্ঠস্বর]

বিশে ॥ কিডা—[বিশ্বেশ্বর চমকে উঠল]

কাঠু ॥ আমরা গো—[বলতে বলতে পঞ্চা, সুদো, মুন্দিরে, কাঠু ঢুকল। কারুর মাথায় টোকা, কারুর মাথায় তালপাতার ছাতা ইত্যাদি]

কাঠু ॥ সব ডোববে…সব ডোববে বিশদা…ধান আর ইবার এট্টাও হাতে পেতি হবে না। এক আটি বিচুলিও গরুর মুখি দিতি পাবা না। সব্বনাশের মাথায় বাড়ি—

বিশে ॥ উঠে এসো গো—[সবাই ওঠে] তা সব্বনাশের কি হল…

কাঠু ॥ সব্বনাশ না ? আকাশ মোটে বিডি দেচ্চে না মুকি—জলে থয়ে রসাতল…মানুষ গ্যাডাতি পাচ্চে না ঘরে—আর ও তো কচি ধানের রুয়া …আতুসী ছেলের গা,—ফুঁ নাগলি মুচ্ছো যায়…জলের তোড়ে আর কত বেলা টেকবে রুয়া—

বিশে ॥ গঙ্গা, চ্যাটাইডা পেতে নম্ফটা দিয়ে যা দিনি—[গঙ্গা চলে গেল]

সুদো ॥ তা ভন্নাতো আর নতুন দেকচো না দেশে…একবার ভন্না হলি মাঠ ঘাট, বিল, বাওড় সব একাক্কার…এতো পেট থিকে পড়েই দেকচো… [গঙ্গা চ্যাটাই এনে পাতল, লম্ফটা একটা উঁচু ডেলকোয় রাখল। গঙ্গা চলে গেল]

বিশে ॥ ত্থাও বস—

পঞ্চা ॥ বসতি এ্যালাম নাকি ! রাত হয়ে যাচ্চে ··কাজের কতা কি আচে কাঠু কও…যাই…

বিশে ॥ তা চারদণ্ড না বসলি কি কতা হবে ··

পঞ্চা ॥ হ্যাঁ, বসি, ··আর একেনেই রাত পুয়াক। যা সব কুড়ের বাদশা… চিনিনে এঁদের · পিট ·ডলি পাশ ফিরে শোয়·· একবার বসলি, তামুক গ্যাও…টিকে গ্যাও…আগুন গ্যাও…কত্তি কত্তি মাটিতি শেকড় নামিয়ে দেবানি…ত্যাখুন ঠেলে তুলতি আবার তিন জন নোক নাগবেনি—

সুদো ॥ ও বিশদা, পঞ্চাদা আমাদের এক ঠেঙে ঘোড়া। ওর ঠ্যাং য্যাখুন ছোটে…ত্যাখুন পক্ষীরাজের পাখনা, সাঁ…সাঁ…তেঁপান্তর পার হয়ে যায় · আর বসলি, বেতো ঘোড়া…গুঁতিয়ে মাল্লিও নড়ে বসে না—

পঞ্চা ॥ তোদের মতন বসে বসে কুট কচাশিতি মন ধরে না আমার ··কাজের কতা থাকে তো ক'…শুনি—নইলি চলে যাই—

বিশে ॥ তা যাই কর—রসবা—তো—

সুদো ॥ না—আমরা ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝোলবো—

পঞ্চা ॥ দেক সুদো রঙ্গরস সব সুমায় ভাল নাগে না—কাজের কতা ক—

সুদো ॥ তালি পা ছড়িয়ে কানতি বসো—

পঞ্চা ॥ এত যদি রঙ্গ নেগে থাকে মনে তো ধেই ধেই করে ন্যাংটো হয়ে নাচগে না উঠোনে,—বারণ কচ্চে—কিডা ?

সুদো ॥ তালি তুমার শাওড়ীরে এনে দ্যাও, নাচি [সবাই হেসে উঠল]

পঞ্চা ॥ সুদো, ইটা কি তোর তামাসা করার সুমায় এল—

সুদো ॥ তেবে শাওড়ীর মুকি চুমু খাওগে—আর তেল নুন দিয়ে ভাত মারগে—

পঞ্চা ॥ আচ্ছা, হয়েচে কি তোর বলত ! এলাম এট্টা কাজের জন্যি···আর তুই সাত কাণ্ড রামায়ণ গেতি নাগলি। তোর যেদি মন না নাগে·· তো তুই চলে যা—

সুদো ॥ তাড়িয়ে দেচ্চ—

পঞ্চা ॥ কাজের কাজ নেই, আকামের কাজ !

সুদো ॥ তা রাগচো ক্যানে। রামচন্দরের সমুদ্দুর বাঁধতি কাঠ বিড়ালিও কাজে নেগেলো, আর আমি এট্টা নেংটি ইদুর রইচি তুমাদের সংগে, কুন্ন কাজে নাগবো না ! তাড়িয়ে দেচ্চ ··

পঞ্চা ॥ তোর বকবকানি থামাবি না কি !

সুদো ॥ এই বসলাম·· কই গো বিশদা তামাক দ্যাও—

বিশে ॥ নে সাজ [হুঁকো দিল]

পঞ্চা ॥ একুন কি করবা তাই বল। পশ্চিমীর জোল দিয়ে যে তোড়ে জল নামচে একুনি তো ধানের গলায় গলায়·· ভয়া যেদি আরও নামে···তো রুয়া গেল, ব্রহ্মার বিটা বিষ্ণু এলিও ঠেকাতি পারবে না—

[সবাই চুপ। সুদো গান গেয়ে উঠল]

সুদো ॥ [গান] ও জলের যৈবন রে···তোর রূপের নাগাল পাইলাম না···

পঞ্চা ॥ কি হচ্চে···সুদো—

সুদো ॥ টিকের আগুন ধরচে না [কলকের ফুঁ দিল]

পঞ্চা ॥ তোর বড্ডা ফুর্ত্তি নেগেচে দেকচি—

সুদো ॥ এই মুকি কুলুপ দেলাম। চাবিটে তুমার ট্যাকে গুঁজে রাখ—

পঞ্চা ॥ ফিচেল কম্‌নেকার—

কাঠু ॥ আমার কিন্তু মনে নেচ্চে বিশদা, ইবার ত বানভাসা হবে। জলের যা ধারা…

মুন্দিরে ॥ তালি তো মলাম। ধান টান তো য়াবেই…বাড়ী ঘরও যাবে—ত্যাখুন থ্যাডাবো কম্‌নে!

পঞ্চা ॥ জোলের মুখটো বেঁধে দিলি হয়না কাঠু।

কাঠু ॥ পেল্লায মাঠ! এ মুড়ো ও মুড়ো বাঁধা কি চাট্টিখানি কতা। সেতু বন্ধন কত্তি রামচন্দরের কত বানর নেগোলো আর আমাদের আচে কিডা।

পঞ্চা ॥ ক্যানে আমাদের নেংটি ইঁতুর রয়েচে! সুদো—একাই এক শো—

সুদো ॥ ঠিকই তো! যেমন আমাদের ছুঁচো রামচন্দর, তেমনি তো তার নেংটি ইন্দুর হবে—, নাকি সুগ্রীব দোসর হবে—

মুন্দিরে ॥ কিন্তু বাবুরো যে বলেলো, খাল কেটে জল নিকেশ করা হবে—তার কি হলো—

কাঠু ॥ কিন্তু একুন যে আমাদের ধানের নিকেশ হল তার কি হবে—

পঞ্চা ॥ তার তো কুন্নু উচ্চ বাচ্চ দেকচি নে—

মুন্দিরে ॥ বাবুরোই ফোয়ারা তোলে, বাবুরোই ঘেড়োয় না—

সুদো ॥ শ্মশানে মড়া পডবে বলে, ভাগাডে শগুনগুন্নু সব হ্যাল হ্যাল কে চেয়ে আচে। আমর! পডলি তো! আরে জোলের মুকি c বাবুদের পাঁচশো বিঘে মাছের ভেড়ী রয়েচে—সেগুন্নু কি খালের গভ্‌ভে যাবে। ভেড়ীর মাছগুন্নু কি ড্যাঙ্গায় উঠে ফিটিং চডে বেড়াবে?

পঞ্চা ॥ ফের বকতি নাগলি—

মুন্দিরে ॥ ঠিকই তো বলেচে। খালের মদ্দি বাবুদের ভেড়ী পড়চে বলেই তো খাল কাটা বন্ধ হয়ে গেল—

কাঠু ॥ তা ওই ভেড়ীর জন্যিই তো মাঠের জল বেরুতি পারে না। ধান পচে নষ্ট হয়—

বিশে ॥ তা একবার বাবুদের কাছি গেলি হয় না—

সুদো ॥ বল হরি হরি বোল—

পঞ্চা ॥ কি হচ্চে কি সুদো—

সুদো ॥ টীকেয় আগুন ধরচে না— [কলকেয় ফুঁ দেয়]

পঞ্চা ॥ ফিচলেমি করবার আর জায়গা পেলিনে বিট্‌লে কমনেকার—

কাঠু ॥ উর আর কি! গ্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়…জমি তো আর কত্তি হবে না, ধান ডুবল তো ওর ভারী বয়েই গেল—

বিশে ॥ বাদ দ্যাওদিনি পাগলের কতা। পাগলে গোবধে আনন্দ। ন্যাও বল, যাবা একবের বাবুদির ঠেঙে—

সুদো ॥ হরিবোল…হরিবোল…মধুসূদন—

পঞ্চা ॥ সুদো—[ধমকে উঠল]

সুদো ॥ এট্টা গল্প মনে পড়ল পঞ্চাদা, শোন, · এক বনে, এক পেল্লায় বাঘ বাস করত। তার উৎপাতের ঠেলায় বনের পশুদের প্রাণ প্রাণান্ত…তাই পশুরা সবাই ভেবে ভেবে ঠিক কল্লে…যাবে সেই বাঘের কাছে দরবার কত্তি,—বাঘ তুমি আর আমাদের খেও না—

বিশে ॥ থ্যাক সুদো, আমরা সবাই ঘাসের বীচির ভাত খাই—না? মনে ভেবিচিস—তোদের মতন জ্ঞান বুদ্ধি বুঝি বিশ্ব সংসারে আর কারুর নেই। ভাল মন্দ বুঝার ক্ষ্যামতা সকলেরই আচে—আমিও বুঝি!

পঞ্চা ॥ আরে কি হল বিশদা—

বিশে ॥ না…এ ভাল না। নোক তো আর সব মুখ্যু না, যা বলে যাবে তাই স'য়ে যাবে—

পঞ্চা ॥ আরে তুমিও তো দেকচি পাগলের সঙ্গে পাগলামি শুরু করলে বিশেদা।

বিশে ॥ না, না, পাগল না। সিয়ানা পাগল। কি বললে শুনলে মন্ন বাবুদের নামে। আর আমরা সব পশু—না...আমরা কিচ্ছু বুঝিনে—। ও পাগল সেজে থাকে আসলে ও জিলুপীর প্যাচ—

কাঠু ॥ পাগল না ছাই···পাগলের মাথায় হাগে···

মুন্দিরে ॥ তা কি ঠিক করবা ছাই ঠিক কর। রাত হয়ে যাচ্চে না? আকাশ তো আর আমাদের জন্যি বসে থাকবে না, এক্ষুণি হুড মুড করে নামবেনি—

বিশে ॥ তা বল তুমরা—

পঞ্চা ॥ তুমি বল

বিশে ॥ অমি কি বলব। আমি বলতি গেলি নানান মুনির নানান মত হচ্চে। যা ভাল মনে কব, তুমরা কব·· আমি ইর মদ্দি নেই—

মুন্দিরে ॥ সিডা কি এট্টা বুঝমানের মতন কতা হল।

পঞ্চা ॥ বলি, ধান ডুবলি তো আর বেছে বেছে আমার ধানগুন্থ ডোববে না—তুমাদেরও ডোববে যা করবা এক সংগে কর—

কাঠু ॥ দূর ছাই ···ভাল লাগে না কিছু···ভেবেলাম ভাদ্দরে আউশটো কয়া না উঠাতক দাদন ফাদন নিয়ে বচরডা পার করে দোব···তা এমনি কপালের গেরো যে জলের অভাবে আউশটা পুড়লো···একুন আবার জলে কয়া ডুবতি বসেচে···শালার চাষার মরণের আর একূল ওকূল নেই···চল্লাম···[উঠে দাড়ালো সহসা।] যা আচে কপালে···হবে....ও তুমরা কিছু করবানা—বুঝতি পেরিচি—

বিশে ॥ করব না মানে। কিডা বলেচে করব না

কাঠু ॥ তুমাদের মতিগতিই বলচে···আবার কিডা বলবে—

বিশে ॥ বলচি তো বাবুর কাচে চ ···সে কতা তো কেউ কানে নেচ্চে না, সবাই নিজির নিজিরটা নিয়ে মত্ত। বাবু পঞ্চায়েতের কত্তা···প্রধান—

মাতব্বর…ওপরে হাত আচে…একুন থিকে বলে কয়ে রাখলি…বন্তের পর যে দশা হবে…ত্যাখুন রিলিফির মাটি কাটার কাজডা পাওয়া যেত্তি পারে। খয়রাতি গম, চাল, ট্যাকা পাওয়া যেত্তি পারে…পেট তো বাঁচবে…আর কিছু না হোক—তা না—ঝ্যাতো সব এগডো বেগডো কতা—। তেমন করে ধল্লি চাষের সুমায় চাষেব কর্জও মিলত্তি পারে—কত সুবুধে—

সুদো ॥ [হুঁকো খেতে খেতে] হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও…যাও·· বাবু নোক ভাল, বসত্তি দেবানি, জল গামছা দেবানি, তামুক খেত দেবানি, জামাই আদর করবেনি…মিঠাই মুণ্ডা দেবানি…

বিশে ॥ শুনলে, শুনলে,কতা, গা জ্বালানি কতা—

পঞ্চা ॥ কাজের কতা ক' সুদো, না পারিসতো উঠে যা—

বিশে ॥ ঠেস দিয়ে কতা কওযা একদিন বেরুবে সুদো। এক মাঘে শীত যায় না—

সুদো ॥ সুদোর আবার মাঘ মাস, শাল গিবামের শুযা বসা।

বিশে ॥ দেখবো, দেখবো, কি করে দিন যায়—দিন একেনেই শেষ হয়ে যাচ্চে না।

সুদো ॥ বলে গরু তোরে ব্যাচবো·· তা ব্যাচো। একেনেও ঘাস জল, সেকেনেও ঘাস জল—তাতে সুদোব কি!

কাঠু ॥ তোর সুঙ্গে কাব ইয়েবে? চাল নেই চুলো নেই, মাগ নেই, ছেলে নেই তোর যা মানায—আমাদেব কি—তাই মানায়? আমাদের সুংসার করে খেত্তি হয় না?

সুদো ॥ তা যা না বাবুদেব কাছে। মাঠের জল নিকেশ কবে দেবানি—

কাঠু ॥ ত্যায় না দেয় এট্টা পবামশ্যতো কত্তি পারবো—

সুদো ॥ কি পরামশ্য কববা! অগস্ত্য মুনিব মতন এক চুমুকি সমুদ্দুর শুষে নিত্তি পারবা?

কাঠু ॥ আর কুনু উপায় নেই!

সুদো ॥ না, এ জল ঠেকাবার সাধ্যি কারুর নেই—আমাদেরও না, বাবুর বাবাদেরও না—

কার্ঠ ॥ তালি তোর মনের বাসনা পূন্ন হয়—

বিশে ॥ চোখ টাটাচ্চে—চোখ টাটাচ্চে, দেখচ না, হিংসেয় জলে পুড়ে যাচ্চে।

মুন্দিরে ॥ এ কি রকম কতা হল বিশদা—সত্যি কতা বললি চোখ টাটাচ্ছে।

বিশে ॥ তা না তো কি! দুটো যে করে কম্মে খাচ্ছি—জমিজমা নাড়াচাড়া কচ্চি—তাতেই বুক শুলিয়ে যাচ্ছে—আর সচ্ছে না বুকি! পরের ভালতো দেকতি পারে না মানুষ!

সুদো ॥ তা তুমরা করে কম্মে খাচ্চ—আমরা পাচ্ছিনে ক্যানে। আমরা বুঝি জগৎ সুংসারের কেউ না—আমাদের বুঝি খিদে তিষ্টা নেই!

বিশে ॥ যে যার কপালে খাচ্চে। কেউ কি কারুর খাইয়ে দিতি এসেছে—বিধেতা পুরুষ যার যেমন কপালে নিকেচে—সে তেমন খাচ্চে—

সুদো ॥ বিধেতা পুরুষ কি সব নোক চিনে চিনে নিকে যায় না কি! কে বাবুর নোক, কে বাবুর পোঁ ধরে—কে বাবুদের পায়ে তেল মাখাতি যায় বেশ চেনে তো বিধেতা পুরুষ—

বিশে ॥ ফের যদি কামড়দিয়ে কতা কবি সুদো তো, তোরই একদিন কি আমাদেরই একদিন—

সুদো ॥ সমুদ্দিরি জোয়ার এলি—তুমাদের নদীতিই শুধু বান ডাকে—কই আমাদের নদীতি তো ছিটে ফোঁটা আসে না!

বিশে ॥ ওই মুকির কতা মুকি থেকে যাবে সুদো—ওই বাক্যি যাতে আর না বেরোয় তাই করে দোব—

সুদো ॥ দিও, দ্যাকবো—

বিশে ॥ তাই দোব—

পঞ্চা ॥ আচ্ছা তোরই বা এত কামড় নাগচে ক্যানে? কারুর পেছনে খুঁচা না দিয়ে কি তুই কতা কতি শিকিসনি? ই কি বজ্জাত স্বভাব তোর—

মুন্দিরে ॥ এ তুমার কি রকম কতা হোল পঞ্চাদা ! ভাগে তুমি কর, আমরাও করি ! বাবুরা বেছে বেছে বিশদারে জমি ছায়, সুদোরে ছায় না ক্যানে ! কাঠুদারে ছায় আমারে ছায় না ক্যানে ? ভিন গায়ের নোককে ডেকে ডেকে জমি বিলি করে কই তুমারেতো একবার ডেকে বলে না—পঞ্চা, খলসেমারির জমিটে তুই কর !

পঞ্চা ॥ তাই বলে খিম্‌চা খিম্‌চি কত্তি হবে ! কুকুরির জো—

মুন্দিরে ॥ তাই যেদি বলো এই কতা বলতি গিয়োলো বলেই তো সুদোরে কুকুরির জো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েচে বাবুরো—সে কতা বলচ না ক্যানে ? বাবু পঞ্চাযেতের মালেক বলে ? ভেড়ীর মালেক বলে—

বিশে ॥ তুমরা কি আমাদের সংগে ঝগড়া করবার জন্যি এযেলে আজ ?

পঞ্চা ॥ ঝগড়া তো তুমিই বাধালে !

বিশে ॥ ঝগড়া আমি বাধালাম ! কাঠু শুনচিস কতা !—শুনচিস—

কাঠু ॥ তা পঞ্চুদা—তাই যেদি বল, তালি সত্যি কতা বলব—ঝগড়ার গুড়া তো সুদো—

পঞ্চা ॥ কি অন্যায়ডা করেচে সুদো ! যে সুদো ঝগড়ার গুড়া হল ?

বিশে ॥ তার বলবাব কি এক্তিয়ার আছে যে বাবুরা আমারে জমি ছায উরি ছায় না—

পঞ্চা ॥ সত্যি কথা বলেচে—

বিশে ॥ সত্যি কথা বলেচে—

পঞ্চা ॥ ছায় না ? পাওনা তুমি জমি ?

বিশে ॥ হ্যাঁ ছায় ! ক্যানে দেবে না ?

মুন্দিরে ॥ কই আমাদের তো দেয় না ?

বিশে ॥ সে তাদের ইচ্ছে—

মুন্দিরে ॥ ভালবাসার নোক হলি ইচ্ছে হয়, আর না হলি হয় না—সে আর বুঝিনে ?

বিশে ॥ সাবধানে কতা কবি মুন্দিরে—ভবিষ্যত ভেবে কতা কবি!

মুন্দিরে ॥ নেয্য কতার আবার মার কিসির! তুমাব মতন হ্যাওটো হত্তি পাল্লি—আমরাও প্যাতাম।

বিশে ॥ তেবে আসিস ক্যানে? আসিস ক্যানে ঘুরঘুর কত্তি! কুকুরির জো—! হ্যাও না দুটো গম পাইয়ে বাবুবি বলে, হ্যাও না একখ্যান কম্বল পাইয়ে—শীতে মরে গেলাম—আসিস ক্যানে ছুক ছুক করে—! এঁ্যা—নম্বা চওড়া কতা বলিস—

মুন্দিবে ॥ ক্যানে চাব না? বাবুব জিনিস? আমাদেব জিনিস আমাদের দেবে তাব মদ্দি আবাব কতা কিসির।

বিশে ॥ তা আমাব কাছে ক্যানে গেলিই পাবিস বাবুব সাক্ষেতে—

মুন্দিবে ॥ তুমাব সংগে মেলা খাতের বলেই আসি—

বিশে ॥ ত্যাখুন পা চাটতি তো তেতো নাগে না—

মুন্দিবে ॥ কারুব বাবার জিনিস চাইতি আসিনে—হক্কের জিনিস চাই—

কাঠু ॥ আঃ—থাম মুন্দিবে—

বিশে ॥ তোব বাবাব জিনিস—

কাঠু ॥ আঃ বিশদা—

মুন্দিবে ॥ বাবুবও বাবাব জিনিসি না। পঞ্চায়েতের জিনিস—

কাঠু ॥ এই স্বুদো থামলি—

বিশে ॥ বাবুবি বলব তাই। কাব বাবাব জিনিস সমঝে দেবানি—ত্যাখুন তোদের যতীন মাষ্টার ঠেকায় যেন।

মুন্দিবে ॥ বলো। বলে আমায় কলা করবেনি—চল পঞ্চ'দা—যতীন মাষ্টারের কতা তুলবা না।

[সবাই চলে গেল]

বিশে ॥ শুনলি…শুনলি…আস্পদ্দার কতা—

কাঠু ॥ বাদ হ্যাও দিনি….উদির কতা—

বিশে ॥ বাদ দোব মানে? তুই বললিনে কিছু—

কাঠু ॥ আমি কি বলব?

বিশে ॥ বাবুদের চোদ্দগুষ্টি ধরে কতা কয়ে গেল....আর তুই চুপ মেরে থাকলি—

কাঠু ॥ আমি কি বলব—

বিশে ॥ শুনিয়ে দিলিনে ক্যানে মুকির ওপর—

কাঠু ॥ কতা হচ্চে তোমার সংগে, আমি মাঝখান থিকে কতা হব—

বিশে ॥ তাই বলে মুক বুজে থাকবি! বাবুদের নিন্দে শুনতি বড্ডা ভালো নাগে না?

কাঠু ॥ তুমি মিথ্যে রাগ কচ্চ বিশদা!

বিশে ॥ উদির সংগে তোর এত সাথ কিসির! উরা কি তোর অন্নদাতা?

কাঠু ॥ উদির কি ক্ষ্যামতা—, আমারে অন্ন দেবে—

বিশে ॥ তেবে চ'। বলবি বাবুর ছুমুতি—

কাঠু ॥ কি বলব—

বিশে ॥ যা শুনিচিস তাই বলবি—[উঠে দাঁড়ায়]

কাঠু ॥ আমি—

বিশে ॥ হ্যাঁ, তুই সাক্ষী—। গঙ্গা— [ডাকল]

কাঠু ॥ আমি—

বিশে ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—যা শুনলি সব বলবি—

কাঠু ॥ একুন—?

বিশে ॥ একুনই—। কত তেল হয়েচে দেকি একবার—

কাঠু ॥ এখন যাই কি করে—

বিশে ॥ ক্যানে—

কাঠু ॥ কোলেরভার জ্বর দেকে বেরিইচি! আজ সকাল থিকে যেমনি জ্বর ....তেমনি বমি....হাতে নেই পয়সা! গৌর বাবাজীর ছুকান থিকে

বাকিতি কিছু সাবু, মিছরি নিয়ে যাব—তেবে রাত্তিরি খাবে—একুন যাই কি করে—

বিশে ॥ তেবে কাল যাবি। যা শিকিয়ে দোব তাই বলবি—

কাঠু ॥ হ্যাঁ বলব—

বিশে ॥ নইলে কিন্তু এহ্‌কালও থাকবে না···পরকালও থাকবে না—মনে থাকে যেন—

কাঠু ॥ তুমি ক্ষেপেচো বিশদা। বাবুবো জমি ত্যায, খুরাকির ধান ত্যায়, জন মুনষিব দাম ত্যায়, বেচন ত্যায়—আমি যাবো বাবুর পেছনে নাগতি। আমাবও তো এট্টা ন্যায অন্যায বিচাব আচে। না কি বল তুমি! তুমি কিন্তু বিশদা বাবুবি বলে বিলিফির গম আমারে দুটো পাইয়ে দিও। পাঁচ পাঁচটা অপুষ্যি! কজ্জব ধান দু'বেলা খেতি গেলি, আব ক'দিন?

বিশে ॥ দেখি—তালি কাল সকালেই আসবি। মেলা দেরী করবিনে—। ওই সুদো, মুন্দিরে, পঞ্চা—উদিব আমি একবার দেকে নোব—

কাঠু ॥ তালি যাই একুন—

বিশে ॥ যা [কাঠু গেল] ভেডা কমনেকাব। মেনীমুখো! [ডাকল] ওরে গঙ্গা—গঙ্গা—[নয়ন প্রবেশ কব]

নয়ন ॥ কি করবে কি গঙ্গা। সে খেতি এসেচে।

বিশে ॥ হ্যারিকেনডা ধরিয়ে ত্যাও—। মাতালডা আবার কুমনে গেল?

[খুঁজতে লাগল]

নয়ন ॥ একুন বেরুচ্চ—

বিশে ॥ লাঠি গাছটা আবার কমনে গেল—

নয়ন ॥ এই রাতি কমনে বেরুচ্চ।—বাবুর বাড়ী—?

বিশে ॥ সে নিকেশে তুমার দরকার কি—?

নয়ন ॥ দরকার হলিই নিতি হয়—

বিশে ॥ না, আমার নিকেশে তুমার দরকার নেই। মেয়েমানুষ মেয়েমানষির মতন থাকবা—

নয়ন ॥ তাই থাকবো ! রাত করে হেসেল আগলে বসে থাকতি পারবো না।

বিশে ॥ থাকতি হবে না—। থাক ক্যানে—

নয়ন ॥ হয় তো থাকতি। ভারী সুখ দেকেচো গতরের না ?

বিশে ॥ ফের ফ্যাচোর ফ্যাচোর কচ্চ—যা চ্যালাম, তাই খ্যাও—

নয়ন ॥ পারব না ! গতর থাকে নিজি ন্যাও— [প্রস্থান]

বিশে ॥ হারামজাদী ! জ্বালিয়ে খালে....

[দূরে গোলমাল শোনা গেল। বিশ্বেশ্বর উৎকর্ণ হয়ে বাইবেব দিকে লম্ফটা উঁচু কবে ধবল। সহসা গোলমালটা বাডতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ভোলা প্রবেশ কবল। সংগে কয়েকজন লোক।

ভোলা ॥ বিশদা....বিশদা...কারা এসে অন্ধকাবে তাঁবু ফেলচে আমাদের জমিতি ! তুমাব আমাব যার যার বাগান, জমি ফাঁকা পাচ্চে, তাই দখল করে বসচে—

বিশে ॥ কাবা—

ভোলা ॥ পাকিস্তান থেকে এয়েচে সব—

১ম জন ॥ রিফুজী—

বিশে ॥ রিফুজী—

ভোলা ॥ য্যাতো খালি জায়গা পাচ্চে সব দখল কবে নেচ্চে—শীগগীর চল—

বিশে ॥ চল তো দেখি—

[সকলের দ্রুত প্রস্থান ।

[পর্দা]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[পঞ্চায়েত অফিস : জোতদার গণেশ তালুকদারের বাড়ীর বারান্দায় একটি টেবিলকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার ও দুপাশে দু'টি বেঞ্চি দেখা যাচ্ছে। বারান্দার সামনে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি আছে। তার দুধারে একদিকে বিশ্বেশ্বর, কাঠু ও অন্য কিছু লোক, অন্যদিকে সুদো, মুন্দিরে, পঞ্চা বসে রয়েছে। সবাই কথা বলছে। এমন সময় পঞ্চায়েতের অফিস কর্মচারী সুরথ প্রবেশ করল ও টেবিলে কিছু খাতাপত্তর নামিয়ে রাখল।]

সুরথ ॥ ওরে বাবা, এতো দেখছি, রাত পোয়াতে দেয় না। ভীড় জমে গিয়েচে। কি গো পঞ্চায়েতের পুত্তিপুত্তুরবা···ঘর বাড়ী নেই নাকি। সকাল থিকে এসেই ধর্না দিয়ে পড়োছো।

কাঠু ॥ কি করবো বাবু! আসি কি এমনি! গুঁতোয় পড়ে আসি।

বিশে ॥ পিঠে কিল পড়লিই াসতি হয়।

সুরথ ॥ কে আবার তোমাদের পিঠে কিল মারছে!

কাঠু ॥ সে কি আর আমরা দেখতি পাই! কেউ মারেও না, কেউ তাড়ায়ও না···তেবু ছুটে ছুটে আসি···পেটের জ্বালা এমনি জ্বালা। তা ওগো বাবু— আজ রিলিফির কাজ দিয়া হবে তো!

মুন্দিরে ॥ আমাদের নাম আছে তো রিলিফির লিস্টিতি—

কাঠু ॥ আমার নাম·

মুন্দিরে ॥ কারা, কারা কাজ পেয়েছে—

সুরথ ॥ ওরে বাবা ভীমরুলের চাকে পড়লাম নাকি!

পঞ্চা ॥ আমাদের নাম দু'টো উটেচে তো, আমার, সুদোর—

আবাদ—৩

সুরথ ॥ বলি, তোমাদের নাম তো আর শ্রীকৃষ্ণের শতনাম নয় যে কণ্ঠস্থ থাকবে !

কাঠু ॥ একুন থিকে রিলিফির কাজ চলবে তো।

সুরথ ॥ হলে পাবে··

মুন্দিরে ॥ নগদ ট্যাকা কিছু দিযা হয় না—

সুরথ ॥ ওরে বাবা অত কথার জবাব দিতে আমি পারব না···ছ্যাকা ব্যাকা করে খেয়ে ফেললে গো... [চলে যেতে চায]

পঞ্চা ॥ তা চলে যাচ্ছ·· বলে যাও··

সুরথ ॥ ওরে বাবা, অত কথাব জবাব দেবাব মালেক আমি নই। মালেককে শুধোও···

গণেশ ॥ [নেপথ্যে] সুবথ—সুবথ—

সুরথ ॥ ওই আসচেন জবাব দেবাব মালেক। যার জবাব সেই দেবে। এখন আমি যাই আমাব জবাব দিতে। যাই—[সাডা দিল। প্রস্থানোদ্যত]

গণেশ ॥ [দ্রুত প্রবেশ কবে। সুবথ—। দুজনের মুখোমুখি দেখা হযে গেল। বযস পঁযতাল্লিশ। মোটা, স্থুল চেহাবা। একটা লিস্ট দেখতে দেখতে] এতো পুবোনো নামেব লিস্ট· নতুন যে লিস্টটা তৈরী করা হল, সেটা কোথায গেল···

সুরথ ॥ আজ্ঞে ওইটেই তো নতুন·

গণেশ ॥ নতুন হলে পুরোনো নামগুলো ঢুকল কি করে। এবা তো বিলিফের কাজ পাবে না···

সুরথ ॥ আজ্ঞে আপনি যাদের যাদের নাম বলেছিলেন···

গণেশ ॥ তাহলে রাখাল মণ্ডল, পীতাম্বর দাস···এদের নাম ঢুকল কি করে...

সুরথ ॥ আজ্ঞে···তা তো জানিনে·

গণেশ ॥ জানো না [সুরথের সংগে গণেশের চোখোচোখি হল। দু'জনেই বুঝল] যাও —[সুরথ সুড সুড় করে চলে গেল। চেযারে বসল]

[পঞ্চা, সুদো, সুন্দিরে পরস্পর মুখের দিকে চাইল]

সুদো ॥ বাবু···আমাদের নাম···

গণেশ ॥ সময় হলেই জানতে পারবে। তারপর বিশ্বেশ্বর—

বিশে ॥ আজ্ঞে বড় বাবু···

গণেশ ॥ কি মনে করে—

বিশে ॥ আজ্ঞে কত্তা বাবু···আমাদের বাগানের মদ্দি যে নোক ঢুকে বসে থাকল তাব কি কবা—। পঞ্চায়েত যদি—

গণেশ ॥ তা পঞ্চায়েত কি করবে—

বিশে ॥ আমার বাগানের গাছপালাগুন্ন নষ্ট করে ফেলেছে, কলাগাছগুন্ন কেটেচে···শাক সবজীব গাছগুন্ন দ'লে মসে একাকার করে দিয়েছে। দু'টো ফলঠা মূলডা পেতাম তাওতো গেল···এখন—

গণেশ ॥ তার পঞ্চাযেত কি করবে—পঞ্চায়েত এনে বসিয়েছে ? গভর্ণমেণ্ট এনে বসিয়েছে···

বিশে ॥ তা আমাদের জমির ওপরে···

গণেশ ॥ তা কোথায় বসাবে ? আমাদের মাথায়—

বিশে ॥ না। তা বলচিনে···

গণেশ ॥ তবে ? বুঝলে বিশ্বেশ্বর, যে সমস্ত উদ্বাস্তু আজ পাকিস্তান ছেড়ে আমাদের দেশে এসে পড়েছে···তাদের দেখতে হবে বৈকি ? জায়গা দেবো না বল্লে তো আর চলবে না। ধর তোমার নিজেরই যদি কোন আত্মীয়-স্বজন হত···দিতে না তুমি তোমার ঘরে জায়গা ? আজ নয় তোমার জায়গায় এসে বসেছে, এক্ষুনি তারা যাবে কোথায় ? পুনর্বাসন হলেই সবাই চলে যাবে তখন তোমার জায়গা তোমারই থাকবে কেউ নিতে আসবে না। [সুরথের প্রবেশ]

সুরথ ॥ এই যে···[গণেশ খাতা দেখতে থাকে]

বিশ্বেশ্বর ॥ তালি চল কান্তু···

পঞ্চা ॥ বাবু…আমরা তো আর বাঁচিনে…

গণেশ ॥ কেন…

পঞ্চা ॥ বাবু…চাষের আশা তো গেল…পশ্চিমির জোলের চাপে…যে ক'বিঘের চাষ ছেল তার তো আর চিহ্ন নেই…

গণেশ ॥ তোমার একার গিয়েচে ?

পঞ্চা ॥ তাই বলছিলাম বিলিফিব কাজ কম্ম এট্টা না পেলি—

গণেশ ॥ কাজ কি আমি হাতে করে নিযে বসে আছি যে·· চাইলে আর অম্নি একটা দিয়ে দিলাম··

পঞ্চা ॥ কিন্তু খাব কি·· ছেলেপুলে স্নংসাব নিযে·

গণেশ ॥ পঞ্চায়েত খাওযাবে… /

পঞ্চা ॥ আমবা তো চোকিমুকি কিচ্ দেকতি পাচ্চিনে বাবু·· তাব ওপর··

গণেশ ॥ যেমন সকলের চলবে, তেমনি তোমাবও চলবে—

[সহসা বাইরে জীপ গাড়ীর শব্দ হ'ল। গণেশ হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। বাইরে থেকে দ্রুত প্রবেশ কবল মহকুমার বি, ডি, ও, আর একজন সহকারী। দুজনেই মধ্যবয়সী। সাদা হাফ সার্ট ও ফুল প্যাণ্ট পরনে।

আসুন·· আসুন স্যাব—চেযাব ছেড়ে নেমে যেতে যেতে] এই সব সর, সর—আসুন…কখন এসেছিলেন স্যাব… [দু'জনেই উঠে এলেন। বসুন·· সুরথ, সুবথ ডাকল।

১ম ॥ আমরা এসেছিলাম এলাকাটা একবার দেখতে·· ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটা স্কীমের ব্লুপ্রিণ্ট আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। যে ভাবে বছরের পর বছর চাষ জলে ডুবে যাচ্ছে….ধানের ক্ষতি হচ্ছে তার জন্যে একটা খালের পরিকল্পনা করে মাঠের জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা হবে…

গণেশ। এত খুব ভাল কথা স্যার [সুরথ এল। কানে কানে কি বলা হল]

যাক এতদিন পরে তাহলে এই এলাকার জলে ডোবা জমিগুলো উদ্ধার পাবে....আবাদ হবে...

২য় ॥ এই জন্যেই আমরা উদ্বাস্তুদেব এখেনে নিয়ে এসিছি। আমাদের ইচ্ছে এদের দিয়ে খাল কাটিযে এখেনেই ওদেব পুনর্বাসন দেওয়া। জলের নীচে থেকে যে জমি পাওযা যাবে · উদ্বাস্তুদেব মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে।

গণেশ ॥ এতো খুব ভাল প্রস্তাব—

১ম ॥ হ্যা এখন আপনাদেব সহানুভূতি চাই। দেশের অর্থনীতিকে নতুন কবে না গড়ে তুলতে পাবলে আমবা কিছুতেই স্বাধীনতাকে মূল্য দিতে পাবব না। এব জন্য দবকাব শ্রম। উদ্বাস্তুদেব যে শক্তিটা কাজের অভাবে নষ্ট হযে যাচ্ছিল সেই শক্তিকে আমবা দেশ গড়াব কাজে লাগাবো। এখন আপনাবা গ্রামেব, লোকেরা সবাই মিলে যদি এই খাল কাটাব কাজে সাহায্য কবেন তাহলে যেমন অনাবাদী জমি উদ্ধার কবা যাবে, স ংগে সংগে উদ্বাস্তুদেব পুনর্বাসনও হবে।

গণেশ ॥ চমৎকাব পবিকল্পনা স্যাব। আমাব কি মনে হচ্চে জানেন স্যার— আমাদেব সাবা দেশটা যেভাবে পবিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে—তাতে আমরা যেন ভগীবথ হযে যাচ্ছি

২য় ॥ ভগীবথ—কি বলছেন -হাঃ হাঃ ..হাঃ

গণেশ ॥ হ্যা স্যাব ভগীবথ। ক্ষুদে ক্ষুদে ভগীবথ। আমি তো দেখছি · যে দিকে তাকাই, সেদিকেই দেখছি · কোথাও, কলকারখানা কোথাও খাল কাটা—

১ম ॥ বলুন বিশ্বকর্মা—

গণেশ ॥ হ্যাঁ তাও বলতে পাবেন, যেদিকিই তাকাই—সেইদিকিই দেকতে পাচ্ছি···কাজ কাজ আব কাজ ··কিন্তু আমি বলব স্যার—! এই যে আপনাবা খাল কাটাব পবিকল্পনা নিযে এসেছেন···এতো ভগীরথের কাজ! ভগীবথ যেমন শাঁখ বাজিযে সুবধুনিকে স্বর্গ থেকে মর্তে পথ

পেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন আপনারাও তেমনি আমাদের দেশে খাল কেটে—

সুদো ॥ কুমীব আনচেন—

গণেশ ॥ চোপ অসভ্য...কুমীব আসবে কি ?

সুদো ॥ না ,মানে কতায় বলে খাল কেটে কুমীব আনা—

গণেশ ॥ চোপ, বেযাদপ কাব সঙ্গে কি কথ বলতে হয জানিসনে—

১ম ॥ কি হে তোমাব নায—

সুদো ॥ সুধন্য—

১ম ॥ সুধন্য !

গণেশ ॥ চাষা চাষাব মতন থাকবি।—হ্যা স্যার, যা বলছিলাম—ভগীবথ যেমন স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনেছিলেন, সগর রাজাব ষাট হাজাব মরা ছেলে বেঁচে উঠেছিল··

১ম ॥ হাঃ·· হাঃ·· হাঃ–

গণেশ ॥ এই সব খাল টাল কেটে·· কয়েক হাজাব মব চাষাদেব বাচাবাব চেষ্টা করছেন··

২য় ॥ ভগীবথ না হয় আমরা হলাম·· কিন্তু স্বর্গ থেকে গঙ্গা যে নামবেন মস্তকে ধাবণ করবে কে ? মহাদেব কই ? সেই শিবই নেই। এখন আপনাবা যদি আমাদেব পবিকল্পনাগুলোকে নিজেব মস্তকে ধাবণ না কবেন··

গণেশ ॥ আমবা·· ?

১ম ॥ আপনাবা না কবলে কববে কে ? শিব তো আপনাবাই—

গণেশ ॥ কিন্তু· স্যাব আমবা তো আগে থেকেই নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছি··· সবকার জমিদাবীপ্রথা উচ্ছেদ কবে—আমাদের যেবকম নেকনজরে বেখেছেন·

২য ॥ তাব জন্যে তো ক্ষতি পূরণ পেয়েছেন—

গণেশ ॥ কিন্তু জমি তো গেল, টাকা আর কটা টাকা—

১ম ॥ জমি আর গেল কৈ ! সবই তো যেমন তার তেমনি আছে···বাড়তি জমিতো সরকার পায়নি—

গণেশ ॥ আজ্ঞে কি যে বলেন স্যার···আমার ওই গরুচরা ভাগাড চলে গেল, শশ্মান চলে গেল··· ।

২য় ॥ ওই শশ্মানই পাওয়া গেল। শশ্মান না হলে আর চাষ হয়—

গণেশ ॥ কি যে বলেন স্যার ! সিগারেট নিন্। আমাদের অবস্থা যদি বুঝতেন···একবার ! তা কি ভাবে যাবে খালের লাইন !

[সবাই সিগারেট ধরাল]

১ম ॥ ব্লুপ্রিণ্টটা দেখি মিঃ সাহা [কাগজটি নিল] এই দেখুন এই হচ্ছে নর্থ। ক্যানেলটা এখান থেকে স্বুরু করে সাউথ বরাবর আপনাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে···

গণেশ ॥ তাহলে তো স্যার...অনেকের জমি জমা চলে···যাবে—

২য় ॥ তা কি করা যাবে। তাহলে তো আর জল নিকাশের ব্যবস্থা হয় না। [স্ববথের পিছনে পিছনে একজন চাকর এল। তার হাতে একটা ট্রেতে প্লেটে মিষ্টি ও গ্লাসে সরবৎ] কি ব্যাপার·· আবার এসব কেন ?

গণেশ ॥ ও কিছু নয় স্যার···একটু মিষ্টি ও সরবৎ·· নিন স্যার—

২য় ॥ কোন [খেতে খেতে] দরকার ছিলনা—[খাওয়া শেষ হলে]

১ম ॥ আচ্ছা আসি তাহলে—

গণেশ ॥ ধন্যবাদ স্যার ! আমি একবার আপনার অফিসে দেখা করব—

২য় ॥ আসুন না। এক সংগে বসে দেখি কি করে পরিকল্পনা সার্থক করা যায়। দেশের কাজ তো—

[কথা বলতে বলতে তিনজনে চলে গেল]

কাঠু ॥ ও বিশদা···বরাত খুলে গেল নাকি ?

বিশে ॥ সেই রকমই তো শুনচি রে···পাথরখ্যান যেন গড়িয়ে পড়ল কপাল থিকে···

কাঠু ॥ ডুবে হেজে না গেলি ফলন কেমন হবে বলদিনি—

বিশে ॥ আট দশ মণ ফেলে ঝেলে···

সুন্দিরে ॥ দশমণ!

কাঠু ॥ তা যেদি হয়না বিশদা···ঠাকুরির পূজো না দিয়ে · তুমার মুখিব পূজো দোব·· ফুল চন্দন পড়ুক তোমার মুকি—

পঞ্চা ॥ ও কাঠু·· একটু রয়ে সয়ে বল! রয়ে সয়ে বল· পান্শী চললো তো চল্লুই···আগে দশমং তেল পড়ুক তেবে তো রাধা নাচবে ··

সুদো ॥ বাধা এখনও ঘাঘরাই পবল না···ঘুমুরই বাঁধলো না পায়···

পঞ্চা ॥ আগে থিকেই নাফাচ্চিস!

কাঠু ॥ তা নাফাবো না ক্যানে! ধর দশমণ করে যেদি হয় বিঘে পিছু··· আমার দশ বিঘে ভাগে·· আব দু'বিঘে নিজির কর্জ শোধ করেও ছ'মাসের ভাত ঘরে থকেবে—কম হল! এতকাল তো দাদনই শোধ হত না···

পঞ্চা ॥ ওরে বাবা...কবে রাবণ সিঁড়ি বানাবে ..তেবে স্বগগে যাবি·· নাফিযে নাফিয়ে কি আর আকাশে উঠা যায়·· আর এদিকি যে আর এক স্বগগে যাবার ব্যবস্থা হয়ে আছে সে খিয়াল আছে। জলে তো সব পচে হেজে গেল·· খাবাড়া কি! তার ওপর নতুন কুটুম্বরা এসে যে জমি জমা দখল করে বসল—তার কি?

বিশে ॥ কুটুম্বু বলে কুটুম্বু একেবারে সাক্ষেৎ সুম্বুন্দি! বলব কি কাঠু– ডোবার ধারের জমিতি রথের বাজার থিকে কড়া ভূতো আমের কলম এনে, খোল, গোবর পচা দিয়ে যত্ন করে নাগিয়েলাম তা সেইগুলোর ওপর তাঁবু মেলে সুংসার পেতেচে—বলতি গেলাম তো তেড়ে মাত্তি এল! যার শীল যার নুড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গুড়া!

কাঠু ॥ আবার কতা কত বড বড। দেশে আমাদের এই ছিল, ওই ছিল—

জমি ছিল, বাগান ছিল, দালান ছিল, পুকুর ছিল—যেন এক একজন নবাব, বাদশা ! কেউ কম কতা বলে না।

বিশে ॥ একি অত্যেচার বল দিনি। উড়ে এসে জুড়ে বসল—বাপকেলে সম্পত্তি পেয়েচে নাকি সব !

মুন্দিরে ॥ তা তো হল ! একুন ইর বিধানডা কি ! কবে খাল কাটা হবে, জমি উঠিত হবে, দশ মণ ধান হবে, সে তো ভুরির কতা ! একুন যার জন্মি এলাম তার কি হবে ! রিলিফির কাজ পাব কিনা।

পঞ্চা ॥ বলতি হবে—

মুন্দিরে ॥ বললে তো একবার—উড়িয়েই দেলে—

পঞ্চা ॥ বলব সবাই মিলে—

মুন্দিরে ॥ একজনকে তো কাঁধ দিতি হবে—

কাঠু ॥ বিশদা বলবে—

বিশে ॥ ক্যানে বিশদা বলবে ক্যানে ! তুমাদের মুখ নেই—

কাঠু ॥ তুমার বলতিই বা বাধচে কিসি !

বিশে ॥ ক্যানে আমি বলব ক্যানে ! যার যার কতা সেই বলবে !

কাঠু ॥ বলবাই বা না ক্যানে ! তুমার গম,০চালিব দরকার নেই—

বিশে ॥ আমারডা আমি বুঝে নোবনি—তুমাদের কতা তুমি বল !

কাঠু ॥ ভ্যালা জ্বালা ! তুমি বলবা না—তালি এলাম ক্যানে তুমার সংগে —না এলিই হত !

বিশে ॥ চলে যা,—আমি আসতি বলিচি—

কাঠু ॥ বলনি তুমি আমারে। বললে না কাল আসতি—

বিশে ॥ কি বলিচি—

কাঠু ॥ বলনি তুমি : পঞ্চায়েত অফিসি গম, চাল এয়েচে…চল তোকে পাইয়ে দোব।

বিশে ॥ আমি তাই বলিচি !

কাঠু ॥ বলনি ?

বিশে ॥ আমি পাইয়ে দিবার মালেক—

কাঠু ॥ মিথ্যে কতা বলচ। বলনি তুমি ? বাবুর কাচে চ', আমি বলে কয়ে পাইয়ে দোব—

বিশে ॥ মিথ্যে কতা।

কাঠু ॥ মিথ্যে কতা। আমার ঘরে ছেলেপুলেদের কি খাওয়াব তার ঠিক নেই···দিন রাত ভাবনা নিয়ে মরছি আর তুমি বলচ কিনা মিথ্যে কতা—

বিশে ॥ তা বলনা মুরোদ থাকে। আমার পেছন ধরে আচিস ক্যানে—

কাঠু ॥ তাই বলব—[সহসা গণেশ ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হল। হাতে একটা ব্লুপ্রিণ্ট]

গণেশ ॥ সুরথ—সুরথ।

সুরথ ॥ যাই স্যার—[গণেশ টেবিলের ওপর ব্লুপ্রিণ্টটা চেপে ধরে একমনে দেখতে থাকে]

গণেশ ॥ সুরথ দেখতো আমার ৫ নং ৭নং ১১নং···১৮নং ভেড়ির দাগ নম্বর কত। ভিতরে লিস্ট করা আছে। [সুরথ চলে গেল]

পঞ্চা ॥ বাবু···রিলিফির গম, চাল কি বিলি করা হবে ?

গণেশ ॥ [কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে] সে কি তোমাদের দেওয়ার জন্যে! যারা খেতে পাচ্চে না, রোজকার নেই তাদের জন্যে—

পঞ্চা ॥ বাবু·· আমরাও তো ছিরাবন, ভাদ্দর, আশ্বিন থিকে বসা—

গণেশ ॥ বলছি তোমাদের জন্যে নয়, যারা খেতে পায়না, তাদের জন্যে—

মুন্সিরে ॥ খেতি তো আমরাও পাইনে বাবু। ঘরে কি আমাদের ভাত আচে ? আমরা পাবনা ক্যানে ?

গণেশ ॥ সুরথ রিলিফির লিস্টটা কোথায় রাখলে—

সুরথ ॥ [বেরিয়ে এল। হাতে কতকগুলো দলিল] আজ্ঞে ওই যে খাতার তলায়—

গণেশ ॥ [লিস্ট দেখে] নাম বল একে একে। তোমার নাম কি ?

পঞ্চা ॥ পঞ্চু নস্কর—

গণেশ ॥ না—। তোমার নাম ?

মুন্দিরে ॥ মুন্দিরে—

গণেশ ॥ মুন্দিরে কি ?

মুন্দিরে ॥ মুন্দিরে—

গণেশ ॥ পদবী নেই—

পঞ্চা ॥ বলনা—ঘোষ—

মুন্দিরে ॥ ঘোষ—

গণেশ ॥ না—, নাম নেই –। তোমার ?

সুদো ॥ সুধন্য দাস—

গণেশ ॥ না—

কাঠু ॥ কাঠুরাম মণ্ডল—

গণেশ ॥ পাবে। তোমার ?

বিশে ॥ বিশ্বেশ্বর মণ্ডল—

গণেশ ॥ পাবে। নিয়ে যেও। যাও চলে যাও। [কাঠু ও বিশ্বেশ্বর চলে গেল। ওরা বিস্ময়ে চুপ করে বসে রইল গণেশ ব্লুপ্রিণ্ট দেখায় মন দিল]

৫নং ভেড়ীর দাগ নং কত—

সুরথ ॥ ৬৩১, মৌজা শ্রীপুর—

গণেশ ॥ সাত, এগার ?

সুরথ ॥ আজ্ঞে, ৮০৭, ৮৬২—

গণেশ ॥ আঠারো ?

সুরথ ॥ ১২৮ [গণেশ ব্লুপ্রিণ্টের ওপর চোখ নিবদ্ধ করে স্তব্ধ হয়ে রইল।]

সুদো ॥ আমরা বিলিফ প্যালাম না ক্যানে ?

গণেশ ॥ বেরোও···বেরোও এখান থেকে · সুরথ, আগে ওদের বের করে দাও তো···এখান থেকে···বের করে দাও ··

পঞ্চা ॥ ক্যানে প্যালাম না—

গণেশ ॥ আগে যাও বলছি·· যাও...যাও · । চীৎকার করতে লাগল। ওরা চলে গেল। স্তব্ধতা] সুরথ —সমস্ত ভেড়ীর ওপর দিয়ে খালের লাইন টানা হয়েছে—সর্বনাশ হয়েছে—সুরথ সব সর্বনাশ হয়ে গেছে—

সুরথ ॥ এ্যাঁ!

[দৃশ্য পতন ।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[বিশ্বেশ্বরের বাড়ী। বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে ঢুকল ঘেঁটুরাম। বয়স বছর পঁচিশেক। ছিটের ময়লা হাফসার্ট গায়ে। জামায় বোতাম না থাকার ফলে বুকটা খোলা। জামার ওপর দিয়ে কোমরে কাপড় জড়ানো। বগলে একটা পুটুলি]

ঘেঁটু ॥ মাসী···মাসী···অ···মাসী···কমনে গেলে গো—

নয়ন ॥ কিডারে—[1] [নেপথ্যে]

ঘেঁটু ॥ আমি গো,—ঘেঁটু···ঘেঁটুরাম—

নয়ন ॥ [নেপথ্যে] ঘেঁটু—

ঘেঁটু ॥ হ্যাঁ গো···ঘেঁটু···চিলেখালির বুনপো—

নয়ন ॥ [প্রবেশ করে] ওমা ঘেঁটু এইচিস বাবা আয় আয় খবর পেইলি ?

ঘেঁটু॥ [দাওয়ায় উঠে আসে] আরে বাপু,—তুমার নোক তো গিয়ে আমারে আর দম নিতি ছ্যায় না। তড়িঘড়ি নাগিয়ে ছ্যায়। বলে এক্ষুনি চল। ব্যাতো বলি ওরে বাবা দ্যাড়া—ঘোড়া তো আর পেইলে যাচ্চে না। জামা কাপুড়টো গুইচে নিই তা তিষ্টুতি ছ্যায় না, বলে ধুলো পায়ে চল—নগন ব'য়ে গেল···মরি কি বাঁচি করে বেইরে পড়লাম দ্যাড়াও পেন্নামড়া সারি—। প্রণাম করে।

নয়ন॥ থাক—থাক—ওতেই হবে ভক্তি মনে মনেই ভাল—

ঘেঁটু॥ তা কি হয়! তুমি হলে গুরুজন···মাসী বলে কতা···মায়ের ঘুগ্যি —নোক—

নয়ন॥ এত ভক্তি মান্যি শিখলি কমনে থিকে রে—আগে তো দেকিনি—

ঘেঁটু॥ বইতি নিকা আচে না? আমি পড়িনি?

নয়ন॥ তাই নাকি! বইতি এত নিকেচে!

ঘেঁটু॥ হ্যাঁ গো... পড়নি...তুমি?

নয়ন॥ আমি আবার বই পড়তি গেলাম কবে! আমাদের কালে কি—বই পড়া ছিল?

ঘেঁটু॥ আমাদের বইতি পেত্থমেই নিকা আচে। ধারাপাতে... অঙ্কের বইতি ...ইংরিজী, ভূগোলে—সবতাতেই নিকা আচে।

নয়ন॥ তা নে—একুন পুটলা পুটলি রেকে কাপুড় জামা ছাড়;··তা হ্যারে দিদি ক্যামন আচে...তোর বাবা?

ঘেঁটু॥ মা'র আবার কুনকালে কি হয়; বেরঘো কাঠ। রোদেও পোড়ে না, জলেও পচে না। জ্বালা হয়েচে বাবারে নিয়ে...মরেও মরে না, বেঁচেও বাঁচে না। সে এক খ্যাচাকল হয়ে রয়েচে—

নয়ন॥ খ্যাচাকল কি বলচিস!

ঘেঁটু॥ দড়কচড়া মেরে রয়েচে না। [জামা খোলে] বেগুন পুড়ার মতন! মরে কই—

নয়ন ॥ ওষুধ খাচ্চে না? ডাক্তার, বদ্যি ডাকচে না?

ঘেঁটু ॥ ওষুদ! ডাক্তার! কি বল্লে! পয়সাই বা কমনে, আনচেই বা কিডা। অপুষ্যি কত। ডানি আনতি বাঁয়ে কুলোয় না। চলে এ্যালাম কি জন্যি! যম ঢুকতি ভরসা পায় না। কারে ছেড়ে কারে নেবে। নিলিতো এক দড়িতি সব্বাইরি বেঁধে নিয়ে গেলি তো ভাল হয়...না খেতি পেয়ে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে তো ভাল হত। তা সে কই—

নয়ন ॥ কিডা—

ঘেঁটু ॥ যার সংগে বিয়ে দিবা—

নয়ন ॥ সে সব ঠিক আচে। যা বলব তাই শুধু করে যাবি। খবরদার—বেচাল করবিনে!

ঘেঁটু ॥ জমি জমা পাব তো?

নয়ন ॥ সব পাবি—

ঘেঁটু ॥ ট্যাকা পয়সা—

নয়ন ॥ সে ভাবনা তোর কিসির বে, বিয়েটা শুধু হতি দে। তারপর যা করবার আমি, করব।

ঘেঁটু ॥ ব্যস, ব্যস...তুমি য্যাকুন আচ আমার ভাবনা কি। আমি কিচ্ছু ভাবব না। তুমি পাঁচন, আমি গরু, তুমি গাড়োয়ান, আমি গাড়ি · হট্ ...হট্' ড্যা... ড্যা...যেদিক চালাবা গরু সেইদিক যাবে। তুমার সতিনীর মেয়ে তো!

নয়ন ॥ সে খোঁজে তোর দরকার কি! বল্লাম না সে ভাবনা তোকে ভাবতি হবে না! যা বলব তাই করবি—

ঘেঁটু ॥ ব্যস, ব্যস তাই হবে। আমি বাঁশী, তুমি বাজনদার। [সুর করে] সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি',—না, না, আমি ঢাক, তুমি ঢাকের কাঠি। যেই ঢাকে কাঠি পড়বে ··আর অমনি আমি খৈ ফোটার মতন চড়বড় চড়বড় করে ওঠবো। তা এই বাড়ীঘর সব আমার হবে তো!

নয়ন ॥ বলচিনে সে মাথা ব্যথা তোর না। যা করবার আমি করব। তোর অত নিকেশের দবকার কি রে। থির হয়ে থাকবি, যা বলব তাই করবি।

ঘেঁটু ॥ ব্যস, ব্যস, যা বলবা তাই করব। খেত দিবা দুটো, বড্ডা খিদে নেগেচে। সেই সকাল থিকে হাটতি নেগিচি, তুমার নোক তো দাঁতে কুঠো কাটতিও দিইনি—

নয়ন ॥ তা, যা তেল মেখে ডুব দিয়ে আয় ডোবা থিকে। আমাব ভাত হয়ে গিয়েচে, খেয়ে নে...

ঘেঁটু ॥ ব্যস, ব্যস, যা বলবা তাই কবব। তালি তেল দ্যাও, মাখি—

নয়ন ॥ নিবি আয়, রান্নাঘব থিকে।

ঘেঁটু ॥ চল—

[দুজনে চলে গেল। একটু পরে কাঁধে গামছা, এক হাতে বাঁশেব চোঙায় তেল, আব ডান হাত দিয়ে চুলে তেল ঘসতে ঘসতে, গুন গুন কবে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করল]

ঘেঁটু ॥ [গান] প্রাণেতে সয় না সখি,
নাগব গেছে পরের ঘবে
মন যে আমাব—কেমন, কেমন করে—

[হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখে হাসতে হাসতে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করছে গঙ্গা]

গঙ্গা ॥ আনিবানি জানিনা, পবেব ছেলে মানিনা—

[সামনে ঘেঁটুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ঘেঁটুও থতমত খেয়ে ভয না পাওযাব ভঙ্গী করে দ্রুত দাওযায উঠে ক্ষিপ্রগতিতে বসে পড়ে সাবা গায়ে তেল ডলতে লাগল]

ঘেঁটু ॥ [কোন দিকে না চেয়ে] মন যে আমার কেমন কেমন করে.

[বারবার দ্রুত দেখে সুর করে বলতে লাগল আর আড়চোখে

গঙ্গাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। গঙ্গা কৌতূহলের ভঙ্গী নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে এসে দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ঘেঁটুর রকমসকম দেখতে লাগল। ঘেঁটু কি করবে ভেবে না পেয়ে লাফ দিয়ে নেমে এক দৌড়ে উঠোন পার হয়ে চলে গেল। গঙ্গা খিল খিল করে হেসে উঠলো।

গঙ্গা ॥ ও মা, শীগগীর এসো, বাড়িতি বাঁদর পড়েচে . হিঃ .. হিঃ .. হিঃ

[নেপথ্যে নয়ন]। এ্যা বাঁদর এয়েচে—

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ গো, ভিন দেশের বাদর —হিঃ হিঃ .. রূপী বাদর... হিঃ . হিঃ... লাফ মেরে চলে গেল··· চীৎকার করে] ও হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতি যাবি... দ্রুত নয়ন প্রবেশ করে]

নয়ন ॥ বাঁদর, কই ?

গঙ্গা ॥ হুপ্ করে এক লাফ মেরে চলে গেল।

নয়ন ॥ কুন দিকি গেল। কলা বাগানে ঢুকল না তো, দেখ ভাল করে—

গঙ্গা ॥ কলা খাবে কি, ও এখন কলার দিকে চেয়ে চেয়ে নাল ফ্যালচে, আর ন্যাজ নাড়চে। একগাছা দড়ি গুছিয়ে রাখিগে . বাদর নাচবে ভাল ...হিঃ...হিঃ .. হিঃ... ঘরে চলে গেল]

নয়ন ॥ মরণ! কতার ছিবি দেখ—[সহসা বাইরে দৃষ্টি পড়তেই] ও ঘেঁটু ... বাবা ঘেঁটু... কলা বাগানে কি কচ্চিস। চ্যান করে আয়—

ঘেঁটু ॥ গাছ কাটচি— নেপথ্যে]

নয়ন ॥ গাছ কাটচিস ক্যানে, তোর মেসো দেকলি বকবে। শীগ্গীর চলে আয়...ও ঘেটু...নাঃ . সর্বনাশ কল্লে...ও গঙ্গা, গঙ্গা, যা তো বারণ কর তো—

গঙ্গা ॥ [প্রবেশ করে] আমি কি করব···ও কি আমার কতা শোনবে! তোমার বাঁদর, তুমি সামলাও হিঃ...হিঃ...হিঃ ..

নয়ন ।। মরণ, কতা বল্লি গিয়াছি হয় না ! ও ঘেঁটু চলে আয়, তোর মেসো দেকলি যে আধমরা করে ফ্যালবে।

গঙ্গা ।। ও হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেকতি যাবি—

নয়ন ।। দেকবি, মুকি নুড়ো জ্বেলে দোব নচ্ছারনী, কতা কানে যায় না, না ? বড বাড বেড়েছে ..

গঙ্গা ।। বাঁদরটার মুকি নুড়ো জ্বেলে দ্যাও না, মুক পুড়া বাঁদর হয়ে যাবেনি—

নয়ন ।। দেখবি, দেখবি একবার মজা দেখাবো...

[গঙ্গা খিল খিল করে হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।]

ও ঘেঁটু তোর চ্যান হল, কত বেলা নাগে দুটো ডুব দিতি।

ঘেঁটু ।। এই যাই, হয়ে গেল... [নেপথ্যে]

নয়ন ।। কি অশৈলে দেখ —দিদি ! মানষির একি পুড়ার দশা। তুই আয় তো আগে। [ঘেঁটু একটা চাবা কলাগাছের মাথা কেটে কাঁধে করে ঢুকল।]

ও কিরে ঘেঁটু ! আস্ত কলাগাছ তুলে নিয়ে এলি !

ঘেঁটু ।। মাসী, আমাব কলা বৌ—

নয়ন ।। তোর কি মাথা খারাপ হল,—হ্যারে—

ঘেঁটু ।। যদ্দিন না বিয়ে দেচ্চ, তদ্দিন এই আমাব বৌ। লাল শাড়ী পরাবো, কপালে সিঁদুর দোব ..

নয়ন ।। ওমা আমার কি হবে। নোকে শুনলি কি বলবে গো !, ও ঘেঁটু একি তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি হল—

ঘেঁটু ।। ক্যানে গণেশের কলা বৌ থাকতি পারে আমার থাকবে না ক্যানে ?

নয়ন ।। তুই কি গণেশ। যে কলাগাছ বিয়ে করবি। তোর জন্যি তো মেয়ে ঠিক করাই আছে। বিয়ে দেব বলেই তো তোরে এনিছি—

ঘেঁটু ।। ওই মেয়েডার সংগে ?

নয়ন ।। কতবার বলচি নে—সে খোঁজে তোর দরকার কি···যা করবার আমি করব ..একশোবার ওই কথা—

ঘেঁটু ॥ তালি গায় হলুদ কবে হবে...পঞ্জিকে দেক···

নয়ন ॥ কি পাগল ছেলে···যা তো কাপুড ছেড়ে আয় · আমি ভাত আনচি ···ও গঙ্গা—ঘেঁটুর জন্যি আস্থন.কর তো, জল দে—[চলে গেল। ঘেঁটু ভিতরে গেল। গঙ্গা আসন জলের গ্লাস এনে মেঝে ঝাঁট দিয়ে জায়গা করে দিল।]

ঘেঁটু ॥ [ভিতরে থেকে] আয়না কই, চিরুন ?

গঙ্গা ॥ হিঃ ··হিঃ···হিঃ...কি চাই গো...আয়না ? চুল বাঁধবা নাকি···

ঘেঁটু ॥ কি বললে— [ঘেঁটু বেরিয়ে এল কোমরে কাপড জড়াতে লাগল]

গঙ্গা ॥ বলচি চুল বাঁধবা, পাতা কেটে খোপা বাঁধবা—

ঘেঁটু ॥ আমি কি মেয়েমানুষ নাকি, যে খোপা বাঁধব।

গঙ্গা ॥ তো হনুমান নাকি, পোড়ার মুখ দেখবা আয়নায়—

ঘেঁটু ॥ দেখ যা না তায় বলবানা কিন্তু—তুমি কি এমন রূপুসী যে আমাবে বলচ। সডা গাছের পেত্নী—

গঙ্গা ॥ তা তুমিই বা কুন যমের ভূত, আয়নায় মুখ দেখবা, আয়নায় তো ভূতির ছায়া পড়ে না ! জানো না বুঝি ?

ঘেঁটু ॥ ও মাসী দেকচো—আমাবে হনুমান, ভূত যা মন চায়, তাই বলচে ও মাসী—মাসী—

নয়ন ॥ কি হল কি—অমন কচ্চিস ক্যানে। [ভাতের থালা হাতে নয়ন এল]

ঘেঁটু ॥ দেখনা, তুমার ওই মেয়ে কি বলচে—আমারে বলে কি আয়নায মুক দেকলি ছায়া পডবে না, আমি কি ভূত !

নয়ন ॥ তুই হচ্চিস হাবলা ভূত, হুমদো ভূত। নিবুদ্ধির ঢেকি। বলি উর সংগে নেগিচিস ক্যানে, বলিনি যা বলব তাই করবি—

ঘেঁটু ॥ তা আমারে অমন করে বললে ক্যানে—

নয়ন।- নে বস, খা—। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক থাকলি বাঁচি—। বস—দাঁড়িয়ে রইলি যে—

ঘেঁটু॥ জমি নিকে দিলে না। বাড়ী ঘর নিকে দিলে না, কি করে কি হবে, কি জন্যি বিয়ে করব—

নয়ন॥ ওরে পুড়ার মুখো এরুন থিকে যদি অমন করতে থাকিস তো, তোর মেদো বিগড়ে যাবে যে। তখন যে মাথায় বাজ পড়বে। আগে তারে হাত করি।

ঘেঁটু॥ ওমা এখন ও হাত করনি, কতক্ষণ নাগে হাত কত্তি!

নয়ন॥ বুকা কান্টা! হাত বল্লিই হাত হয় না? সুময় নাগে না! নে, বস, খা—

ঘেঁটু॥ বেশ তাই হোক। [বসল খেতে।] জান মাসি, আমি জমি পেলি না, নিজির হাতে চাষ করব, দু'জুড়া নাঙল গরু কেনবো, বিদে, মই তৈয়ের করাবো। দিন রাত জমি নিয়ে কামড়ে পড়ে থাকবো। দেকবো, জমিতি পেটের ভাত হয় কিনা। আমাদের তো জমি নেই, তাই ভাতও নেই। আচ্ছা মাসি, বিয়ের আগে নগদ ট্যাকা কিছু দিবানা? তালি বাবারে একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় কলেজে দেকিয়ে আনতাম… বাঁচবে না তবু তো একবার শেষ চিষ্টা করতাম। জান—গায়ে রক্ত নেই এক ফুটা, শরীল ফুলে কলাগাছ ..হবে কুথিকে? ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, শেকড় বাকড় বেটে মা কি সব রসফস খাওয়ায়...তাতে কি রোগ সারে! কেবলই ফুলে যাচ্চে…দিবা কিচু নগদ ট্যাকা! জান বাবার রোগডা হল না খেতি পেয়ে পেয়ে·· [নয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেল] ওমা, কি বল্লাম ··কি বলে ফ্যাল্লাম!

[অন্যদিক থেকে গঙ্গা প্রবেশ করল]

গঙ্গা॥ ওমা তুমার বৌ যে ওকেনে পড়ে রয়েছে....ও গণেশ ঠাকুর…কলা বৌকে খাওয়াও ..নইলি যে বৌ কলা খেয়ে যাবে—হিঃ—হিঃ—

[গাছটাকে এনে পাশে রাখল।]

ঘেঁটু ॥ তুমি বেহায়াপনা করবা না বাপু আমার সংগে, মাসী বারণ করেচে।

গঙ্গা ॥ ক্যানে,—আমি কি তুমার কলা বৌর সতীন নাকি! গায়ে নাগচে বুঝি—

ঘেঁটু ॥ সতীন হবা ক্যানে, তুমিই তো আমার আসল বৌ হবা।

গঙ্গা ॥ হিঃ হিঃ হিঃ—তাই নাকি! আমারে বুঝি খুব পচন্দ. কলা বৌর চেয়ে ভাল?

ঘেঁটু ॥ আ-হা-হা ন্যাকা! জানে না যেন কিছু! তুমার সংগে আমার বিযে না?

গঙ্গা ॥ কি দিবা আমারে। সুনার বালা গডিয়ে দিবা? হার? চুডি? বেনারসী শাড়ী কিনে দিতি পারবা? নইলি বিয়ে করব না, বর বলে মানবোই না—প্রথম প্রথম তেঁতুলেব বিচি—পুরোনো হলে বাতায গুঁজি —হিঃ—হিঃ—হিঃ—

ঘেঁটু ॥ হাসি নয গো, মাসীবে শুধোও। চিঠি নিকে নোক দিয়ে আনিয়েচে আমারে, তুমাব সংগে বিয়ে দেবে বলে।

গঙ্গা ॥ সত্যি!

ঘেঁটু ॥ আহাহা বিদ্যেধরী! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসী! তুমি আমার বৌ না! ইস্তিরি না! শুধোও—

গঙ্গা ॥ [বিস্ময়ে] বৌ! আমি!

ঘেঁটু ॥ কচি খুকি! ধেড়ে হওনি যেন! তুমার সংগে আমার বিয়ে না! জমি নিকে দেবে, বাড়ীঘর নিকে দেবে, নগদ ট্যাকা দেবে, তেবে তো বিয়ে কচ্চি।

গঙ্গা ॥ [অবাক বিস্ময়ে] বিয়ে! তুমার সঙ্গে! কে বলেচে!—বাবা!

ঘেঁটু ॥ চুপ! মেসো জানে না কিন্তু····

গঙ্গা ॥ তেবে কে বললে····

ঘেঁটু ॥ বলচি নে মাসীরে শুধোও ।

গঙ্গা ॥ ওঃ । [অন্যমনস্ক হতে গিয়ে স্তব্ধ হল ।]

ঘেঁটু ॥ খুব নজ্জা হল বুঝি ! তা আমার কাছে আবার কিসির নজ্জা ! স্বামী' পরম দিবতা, কুনু নজ্জা নেই....কি চুপ কল্লে যে....[গঙ্গা ধীরে ধীরে চলে গেল] এই দেক, চললে কমনে....বস....এই দেকো, অমনি নজ্জা হয়ে গেল । আরে একুনু তো বিয়ে হয়নি....বস দুদণ্ড—

সহসা বিশ্বেশ্বর উৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ঢুকল । হাতে একটা থলে, মাথায় একটি ধামা । ।

বিশ্বেশ্বর ॥ কই গো, কম্‌নে গেলে ? ন্যাও রিলিফির গম, চাল প্যালাম । তুলে রাখ.... দাওয়ায় ওঠে ।] কই গো কি হল....। ধামা থলে নামিয়ে রাখে ।]

নয়ন ॥ যাই— [নেপথ্যে]

বিশ্বেশ্বর ॥ তুমি কিডা গো । [ঘেঁটুকে] বাড়ী কুন গাঁয....[বসে ফতুয়া খোলে ।]

ঘেঁটু ॥ চিলেখালি···

বিশ্বেশ্বর ॥ বাপের নাম··· [ভাতের থালা নিয়ে নয়ন এল]

ঘেঁটু ॥ কুড়ন মণ্ডল···

নয়ন ॥ আহা চেনোনা নাকি ? ঢং ! সব ভুল হয়ে গেল । আমার দিদির ছেলে না···

বিশ্বেশ্বর ॥ তা একেনে কি মনে করে···এ্যাদ্দিন পরে···

নয়ন ॥ কি কতার ছিরি । নোক, কুটুম্বুর বাড়ী নোক যায় না ?

বিশ্বেশ্বর ॥ তাইতো শুধুচ্চি, এ্যাদিন পরে কুটুম্বিতে কত্তি আসা ক্যানে···

নয়ন ॥ তা আত্ম-কুটুম্বুর বাডী আসবেনা মানুষ ! এ কি রকম কতাবার্তা তুমার ! । ঘেঁটুকে । ও ঘেঁটু, উটচিস যে ! খাওয়া হয়ে গেল···

ঘেঁটু ॥ না আর খাব না—। উঠে পড়ে]

নয়ন ॥ দেক ছেলের কাণ্ড,দু দণ্ড যে সুস্থির হয়ে বসে খাবে···তার বিরাম

নেই। [ঘেঁটু উঠে চলে গেল !] কিযে ভাল ছেলে না, ছেরো কাজ, আর কাজ। কাজ পেলি আর কিচ্ছু চায় না। পাগল—। এমন ছেলে তুমি ভূভারতে দেকতি পাবানা—

বিশ্বেশ্বর ।। তা ডাক, উঠে গেল যে, ডেকে বসাও। ভাল করে খাওয়াও। একটু দুধ-টুদ দিলি হত না।

নয়ন ।। খেতি চায় না যে। বলে নাকি দুধ টুদ খেলি বমি হয়ে যাবে।

[বিশ্বেশ্বর হু কোটা নিয়ে সাজতে বসে।]

বিশ্বেশ্বর ॥ সে হবেই তো— দুধ দইয়ের বাড়ী। খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েচে। একটু ক্ষীরটিরই করে খাওয়াও না। আগুন দ্যাও দিনি এক হাতা, তামুকটা ধরাই।

নয়ন ॥ দিচ্চি। ঘেটু আমার ক্ষীরের পায়েস বড ভালবাসে। ঐ তো একরত্তি ছেলে চাকর। আর সবই তো মেয়ের পাল। ইচ্ছে করে ভালমন্দ দুটো করে খাওয়াই। তা—

বিশ্বেশ্বর ॥ তা, খাওয়াও না। মাথার দিব্যি দেচ্চে কিড। মাছ, ভাত ক্ষীর, সন্দেশ, দেদাড খাওয়াও। কুটুম্বর ছেলে। না খাওয়ালি নিন্দে হবে যে। তা কি মনে করে আসা, খবর দিয়ে আনিয়েচো না নিজিই এয়েচে··

নয়ন ॥ নিজি আসতি যাবে কুন দুঃখি? তাদের কি ভাতের অসব্ভাব পড়েছিলো যে তুমার বাড়ীর পাত না চাটলি আর তাদের পেট ভরচোলো না· আমিই আনিইচি, খবর দিয়ে·

বিশ্বেশ্বর ॥ ক্যানে, আমার ঘরে ভাত কামড়াচ্চোলো। নোক ডেকে না এনে খাওয়ালি আর চলচোলো না। ভাত গড়াগড়ি যাচ্চোলো।

নয়ন ॥ ক্যানে—খাওয়াবো না ক্যানে? আপনার জনরি খাওয়ার নাকি ভূতির বাবার ছিরাদ্দ করব? একশো বার খাওয়াবো। ডেকে ডেকে এনে খাওয়াবো··

বিশ্বেশ্বর ॥ খাওয়াওনা! ডেকে ডেকে এনে খাওয়াও,—ভাইরি খবর ছাও—তারা আসুক, তারা বাকী থাকে ক্যানে—

নয়ন ॥ আনবোই তো। কুথাকার কুন আস্তাকুড়ের জঞ্জাল, তারে ভাত কাপুড় দিয়ে পুষতি পারো, নিজির নোককে…

বিশে ॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে] নয়ন—

নয়ন ॥ কুথাকার কুন, সাত পুকুষির কে—তার সংগে বিয়ে দিয়ে জোত, জমি, বাড়ী ঘর জামাইযের নামে নিকে দিবা, আর আমি ভেসে যাব না? তা হবে না! সম্পত্তি পরের ঘরে দিতি দোব না। আমার ঘেঁটুর সংগে গঙ্গার বিয়ে দোব, সম্পত্তি নিজির হাতে রাখব, জেনে রেখ! [দ্রুত চলে গেল।]

বিশ্বেশ্বর ॥ [কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে। শয়তান মাগী। তোর স্বার্থ আমি বুঝিনে? বাপের বাড়ীর সম্পর্ক তোর রাখাচ্ছি…ছাড়া…

[দ্রুত বাইরের দিকে যাবার চেষ্টা করতেই, গঙ্গা ছুটতে ছুটতে এল]

গঙ্গা ॥ ও বাবা, বাবা—শীগগীর এসো। বিফুজীরা কলাবাগানে ঢুকে সব কলাপাতা কেটে নেচ্ছে -

বিশে ॥ এ্যা!

গঙ্গা ॥ বারণ কল্লাম তা বল্লে কি, বেশ করিচি!

বিশে ॥ বেশ করিচি! পরের ধনে পোদ্দারী! বেশ কল্লচ্চি! লাঠি গাছখ্যান কইবে!

[একটা বাঁশ নিয়ে তাড়া করে বেরিয়ে গেল। গঙ্গাও গেল। নয়ন ওদিক থেকে বেরিয়ে এল]

শালা, সুমুন্দির বিটা।—বাবাকেলে বাগান পেয়েচো। [নেপথ্য থেকে শোনা যেতে লাগল।]

নয়ন ॥ ওরে ও গুখেকোর বিটা, মরামরে শগুনের দল…সাতজন্ম কলাপাতা দেকিসনি বাবার জন্মে… মরনা…মরনা—মরণ হয়না তোদের!

যমে কি দেকতি পাচ্চে না তোদের ··হাঠকুডো ··মরামরের পাল··· নিজিদির দেশে গিয়ে মরনা, সে দেশ থেকে এদেশে জ্বালতি এইচিস ক্যানে!

[নেপথ্যে গালাগাল, চীৎকার, মারধোরের শব্দ। এমন সময় একজন পাগলা ধরনের বৃদ্ধ উদ্বাস্তুকে বিশ্বেশ্বর পিঠমুড়া করে গামছা দিযে দু'হাতে পিছনে বেঁধে মারতে মারতে নিযে এল। সঙ্গে ঘেঁটু, গঙ্গা, দু'একজন গ্রামবাসী।]

বিশে॥ শালা শযতান···[মারতে থাকে] বার বার ঘুঘুতি ধান খেয়ে যাব, না? [বৃদ্ধ চীৎকার করতে থাকে] শালা, শুযোরের বাচ্চা, ভেবিচিস বুঝি নিজিব জমিদারী পেইচিস—না? যা খুসী তাই করে নিবি! কাটবি? আর কাটবি? পরের জিনিস নষ্ট কত্তি বড্ড মজা নাগে না? এক্‌ন মজা দেখ—

সবাই॥ মার—মার—

গঙ্গা॥ আবার তেজ কি! বলে কি, একখ্যান পাত কাটছি তয় অইছে কি! এখন গ্যাখ বুড়ো মিনসে কি অইছে—

বিশ্বেশ্বর॥ এই দড়ি আন তো, বেঁধে নিয়ে যাবে এক্ষুনি বাবুর কাছে। শালা নিব্বংশের বংশ [মারতে লাগল]

ঘেঁটু॥ এই যে দড়ি—[ঘেঁটু একগাছা দড়ি এগিয়ে গ্যাব।]

বৃদ্ধ॥ ওরে বাপরে মাইরা ফেলাইলরে···শ্যাষ কইরা দিলরে···ও জীবইন্যা আমারে মাইরা ফেলাইলরে [চীৎকাব কবতে লাগল।]

বিশ্বেশ্বর॥ বাঁধ তো ভাল করে—কযে বাঁধ বাঁধ—হাবামজাদারে

[সবাই বাঁধতে লাগল আর বৃদ্ধ চীৎকার করতে লাগল।]

বিশে॥ দিচ্ছি ছেড়ে! জমিগুন্ন দখল করে বসেছ, পুকুরির মাছগুন্ন ধরে ধরে খাচ্ছ। নারকোলগুন্ন পেড়ে পেড়ে নিয়ে খাচ্ছ, কলাগুন্ন চুরি করে

করে সাবাড করে দিচ্ছ—ছেড়ে দোব—না? একবারে খোদ জায়গায় পাঠিয়ে তেবে ছাড়ব— চল—

বৃদ্ধ ॥ তোমাগো পায় ধবি, ছাইবা গ্যাও আমারে—আর আমুমনা—কক্ষনো না, কক্ষনো না—

বিশে ॥ ছেড়ে দিই আবাব বাগানে ঢোকো·· শয়তানের হাড···চল, চল বলছি নইলে কিন্তু [বৃদ্ধ কাকুতি মিনতি করতে থাকে]

গঙ্গা ॥ উঃ ছেড়ে দেবে, সোনামনি আমাব বাপের ঠাকুর—

বিশে ॥ চল বলছি ভালয় ভালয়—নইলি তোবে হ্যাচড়াতি, হ্যাচড়াতি নিয়ে যাবো না?

গঙ্গা ॥ যাও না, নিয়ে

বৃদ্ধ ॥ আমি যামু না—

গঙ্গা ॥ না যাবা না—দুধ ভাত খেতে দেবানি—

বৃদ্ধ ॥ মা গো, তুমি আমারে ছাইবা গ্যাও—

গঙ্গা ॥ য্যাখুন বাবণ কল্লাম, ত্যাখুন যে বড় বোযাব দেখাচ্ছেলে, একুন পায় ধবচ ক্যানে—যাও—

বৃদ্ধ ॥ তুমি আমাব মাইযাব মতন, তুমি আমারে ছাইবা গ্যাও—

গঙ্গা ॥ পাতা কাটাব সময় মনে ছিল না– ,বদমায়েস বুড়ো—

বিশ্বেশ্বব ॥ কোন কথা শুনিতে চাইনে যাবা কিনা বল, না যাও তো টানতি টানতি নিয়ে যাব, পিঠিব ছাল চামড়া উঠে যাবে—। এই ধরতো সবাই!

[জোব করে সকলে ধবতেই বৃদ্ধ চীৎকার করে বলতে লাগল]

বৃদ্ধ ॥ ছাইরা গ্যাও—আমি মইরা যামু—··· ত্যাছে···ও জীবইন্যা—

বিশ্বেশ্বব ॥ না তুমারে গদী পেতে শুতে দোব—চল—

[বৃদ্ধ তেমনি জোবে চীৎকাব করছে এমন সময় ছুটতে ছুটতে বছব ছাব্বিশেকের একটি উদ্বাস্তু ছেলে এসে পৌঁছল। মাল

কোচা মেরে কাপড় পরা, একটা ছিটের ময়লা হাফসার্ট গায়। বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রং কালো।]

জীবন ॥ ছাইরা ছান, ছাইরা ছান বলছি— [মাঝখানে এসে দাঁড়ায়]

বৃদ্ধ ॥ জীবইন্যা আমারে উয়াবা মাইবা ফেলাইল—

জীবন ॥ আইছি বাবা! [জোর করে দড়ি খুলল।]

বিশ্বেশ্বর ॥ এ্যাই খুলবানা বলছি···খবরদার···খবরদার বলছি

জীবন ॥ একজন বুড়া মাইনষেরে পাইয়া, এতজন মাইনষে মিইলা মারছেন মস্ত বীর পুরুষ আপনারা·· বড় ক্ষ্যামতা আপনাগো·· মারেন···আমারে মারেন···বাঁধেন আমারে দেখি··

বিশ্বেশ্বর ॥ কুন স্বগগের পীর গো তুমি বাড়ীর মধ্যে এসে মাতব্বরী কচ্ছ বেরোও বলছি—বেরোও—

সবাই ॥ বেরোও বলছি

গঙ্গা ॥ উঃ নিজির বাড়ী পেয়েচে··

জীবন ॥ যামুনা। মারতে হয় আমারে মারেন, কাইটতে হয় আমারে কাটেন, বুড়া মাইনষের দোষ আমি লইলাম, বুক পাইত্তা লইলাম!

বিশ্বেশ্বর ॥ কার হুকুমি বাড়ির মদ্দি ঢুকোচো! বেরোবা কিনা বল—

জীবন ॥ মাইরা ফ্যালাইলেও নড়ুম না—

বিশ্বেশ্বর ॥ বের করে দোব দেকবা—? ঘাড় ধরে বের করে দোব—?

জীবন ॥ দেখার লাইগাই তো আছি। ছান দেখি, এই তো খাড়াইয়া আছি।

গঙ্গা ॥ গায়ের জোর দেখাচ্ছে। অমন গায়ের জোর আমরাও দেকাতি পারি

জীবন ॥ কথা অইতাছে পুরুষে পুরুষে, মাইয়া মানষের ইয়ার মদ্দি আসা ক্যান! [গঙ্গা চুপ। কি? কথা কইতাছ্যান না যে সব। চুপ কইরা আচেন ক্যান। কন, কি কইবান!

ঘেঁটু ॥ তুমার মুণ্ডু ঘুইরে দোব—

জীবন ।। মুণ্ডুতো ছাইরাই রাখছি। ঘুরাইয়া ত্যান হাত দিয়া। আসেন—

[ঘেঁটুর দিকে যেতেই ঘেঁটু স্থট করে ভীড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়ল।]

বড ঘুরানদার। বুড়া মাইনষে একখ্যান কলাপাতা কাটছে, তাইতে এতগুণা মানুষ তারে বাইন্দা বিচার করতা যাইতেছিলেন, কিন্তু এই রিফুজী মানুষগুলানরে লইয়া যারা খাইতে দিবার নাম কইরা, বনে জঙ্গলে তাঁবুর নীচে ফেলাইয়া রাখছে বছরের পর বছর তাদের কোন বিচার নাই? আইজ একখ্যান কলাপাতা কাটছে বইলা গ্যারাম শুদ্ধ মাইনষে ক্ষেইপা ওটছেন, আর যারা আমাগো জমি দিব, ঘর দিব, সুখ দিব, শান্তি দিব বইলা, মিথ্যা কথা কইয়া আইজ এইখানে, কাইল ওইখানে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মারত্যাছে তাগো কোন বিচার নাই। [একটু থামল] আইজ এক ত্যাশ ছাইরা আপনাগো কাছে আইয়া পড়ছি, আপনারা ছাড়া কিডা আছে আমাগো? এই যে বুড়া মাইনষেরে ত্যাখছেন—একি মানুষ আছে? আপন হাতে বিষ খাইছে। আপন বিষের জ্বালায় আজ আপনি পাগল হইয়া গ্যাছে। ও কি মানুষ আছে?

বৃদ্ধ ।। [গদার দিকে তাকিয়ে জীবইন্যা…জীবইন্যা, ওই ত্যাখ…ত্যাখ আমার টগর না? আমার সেই টগর…ঠিক টগরের মতন মুখখ্যান না? ত্যাখ ত্যাখ…

জীবন ।। চল, তাবুতে চল

বৃদ্ধ ।। ঠিক য্যান টগর! সেই চোখ…সেই মুখ…সেই বর্ণ…সেই সব…নাই শুধু—নাই শুধু—কি য্যান নাই জীবইন্যা— আমি তারে খুইজা বার করুম। ত্যাশে ত্যাশে ঘুরুম, নগরে নগরে ঘুরুম- ঠিক খুইজা বার করুম—

[ধীরে ধীরে চলে গেল]

বিশে ।। কি হয়েচে গো—

জীবন ।। [বৃদ্ধের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে পাগল হইয়া গ্যাছে।

বিশে ।। পাগল!

জীবন ॥ কোন মাথার ঠিক নাই। ছাশ ভাগের আগে তিনটাকায় মাইয়া বিক্কির করছিল প্যাটের জ্বালায়। একমাত্র মাইয়া। আর কেউ আছিল না। সেই থিক্যা পাগল—

[বিশ্বেশ্বর সহসা চমকে উঠে ভীত হয়ে উঠল]

বিশে ॥ কুন জিলায় বাড়ী ছিল গো ?

জীবন ॥ ঢাকা—

বিশে ॥ ঢাকা !

জীবন ॥ ছোট, মা-মরা মাইয়া ! প্যাটের জ্বালায় জইলা গেল—কমনে হারাইয়া গেল। সেই থিকা মানুষডাও য্যান কেমন হইয়া গেল—

বিশে ॥ টগর ! [আপন মনে বলে উঠে গঙ্গার দিকে চাইল। দেখল দাওয়ার খুঁটির গায়ে মুখটা চেপে ধরে জীবনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।]

জীবন ॥ সেই থিক্যা, আমিই তারে দেখি, আমিই তার ছাওয়াল। আমিই তার সব। এই ছাখেন—কি কইতে, কি কইয়া ফ্যালাইলাম, কিছু মনে কইরেন না। [গঙ্গাকে। তুমিও কিছু মনে কইরো না। রাগের কথা ধইরতে নাই। কি কইতে কি কইছি— আমারে তুমি মাপ কইরো। আমি যাই— [প্রস্থান]

১ম ব্যক্তি ॥ ধ্যাস ! আর কি ! সব আগুন জল ! সাতখুন মাপ। কি বিশদা এত লম্ফ ঝম্ফ, এত কেরামুতি— সব এখেনেই শেষ ! ছেড়ে দিলে ? চল গো

২য় ॥ চল। ও জানি ! [যেতে যেতে] যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না—মুখই সার

[সকলের প্রস্থান। ঘেটুও চলে গিয়েছে। নয়ন অন্যদিকে চলে গেল। বিশ্বেশ্বর দাওয়ায় সিঁড়ির ওপর বসে কি যেন ভাবতে ভাবতে ডুবে গেল।]

বিশে ॥ [অনেকক্ষণ পরে] গঙ্গা— [গঙ্গা নীরবে ফিরে চাইল।]

বিশে ॥ শোন—

[গঙ্গা ধীরে ধীরে এসে বিশ্বেশ্বরের গা ঘেঁষে বসল। দু'জনেই নীরব। বিশ্বেশ্বর অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।]

গঙ্গা—হ্যারে, তোর ছোটকালের কথা মনে পড়ে—খুব ছোট কালের কথা—য্যাখুন এইটুকু ছিলি! [গঙ্গা দূরমনস্ক] গঙ্গা—

গঙ্গা ॥ উঃ। [ফিরে চাইল]

বিশে ॥ খুব ছোট কালের কতা!—মনে পড়ে?

[গঙ্গা নীরব থেকে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল]

বিশে ॥ কি ভাবচিস!

গঙ্গা ॥ [চমকে] কই না তো—

বিশে ॥ সেই ভাল, সেই ভাল—[ধীরে ধীরে গঙ্গাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখ বুঁজে মাথায় হাত বুলাতে লাগল]

মানষির ছোট কাল নেই, বড কাল নেই—যে কাল থাকে সেই কালই ঠিক—তাই সত্যি তাই না? তাই সত্যি…তাই সত্যি…

[নীরব হল। দু'জনেঃ নীরবতায় মগ্ন হতে লাগল। পর্দা নেলে এল]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[যতীনের বাডা ॥ খডের ছাউনী ও মাটির দাওয়া। একখানা বড় ঘর। যতীন স্কুল থেকে ফিরল। বয়স পঁয়ত্রিশ। ঘর খুলল। জামা ছাড়ল। হাত মুখ ধুল। ঘরের দাওয়ায় একটা মাদুর পাতল। এমন সময় গঙ্গাকে ঢুকতে দেখে…]

যতীন ॥ আরে! গঙ্গা! আয় · আয়…বাঁচালি…আর একটু আগে এলে

আর অযথা খাটতে হত না…আরে এই সব করা কি আমাদের কাজ…দে দুটো মুড়ি টুড়ি দে…খাই…বড্ড খিদে পেয়েছে…

[মাদুরের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। গঙ্গা নীরবে ঘরে চলে গেল]

ওরে…চৌকির ওপর বই ক'খানা আছে আগে দিয়ে যা তো!

[গঙ্গা বই দিতে এলো]

কত বলি…গঙ্গা একটা মেয়ে টেয়ে দেখে দে, বিয়ে থা করি ··হাত পুড়িয়ে আর কতদিন খাব…

[গঙ্গা চলে গেল নীরবে]

হাঃ…হাঃ…হাঃ·· বুঝলিরে…কাল থেকে কদিন স্কুলের ছুটি…রান্না টান্না করে দিবি দুটো ভাল করে…রোজ রোজ একঘেয়ে আলু ভাতে ভাত আর খেতে ভাল লাগে না।

[গঙ্গা বাটি করে মুড়ি আর এক গ্লাস জল নিয়ে এল]

কিরে…দিবি তো? [মুড়ি নিযে খেতে লাগল] আজ স্কুলে এক ভারী মজার ব্যাপার হযেছে জানিস। স্কুলেব প্রেসিডেণ্ট ডেকে পাঠিযেছিল মাষ্টারমশায়দের আমি চলে এসিছি। যাইনি…কি রে কথা বলচিস নে যে…[গঙ্গা দূরে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল] আজ যে বড ক্লান্ত দেখছি …[গঙ্গা প্রস্থানোদ্যত] কি হল…চলে যাচ্ছিস যে…এই শোন…

[গঙ্গা থামল। যতীন কাছে এল]

কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিস

গঙ্গা ॥ ভাল লাগছে না—

যতীন ॥ কেন?

গঙ্গা ॥ কি জানি

যতীন ॥ বিশদা কিছু বলেছে··

গঙ্গা ॥ না—

যতীন ॥ তবে—। মা বুঝি আবার বকাবকি শুরু করেছে…যা হৈ হৈ করে বেড়াস…

গঙ্গা ॥ না…

যতীন ॥ তবে কি !

গঙ্গা ॥ কি জানি…

যতীন ॥ কি হয়েছে বলবি তো।

গঙ্গা ॥ যাই…

যতীন ॥ কোথায় যাবি…

গঙ্গা ॥ [যতীনের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল] কত পদ্ম ফুটেচে বড়বিলি …লাল হয়ে আছে—তুলে আনিগে—বসে বসে মালা গাঁথব সারাবেল তুমি নিবা মাষ্টারদা…

যতীন ॥ নোব · দিবি আমাকে…

গঙ্গা ॥ যাই…ফুল তুলিগে…[ধীরে ধীরে চলে গেল ; বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল যতীন]

যতীন ॥ এতদিনে সমুদ্র থামল তাহলে…

[এমন সময় প্রবেশ করল সুরথ]

সুরথ ॥ আরে, বিশ্বেশ্বরের সেই গাছ মদ্দা মেয়েটা না ?

যতীন ॥ মানে ?

সুরথ ॥ মানে, ও মেয়ে তো আর মেয়ে নয়, ব্যাটা ছেলের বাবা। পুরুষ মানুষের ঘাড়ে হাগে। একদিন ছুটতে ছুটতে পঞ্চায়েৎ অফিসে ঢুকে বলে কি—লক্ষ্মীর মা রিলিফ পায়নি কেন ? তার কি খিদে তেষ্টা নেই। বলে, তেড়ে তেড়ে মারতে আসে আর কি ! আ—মর হিজড়ে মাগী…

যতীন ॥ থামুন !

স্বরথ॥ থামলাম। তবে কি জানেন কাঁচায় নোয়ায় না বাঁশ পাকলে করে ট্যাস, ট্যাস। বলি বয়েসটা তো এখনও ডব্‌গা।

যতীন॥ থামুন!

স্বরথ॥ থামলাম। তবে কি জানেন। হুডো লাগানো মেয়েদের চরিত্তির ঠিক থাকে না।

যতীন॥ থামলেন। কি দরকার আপনার এখেনে?

স্বরথ॥ কিছুনা। কত্তা আপনাকে ডেকেছেন।

যতীন॥ কেন?

স্বরথ॥ কত্তাই জানেন। আমরা তো কত্তার ভৃত্য।

যতীন॥ কর্তা আমার মনিব নন যে যখনি ডাকবেন তখুনি তার হুকুম তামিল করতে হবে। আপনি যান।

স্বরথ॥ তবে তাই বলিগে—

যতীন॥ হ্যাঁ যান!

স্বরথ॥ ব্যাপারটা কি ভাল হবে। কত্তা স্কুলের প্রেসিডেন্ট। পঞ্চায়েতের মাথা—

যতীন॥ আমার মাথা তো নয়। দরকার হলে তিনি আসবেন, আমি যাব না।

স্বরথ॥ জলে বাস করে কুমীরের সংগে বিবাদ···

যতীন॥ জলে শুধু কুমীরই থাকে না, হাঙরও থাকে।

স্বরথ॥ চুনোপুটিও থাকে।

যতীন॥ থামুন।

স্বরথ॥ থামলাম। মাঝখান থেকে আবার এই চুনোপুটির প্রাণটা না যায়!

যতীন॥ থামুন।

স্বরথ॥ থামলাম। তবে কি জানেন, তাতে কি পুলিশ আটকাবে, না জেল আটকাবে।

যতীন ॥ মানে !

সুরথ ॥ হাজতে গেলেই টের পাবেন।

যতীন ॥ মানে !

সুরথ ॥ ঢাকা চাপা দিয়ে রাখলেই কি ঢাকা চাপা থাকে ? ও বেরোবেই। ভাগাড়ে গরু মরলে কি শকুনকে নেমন্তন্ন করতে হয়। সে আপনি আসে।

যতীন ॥ কি জানেন আপনি ··

সুরথ ॥ আমার জানার কি আছে ! যার জানবার সেই বি. ডি. ও সাহেবই জেনেছেন—

যতীন ॥ মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাননি···

সুরথ ॥ সত্যি মিথ্যে গেলেই টের পাবেন বলি রিপোর্ট তো আর আমার কাছে করেনি···করেছে খোদ সাহেবের কাছে···

যতীন ॥ ভয় দেখিয়ে নিয়ে যাবেন ভেবেছেন ?

সুরথ ॥ মোটেই না। আপনার যদি কোন ভয় না থাকে তো ভয় দেখাবো আমি ? আপনিই বাবুর পেছনে কাঠি দিচ্ছেন ; ভয় তো দেখাচ্ছেন আপনি—

যতীন ॥ বেশ করছি। বলুন গে যান আপনার বাবুকে যে দেড় টাকার প্রাইমারী মাষ্টারকে দিয়ে আর যাই কিছু করানো যাক, ভয় দেখানো যায় না। দেড় টাকার চেয়ে ভয়ের দাম অনেক বেশী। যান এখেন থেকে !

সুরথ ॥ আপনি যাবেন না—

যতীন ॥ না—

সুরথ ॥ হাতে দড়ি না পড়লে কি আর যাবেন !

যতীন ॥ বেরিয়ে যান বলছি।

সুরথ ॥ পুলিশে দেবে···হাজত বাস করাবে···

যতীন॥ যান—

[সুরথের প্রস্থান। অন্যদিক থেকে প্রবেশ করল একজন মধ্যবিত্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। স্কুলের হেড-মাষ্টার।]

যতীন॥ আসুন মাষ্টার মশায়…

মাষ্টারমশায়॥ আসব তো! তা সুরথ এসেছিল কেন। যমের চেয়ে যমদুতকেই যে বেশী ভয়…নিশ্চয়ই খারাপ খবর কিছু…

যতীন॥ [দুজনে দাওয়ায উঠে আসে] আপনি বসুন! স্কুল থেকে বাড়ী যান নি?

মাষ্টার॥ বাড়ী যাব কি ভয়েই যে আর বাঁচিনে। তুমি তো স্কুল থেকে চলে এলে। গণেশবাবু আমাকে ডাকিয়ে বল্লেন· আপনি স্কুলের হেড মাষ্টার, আপনি খবর রাখেন না স্কুলের মাষ্টাররা কি সব করে বেড়াচ্ছেন। আমি বল্লাম কই, আমি তো কিছু দেখিনি। বলতেই ধমকে উঠলেন। কি করেছো বাবা বল। আমি তো কিছুই জানিনে। তুমি কি গণেশবাবুর বিরুদ্ধে··

যতীন॥ সে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার ভয়ের কোন কাবণ নেই।

মাষ্টার॥ না, না ভয়ের আছে বৈকি! তোমার না থাকতে পারে, আমার তো আছে! গাঁয়ে ঘবে মাষ্টারী কবি। তাতে প্রাইমারী স্কুল। সরকারী মাইনে খাই। বি. ডি. ও সাহেব যদি চটেন তাহলে হয় চাকরী যাবে, নইলে এমন জায়গায় বদলী করে দেবে যে আর মাষ্টারী করে খেতে হবে না।

যতীন॥ মাষ্টারমশায়, আপনার কাছেই লেখা পড়া শিখে আপনার স্কুলেই মাষ্টারী করছি, আপনিই আমাকে স্কুলে নিয়েছেন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে পারি? আমার জন্যে আপনাকে কোন দায়িত্ব নিতে হবে না। আমার দায়িত্ব আমারই।

মাষ্টাব॥ সে জানি। ভয়কে যে তুমি ভয় করনা তা আমার জানা আছে।

দেখলাম তো আমার এই মাষ্টারী জীবনে কত ছেলে এল, গেল ওই—পারই হল ! একটাও কি মানুষ হয়ে ফিরে এল ? তোমাকে দেখে আমার কেমন যেন লাগে। এই গাঁয়েরই কোন ছেলে ঠিক যেমনটি চাই, তেমনটি হবে, এ যেন বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কি জান যতীন, মনে মনে যে ছেলেকে চাই, সত্যি সত্যিই যখন সেই ছেলে এসে হাজির হয়, তখনই বুক কাঁপে, এই বুঝি সব ওলট পালট হয়ে গেল। তোমাকে দেখে আমার সেই ভয়ই হয়। তোমরা নাকি গণেশবাবুদের বিরুদ্ধে দল করেছো, লড়াই করবে বলে !

যতীন ॥ কে বলেছে আপনাকে।

মাষ্টার ॥ সারা গাঁয়েই'তো কানাঘুষো শুনি ! শুনলাম স্কুল, পঞ্চায়েৎ, ভাগ চাষ, বেনাম জমি, খাল কাটা নিয়ে লড়াই করবে !

যতীন ॥ মাষ্টারমশায়, সব সত্যি ! আপনি বলছিলেন না, অনেক ছেলে পাব করলাম কিন্তু একটাও মানুষ হয়ে ফিরল না। আর যদি কেউ ফেরে, তাকে মেনে নিতে ভয় হয়। এই হল আমাদের আসল সমস্যা ! আমরা মুখে বলব ন্যায়, কল্যাণ, কত কি—কিন্তু যখনই সেই ন্যায়ের আর সত্যের ডাক আসে তখনই আমরা পিছিয়ে যাইনে কি ? আর তখনই সেই ন্যায় বিচার, আর সত্যের গলা টিপে ধরি আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে। কিন্তু এমন মানুষও তো আছে, যারা সত্যের পথ থেকে কিছুতেই সরে আসে না, অন্যায়ের কাছে কিছুতেই মাথা নোয়ায় না। মাষ্টারমশায় তাই যখন চোখের সামনে দেখি মানুষের ওপর অবিচার হচ্ছে, মানুষ কাঁদছে, মানুষ মরে যাচ্ছে, তখন সেই অন্যায় আর অবিচারকে চুরমার করে দিতে না পারলে মানুষ বাঁচেনা। সত্যের জয় হয় না। তাই যা সহজ, যা সত্য তারই জয় হোক। তা সে যত কঠিনই হোক না কেন। তাই দল আমরা করেছি। কেননা গণেশবাবুদের দলের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে, আমাদেরও একটা দল দরকার। আপনি জানেন, স্কুল গ্র্যাণ্টের টাকা

কি কি বাবদ খরচ হয় তা আমাদের জানানো হয় না, কোন মাষ্টার কমিটির সংগে একমত না হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় দূরের স্কুলে বদলী করে দিয়ে? আপনি জানেন, পঞ্চায়েতের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় পঞ্চায়েতের পেটোয়া লোকদের? আপনি জানেন, গাঁয়ের গরীব চাষীর ভিটে বাড়ী, খামার, জোতজমির ওপর দিয়ে খালের পথ নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, জোতদারদের ভেড়ী, বাগান, জমি বাঁচাবার জন্যে···

মাষ্টার ॥ আমি তো এসব কিছুই জানিনে বাবা!

যতীন ॥ কিন্তু আমরা সব জানি···এই সব চক্রান্ত চলছে...। এবার বলুন আমরা কি করব!

মাষ্টার ॥ কিন্তু আমি কি বলব বলত? গণেশবাবুকে তো আমাকে বলতে হবে।

যতীন ॥ যা সত্য তাই বলবেন ·

মাষ্টার ॥ কিন্তু তাতে যে তোমার ক্ষতি হবে—

যতীন ॥ কিন্তু আপনার দায়িত্ব তো পালন করা হবে।

মাষ্টার ॥ কিন্তু তাতে কি আমার শান্তি থাকবে? আমার একি জ্বালা হল বলত? একদিকে ওদের শাসানি অন্যদিকে আমার সংসার, একদিকে তোমার কাজ অন্যদিকে আমার দায়িত্ব—আমি কি করব বলত? আমি কি করি?

যতীন ॥ যা সত্য তাই বলবেন। আমার জন্যে আপনাকে মিথ্যেবাদী হতে আমি কখনই দেবো না।

মাষ্টার ॥ আমার এই বৃদ্ধ বয়স! আর কিছুদিন পরেই হয়ত আমাকে ছুটি নিতে হবে। সংসার আজও চলেনা, তখনও চলবে না। তবে মাঝখান থেকে নিজের কাছে মিথ্যেবাদী হই কেন? জীবনে অনেক সত্যি কথাই তো কখনো বলতে পারিনি ভয়ে। আজ যখন জীবন শেষ হয়ে এসেছে তখন শেষ সত্যি কথাটা না হয় বলে যাব। যা হয় হবে। ভয় করে

করে আর পারিনে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব—যতীন যা করছে ঠিকই করছে……

যতীন ॥ না—

মাষ্টার ॥ আমাকে একটা সত্যি কথা বলতে দাও।

যতীন ॥ না তাতে আপনার ক্ষতি হবে—

মাষ্টার ॥ তবুতো সত্য বাঁচবে, আমাকে একটা সত্যি কথা বলতে দাও, জীবনে অন্তত একটা সত্যি কথা· ·[দ্রুত চলে গেলেন। দূর থেকে কথা ভেসে আসতে লাগল। পরে বাউল প্রবেশ করে]

বাউল ॥ [গান গায়]

তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি· ·

নিয়ে আমার পাওনা দেনা
তুমি ছাড়া কেউ জানে না
অন্য লোকে তাও মানে না
ডিক্রী নিয়ে শাসায়, হায়
জীবনের বেচা কেনার পেশায়
রাজপ্রাসাদের দেউড়াতে হায়
বসে আছি, শেষ বিচারের আশায় ·

[গান থামিয়ে]

কি গো মাষ্টার···মুখ চোখ আঁধার ··মেঘ করেছে বুঝি।

যতীন ॥ তোমার ওই শেষ বিচারের আশায় আমিও বসে আছি সনাতন।

বাউল ॥ কেন গো, বেচা কেনার হাটে লোকসান গিয়েছে বুঝি···

যতীন ॥ লোকসানের খাটেই তো পা ডুবিয়ে বসে আছি, লাভের নৌকো ভিড়ল কৈ ?

বাউল ॥ তাই বুঝি বিচারশালার দরজায় বসেছ ?

[গান]

বিচার হবে বলে আমি বসে আছি
বিচারশালার দরজা কেগো খুলবে আজি।

যতীন॥ আমরা! আমরা খুলব বিচারশালার দরজা। আমরাই বিচারক।

বাউল॥ তাই নাকি গো! রাজার দশা কি হবে?

যতীন॥ রাজা মরবে। আমরা হব রাজা।

বাউল॥ দেখবো। ভবের হাট তো বহুরূপী, কথন কি সাজে দেখবো…'যাই এখন…

যতীন॥ দাঁড়াও—[ঘর থেকে কটা পয়সা এনে দিল]
দেখো ভবের হাটে কারা সওদা দিয়ে আসে…কারা দোকান সাজায়…

বাউল॥ তখন চিনে নেবে—

[গান গায়]

বিচার হবে বলে আমি বসে আছি
বিচারশালার দরজা কেগো খুলবে আজি।

[প্রস্থান। পঞ্চা, মুন্দিরে, সুধন্য ঝড়ের মত প্রবেশ করে]

পঞ্চা॥ মাষ্টার, শুনচো—বাবু আমাদের হেঁকিয়ে দিয়েচে. ওবেলা, রিলিফ চেয়েছিলাম বলে…

মুন্দিরে॥ সে কি হাঁকানি কত্তার? এই মারে তো সেই মারে। আমরা দরখাস্ত নিয়ে গিয়েলাম রিলিফির জন্যি। তা আমরা তো কেউ পালাম না, পালে গঙ্গার বাপ, কাঠু আরও কিডা কিডা…

[বলতে বলতে সবাই ছড়িয়ে বসল]

পঞ্চা॥ বলার মদ্দি শুধু বলেলাম, পালাম না ক্যানে? আর অমনি ফোঁস করে তেড়ে কামড়াতি এল…যেন সাপের ন্যাজে পা দিইচি…

মুন্দিরে॥ যিরাম ক্যাপা কুকুরির জো খ্যাক খ্যাক কত্তি নাগলো, আমরা তো তার ছুমুতি দাঁড়াতি পাল্লাম না।

পঞ্চা ॥ আরে, শালা তোর কুন বাবার জিনিসরে। তোর কুন চোদ্দ পুরুষ গস্ত করে গিয়েলো, যে দিতি তোর বুকি বাজে।

মুন্দিরে ॥ বাজবে না ক্যানে? নইলি রাত করে ব্যাপারীদের ঘরে পাচার হবে কি করে!

যতীন ॥ তাড়িয়ে দিয়েছে?

সুধন্য ॥ সেই কত্তাডাই ওবেলা থিকে কিচুতিই মন থিকে সরাতি পাচ্চি নে মাষ্টার। আমাদেব মানুষ বলে জ্ঞান করে না, তাড়িয়ে দেলে!

[সবাই যেন অনেকক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল]

যতীন ॥ তাই হয় সুধন্য। নিজেদেব শক্তি না থাকলে, নিজেদের অধিকারও থাকে না।

সুধন্য ॥ পঞ্চাদা বল্লেলো, বানভাসিতি আমরাও তো না-খাওযা। আমরা কি না খেযে মরব? তাছাড়া বিশদা পালে, কাঠু পালে, আমরা পাব না ক্যানে? তুমি বল মাষ্টাব কি অন্যায়ডা বলেচে পঞ্চাদা যে আমাদের কুকুব শিয়ালের জো খেদিয়ে দেবে।

যতীন ॥ [উঠে যন্ত্রণায পায়চারী করতে কবতে] সামান্য কিছু পেলে যেখানে মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ কবে, সেটুকুও দিতে এদের বাধা।

সুধন্য ॥ ভাগে জমি করব, জমি চেতি গিযেলাম, সিদিনও ঠিক এমনি করে তাড়িয়ে দিযেচে। গতরে খেটে দু'টো গম-চাল পাব, তাও রিলিফির কাজ দেবে না। ক্যানে, ক্যানে? কি করিচি আমরা? আমরা কি করে বাঁচব!

[একটু থেমে সহসা উত্তেজিত হয়ে]

মাষ্টাব…এই বুকির ওপর হাত রেখে দেকো…তুমার হাত পুড়ে যাবে। কতকাল ধরে এমনিধারা এই বুকিরমদ্দি হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে। মাষ্টার নিজির বিষি নিজি জ্বলে মলাম। কি করব—আমি কি করব, বলতি পারো?

যতীন॥ জ্বালার কথা বলছ? সুধন্য, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ তো। কি জ্বালা নিয়ে আমি এতকাল চলে আসছি। সবই তো জান তোমরা। শহরের স্কুলে পড়তাম। বাবার সংগে কখনও কখনও এই গাঁয়ে এসে থাকতাম। তারপর হঠাৎ যেদিন বাবা মারা গেলেন, মায়ের হাত ধরে এই দেশের বাড়ীতে এসে উঠলাম, মা আমাকে মানুষ করার জন্যে কি না করতে লাগলেন সে তো তোমরা সবই জান। তখন কি জানতাম কেন মা আমার সকল লাজলজ্জা খুইয়ে ভোর হতে না হতে বাবুদের বাড়ীতে ধান ভানতে যেত, কেন আঁচলের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে আমার জন্যে ভাত চুরি করে আনতো, সে কি বুঝতাম! কিন্তু যেদিন সেই দুঃখিনী মা আমার নিজের লজ্জায় এই ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরল, লোকে কত হাসাহাসি করল, কত কথা বলল, নিন্দেয়, অপবাদে এই সোনাখালি গাঁয়ের পথ ঘাট ভরে গেল সেকথা কি আমি ভুলেছি, সুধন্য? সে কথা কি আমি কখনও ভুলব? সুধন্য, কি অসহ্য জ্বালা বুকে নিয়ে এতকাল বেঁচে আছি একথা কি কেউ জানে? কেন জান? শেষ বিচারের আশায় বসে আছি। সুধন্য, শেষ বিচার দেখব বলে বসে আছি।

[সবাই নিস্তব্ধ]

সুধন্য॥ শেষ বিচার।

যতীন॥ হ্যাঁ—শেষ বিচার। শেষ হিসেব নিকেশ হবে। এতকাল পরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ শেষ হিসেব নিকেশ হবে। আজ কি আমি পেলাম কি আমার পাওনা রইল তার সব জমা খরচ। মানুষের কাছে, সমাজের কাছে, সংসারের কাছে, আমার বাঁকী-গণ্ডা পাওনার হিসেব বুঝে নেওয়ার দিন এসেছে।

সুধন্য॥ হিসেব নিকেশ?

যতীন॥ হ্যাঁ, যারা আমাদের পেতে দিলে না কিছু, আমাদের হক্কের ধন মেরে দিলে, যাদের পায়ের তলায় আমাদের দিন রাত্রি, সুখ দুঃখ গুঁড়িয়ে

গেল, অপমান ঘৃণা আর বঞ্চনা ছাড়া যখন কিছুই পেলাম না…এ জীবনে

সুধন্য ॥ [সহসা চীৎকার করে ছুটে গেল অন্য দিকে এবং সজোরে বুকটা চেপে ধরে কি একটা যন্ত্রণা চাপতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বলল]

মাষ্টার…মাষ্টার কি কষ্ট এই বুকির মদ্দি…কি কষ্ট। মাষ্টার সে কথা আমি কাউরি বলিনি…কেউ জানেনা মাষ্টার…আমাদের ঘরে একটা পুরোণো কাঠের সিন্দুক আচে। কখনো খুলে দেখিনি। কাল রাত্তি খুলে দেখি কি …কত পুরোণো পুরোণো দলিল…নম্ফর আলোয় মৌজা দাগ নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে দেখি কি…ওই পশ্চিমির জোলের সমস্ত নাবাল জমি ছেল আমাদের। ভাল ভাল সেনা ধানাজমি। বাবুদের ভেড়ীর জমিশুদ্ধ ছেল সব আমাদের। আমার মাথার মদ্দি কেমন করে উঠল। হাত থিকে নম্ফ খসে পড়ে গেল। সেই অন্ধকার ঘরের মদ্দি আমি যেন দেকতি নাগলাম —আমাদের আবাদ হচ্চে…ধান কেটে কেটে গাদা দিচ্চি খামারে…ধান ঝাড়চি, ধান মাড়চি, গোলায় তুলচি শাঁখ বাজছে, নক্ষীপুজো হচ্চে…বাড়ী ভত্তি নোকজন, আত্ম-কুটুম, কত মানুষ কত সুখ! [সহসা যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল] আঃ মাষ্টার ‥কত সুখ…একি জ্বালা…[যন্ত্রণায় যেন বুকটা জোরে চেপে ধরল] একি জ্বালা…

যতীন ॥ বুকের জ্বালাকে, প্রতিশোধের আগুন করে তুলতে পারবে না, সুধন্য? প্রতিশোধ নিয়ে যন্ত্রণার জ্বালাকে মুছে দেবে না, সুধন্য।

সুধন্য ॥ প্রতিশোধ!

যতীন ॥ হ্যাঁ, যত কষ্ট, যত জ্বালা, যত অভাব, যত অপমানের প্রতিশোধ! তুমি, আমি, মুন্দিরে, পঞ্চাদা, আরও আরও সারা সমস্ত গ্রামের মানুষ, তোমার আমার মতন—পারবনা? পারবনা আমরা ওদের বিচার করতে?

মুন্দিরে ॥ বিচার! বিচার হবে! ছাই হবে! কার বিচার হবে! কে করবে

বিচার? আমরা? মিথ্যে কথা! পায়ে নেই বল, হাতে নেই শক্তি··· হাড় শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেল···মাস নিয়ে ডুগডুগি বাজালো, রাত নেই, দিন নেই, কানার মতন হাতড়ে হাতড়ে এঘর ওঘর কচ্চি···মাজায় বাড়ি পড়চে, পিঠি বাড়ি পড়চে···মাজা দুমড়ে ভেঙ্গে গেল, সুজা হয়ে দাঁড়াতি পাচ্ছিনে ·আমরা বিচার করব···আমরা বিচারের মালেক···?

যতীন॥ হ্যাঁ, আমরা—

মুন্দিরে॥ মিথ্যে কথা। [সহসা আকাশ ভেদী চীৎকার করে] মাষ্টার··· [মাষ্টারের কাছে ছুটে গিয়ে জানু পেতে] মাষ্টার···[দু'হাত ভিক্ষুকের মতন ভঙ্গী করে] মাষ্টার···দুটো ভাতের ভিক্ষে দিতি পার···শুধু আজকের রাতটার জন্যি···শুধু ছেলেমেয়ে দুটোর জন্যি···কিচ্ছু চাইনে··· আর কিচ্ছু চাইনে মাষ্টার···শুধু দুটো ভাত···দুটো ভাত···[সহসা কঠিন হয়ে] পারনা···মাষ্টার সে ক্ষ্যামতা তোমার নেই...কারুর নেই··· আমাদের কারুর নেই...আমরা মরব···না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরব··· চোকির সামনে ছেলে মেয়ে গুনু না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে· আমরা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, চেয়ে চেয়ে দেখবো, কিচ্ছু কত্তি পারব না বুক ফেটে কান্না আসবে···চোখ ভেঙ্গে জল আসবে তেবু কানতি পারবো না···তেবু চোখ দিয়ে জল পড়বে না—[হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল]

পঞ্চা॥ [চীৎকার করে উঠল] মুন্দিরে—থামবি।

মুন্দিরে॥ ক্যানে থামবো। ক্যানে থামবো। আমারে আজ আর কেউ থামাতি পারবে না। এতদিন থেমে ছিলাম, কি হয়েছে তাতে? কি পেইচি? জমি পেইচি? ভাত পেইচি? খেতি পেইচি?

পঞ্চা॥ [আবার ·চীৎকার করে] মুন্দিরে—[নিজের বুকটাকে দু'হাতে চেপে ধরে]

মুন্দিরে॥ মাষ্টার···মাষ্টার···ওই পঞ্চাদার বুকটারে চিরে উর কথা শুন্নুরি

বাতাসে বের করে ছ্যাও দিনি....ও বাঁচুক...নইলি উর বুকটো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে...

পঞ্চা ॥ [অসহ্য যন্ত্রণায়] তুই থামবি !

মুন্দিরে ॥ কেউ জানে না মাষ্টার, উর ছোট মেয়েডার পেটে জল জমে সব্ব অঙ্গ ফুলে গিয়েচে....। চিকিৎসের অভাবে উর বড় ছেলেডা এত বছর পর্যন্ত আজও হাটতি পাল্লে না, নুলো হয়ে থাকলো...মাষ্টার...

পঞ্চা ॥ মুন্দিরে—[সহসা ছুটে গিয়ে মুন্দিরের গলা টিপে ধরে] আর বলবি ? বলবি ?

যতীন ॥ [ছুটে গিয়ে পঞ্চাকে সরিয়ে আনে] গলা টিপে কি বুকের জ্বালাকে মেরে ফেলা যায় পঞ্চাদা ?

পঞ্চা ॥ ক্যানে বলবে ? ক্যানে ? আমি যে সহ্যি কত্তি পারিনে ! [হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল] আমি যে সহ্যি কত্তি পারিনে ।

যতীন ॥ পঞ্চাদা, কার সাধ্য আছে বুকের জ্বালাকে বন্ধ করে রাখে ? তোমার আমার বুকের মধ্যে যে আগুনের বান ডেকে যাচ্ছে কার সাধ্য আছে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে ? তুমি, আমি, মুন্দিরে...কেউ ? কেউ ? কারুর সাধ্য নেই ! পঞ্চাদা, জ্বলতে দাও, পুড়তে দাও...তারপর একদিন জ্বলতে জ্বলতে পুড়তে পুড়তে সেই আগুনে ওদের পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যাব... [আবেগে অদৃশ্য শত্রুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল । আর তখনই দূরে ঢ্যাডা পিটোনোর শব্দ ধীরে ধীরে দূর থেকে কাছে আসতে লাগল । এরা সকলেই উৎকীর্ণ হয়ে স্থির হয়ে রইল]

যতীন ॥ [দূরের দিকে চেয়ে] কিসের ঢ্যাডা ?

[দলবল একটু পরে প্রবেশ করল]

১ম ব্যক্তি ॥ [ঢোল পিটিয়ে] সরকারের হুকুম—যাদের যাদের জমির ওপর দিয়ে খালের লাইন গিয়েচে তারা যেন সাত দিনির মদ্দি জায়গা ছেড়ে ছ্যায়...সরকার বাহাদুরের হুকুম...[ঢ্যাড়া পিটালো]

২য় ব্যক্তি ॥ দেকোনা গো, আমার জমি পড়েচে কিনা…

৩য় ॥ আমারডা, আমারডা—

৪র্থ ॥ আমারডা দেখে গ্যাও না গো…আমার খলসেমারীর মাঠের জমি…

১ম ॥ গ্যাডাও পড়বো তো—

২য় ॥ তা গ্যাকো, তা গ্যাকো, জমি না পডলে বাঁচি—

১ম ॥ [কাগজ পড়ে] কত নম্বর দাগের জমি ?

২য় ॥ মাঠান জমি, তিন শো নিরনব্ব ই দাগ ভিটে বাড়ী পচাত্তর

১ম ॥ দখলীদার ?

২য় ॥ হারাণ মণ্ডল…

১ম ॥ না, হারাণ মণ্ডল নেই…

২য় ॥ ওরে বাবা, বেঁচে গিইচিরে…বাডী গিয়ে বলি তাডাতাডি · [দ্রুত প্রস্থান]

১ম ॥ [হাঁকলো] সরকারী খাল-কাটা হচ্চে—যাদের যাদের জমি পডেচে… দেকে যাও গো…[ট্যাঁড়া পিটলো]

৩য় ॥ আমারডা…ভিটে বাড়ী তেইশ দাগ ।

১ম ॥ রাখু হালদার…ভিটে বাডী তেইশ দাগ—খালে পড়েচে·· ক্ষতিপুরণ পাবা…

৩য় ॥ এঁ্যা। আমার বাড়ী, খালে পড়েচে [কেঁদে ফেলে] আমি কুতায় যাব গো…আমার পিত্তি পুরুষির ভিটে…আমার যে কুথাও যাবার জায়গা নেই গো—আমার কি হবে গো—[কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল]

৪র্থ ॥ আমারও কি তাই নাকি । জমি ভিটে গেলি…বাঁচবো কি করে ·

১ম ॥ নাম কি…বল তাডাতাডি…

৪র্থ ॥ আমার যে বুক কাপচে গো—

১ম ॥ তা নাম বলবা তো ।

৪র্থ ॥ নিধে হালদার ।

১ম ॥ না, নিধে হালদার নেই…

৪র্থ ॥ নেই! ঠিক বলচো তো·· নেই ? দেখি দেখি কাগজখ্যান…

১ম ॥ কাগজ ত্যাখবা কি! বিশ্বেস হচ্ছে না ?

৪র্থ ॥ তালি খালে পড়েনি…ওরে বাবা একুন্থও যেন ভয় যাচ্চে না। বুকডো থর থর করচে…যাই বাবা…বাড়ী গিয়ে বলি…

যতীন ॥ দেখি কাগজটা… কাগজ নিল]

পঞ্চা ॥ দেখতো মাষ্টার আমাদের দাগ।

যতীন ॥ আমি পড়ছি শোন…মৌজা সোনাখলি ৪৯, ৫০, ৬৮, ১১৯,

পঞ্চা ॥ [বিস্ময়ে] একশো উনিশ! ১১৯ যে আমার বাড়ীর দাগ নম্বর—

যতীন ॥ ১৪৯, ৬০, ৯০, ২০৮, ২১৭

মুন্দিরে ॥ দু'শো সতেরো। আমার আমনে জমির দাগ। গলায় দড়ির মাঠে।

সুধন্য ॥ তিন শো বাইশ ?

যতীন ॥ [অস্ফুটে] তি—ন—শো বাইশ…হ্যাঁ, আছে…[যতীন কাগজ দিয়ে দিল।]

১ম ॥ [ঢ্যাডা পিটিয়ে দিল] যাদের যাদের খালে জমি পড়চে…দেখে যাওগো…[হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল। এরা স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল]

পঞ্চা ॥ বাঃ…বাঃ…বেশ হয়েচে…আনন্দ কর…মাষ্টার·· যা ছিল · তাও গেল…বেশ হয়েচে…বাঃ…বাঃ আনন্দ কর…আনন্দ কর।

মুন্দিরে ॥ [ডুকরে কেঁদে উঠল] মাষ্টার।

সুধন্য ॥ মাষ্টার…তুমার শেষ বিচারের দিন সতি আর কত বাকী।

মুন্দিরে ॥ আমার কি হবে মাষ্টার। [কাঁদতে লাগলো]

সুধন্য ॥ মাষ্টার·· তুমার শেষ বিচারের দিন আসতি কত দেরী! আর কত দেরী! সেদিন তুমি দেখো মাষ্টার আমরা ঠিক বিচার করব। সকল

মানষির ছুমুতি হাত দিয়ে দেখিয়ে বলব···ওই...ওই বাবুরো···ওই রক্ত খেকো বাবুর দল···জমির মালেক, ভেড়ীর মালেক···আমার পিত্তি-পুরুষির জমি কেড়েচে···আমারে ছন্নছাড়া করেচে—

পঞ্চা ॥ আমার সংসার ভেঙ্গেচে····

সুধন্ত ॥ আমারে ভিখিরী করেচে···

মুন্দিরে ॥ আমার সন্তানের মুকির অন্ন কেড়েচে···

সুধন্ত ॥ উদির আমরা বাঁচতি দোব না···মাষ্টার—উদির আমরা বাঁচতি দোব না . কিছুতেই না—

[দূরে হাত প্রসারিত করল। দৃশ্য শেষ হল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[গণেশ নস্করের বাড়ী। পঞ্চায়েতের অফিস ঘর। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ দিয়ে বারান্দাটি সাজানো। সুরথ দ্রুত প্রবেশ করে। হাতে কিছু খাতা পত্তর।

সুরথ ॥ কই রে নেত্য...কি হল...টেবিল ক্লথটা নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি...

নেত্য ॥ [নেপথ্যে] যাই—

সুরথ ॥ যাই—লোকজন এসে পড়লে আনবি। এই রতন...রতন···নেত্য, রতন কোথায় গেল রে ?

রতন ॥ [নেপথ্যে] এই তো একেনে—

সুরথ ॥ তুই বসে রইছিস। তোর আক্কেল তো ভারী। তোরে না বললাম.. ফুলদানী আর ফুলগুলো নিয়ে আনতে ?

রতন ॥ যাচ্চি—[নেত্য টেবিল ক্লথ নিয়ে প্রবেশ করল]

সুরথ ॥ যাচ্ছি—তা এসো। মদন গোপাল—! নাও পাত ভাল করে পাত। আর চেয়ার ছিল না স্কুলে ?

নেত্য ॥ যা ছিল সবই তো এনিচি। আর তো সব পায়া ভাঙ্গা—

সুরথ ॥ [রতন ফুলসমেত ফুলদানী নিয়ে এল] নইলে মাষ্টারগুলোর পায়া ভারী হবে কি করে! নে ফুলদানিটা ঠিক টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে দে···

[রতন ফুলদানী রাখল। গণেশ দ্রুত প্রবেশ করল।]

গণেশ ॥ সব সাজানো হয়েছে ? সব ঠিক আছে তো —

সুরথ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ,

গণেশ ॥ লোকজন সব পাঁচটার মধ্যেই এসে পড়বে। এখন বি. ডি. ও সাহেব ঠিক ঠিক সময়ে এসে পড়লেই হয়। [চারিদিক দেখে] বেশ হয়েছে। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কই ?

সুরথ ॥ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ...

গণেশ ॥ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ লাগবে না! দেশের একটা কাজ হচ্ছে বি. ডি. ও সাহেব দেখলে বলবে কি ?

সুরথ ॥ আজ্ঞে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ···নেত্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটা কোথায় রে ?

নেত্য ॥ কি ফেলাগ ?

সুরথ ॥ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। হাঁদা কমনেকার।

নেত্য ॥ ফেলাগ বাপু চিনি টিনি নে···

সুরথ ॥ ফ্ল্যাগ চিনিস নে ? মূর্খ, গরু কোথাকার! এই রতন—

রতন ॥ কি-রাম দেকতি··· বলবা তো—

সুরথ ॥ ফ্ল্যাগ চেন না—হাঁদা গঙ্গারাম···সেই যে স্বাধীনতা দিবসে উঠোনে টাঙ্গানো হল···তেরঙা ঝাণ্ডা···

রতন ॥ ও·· সেই রঙলে কাপড় খ্যান···

সুরথ ॥ [ব্যঙ্গ করে] হ্যাঁ—

রতন ॥ বাবু—কোলের খুকাডার গায় জামা বলতি কিছু ছিল না—সেইডে কেটে এটা জামা গড়িয়ে দিইচি—

গণেশ ॥ [বিস্মিত হয়ে] ননসেন্স। [সুরথকে] জামা তৈরী করার আর কাপড় পেলে না…ফ্ল্যাগ কেটে জামা তৈরী করা হয়েছে…কি বলব… যাও…বৈঠকখানা থেকে মহাত্মা গান্ধীর ছবিটা এনে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখ…[দ্রুত প্রস্থান]

সুরথ ॥ যা, হাঁ করে দাড়িয়ে দেকচিস কি ? ননসেন্স। [প্রস্থান।

নেত্য ॥ [রতনকে] যা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেকচিস কি ? ননসেন !

[প্রস্থানোদ্যত]

রতন ॥ তুই নন্‌সেন।

নেত্য ॥ তুই তো আসল নন্‌সেন, বুকা। বুকা তুই বলতি গেলি ক্যানে যে ফেলাগ কেটে জামা গড়িইচিস। এখন খেসাবত দিগে মাইনে থিকে—

[প্রস্থান]

রতন ॥ সব শালা নন্‌সেন্‌ ! [দ্রুত প্রস্থান]

[গণেশ প্রবেশ করে বিশ্বেশ্বরের সংগে]

গণেশ ॥ কোথায় দেখলে ?

বিশে ॥ আজ্ঞে মনসাতলার মাঠে। এক গাদা লোক জটলা কচ্চে—

গণেশ ॥ [একটা চেয়ারে বসল] কারা, কারা—[সিগারেট ধরায়]

বিশে ॥ আজ্ঞে সবাই। পঞ্চা, সুদো, মৃন্দিরে আরও কিডা, কিডা। তিন গাঁয়ের লোকও আচে।

গণেশ ॥ [ভাবল] কিছু জানতে পারলে, কেন ?

বিশে ॥ না—

গণেশ ॥ [ভাবল। সিগারেট টানল] আচ্ছা—[প্রস্থানোদ্যত]

বিশে ॥ বাবু, এট্টা, কতা ছেল…

গণেশ ॥ কি…বল…এখন শোনবার সময় নেই… পরে—

বিশে ॥ ঠেকায় পড়িচি যে—বিয়ের তো এক রকম সব ঠিকঠাক করে ফেলিচি।

গণেশ ॥ কার বিয়ে—

বিশে ॥ আজ্ঞে আমার মেয়ে—গঙ্গা—

গণেশ ॥ তা—তাড়াতাড়ি কেন—

বিশে ॥ আজ্ঞে বাবু তাড়াতাড়ি কত্তাম না—ধীরে সুস্থেই কত্তাম—কিন্তু… মাঝখান থিকে কত কতা মনে হচ্ছে- কখন কি সব কাণ্ড বাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, থির থাকতি পাচ্ছিনে—মন ভাল বলচেনা তাই তাড়াতাড়ি করা…

গণেশ ॥ তা বেশ তো · তোমার টাকা তো আমার কাছে জমাই আছে…

বিশে ॥ না, না ট্যাকার কতা বলচিনে। ও আমার কাচে থাকাও যা আপনার কাছে থাকাও তাই। মনে করব ও আমার বাকসি তুলা রয়েচে। কিন্তু কত বার, দিবার আপনার ভেড়ী দখলের সুময় রাইচরণ খুন হলি, আপনি বলেলেন…বিশ্বেশ্বর ঠিক যদি সাক্ষী দিতি পার, মামলায় জিতলি তুমার ভাগরার জমি তুমাবে জেবন স্বত্ব লিকে দোব ·

গণেশ ॥ বলেছিলাম নাকি—কই আমার তো মনে পড়ছে না কিছু—

বিশে ॥ হ্যা বাবু, বলেলেন—আমার ঠিক স্মরণে আচে…

গণেশ ॥ বলেছিলাম? তা হবে! কিন্তু কি হবে জমি নিয়ে—খাবে কে? মেয়ের তো বলছ বিয়ে হয়ে যাচ্ছে…

বিশে ॥ আজ্ঞে জামাইরে ঘর জামাই কচ্চি। নাতি নাতনীরে ভোগ করবে। আমরা তো সারা জেবন পরের ভূঁইতি খাটতি খাটতি গেলাম—নিজির জমির স্বাদ কি কখনও তা জানলাম না। এখুন নাতি নাতনীরে যদি সুখির মুখ দেখে…

গণেশ ॥ কিন্তু আমি জমি পাব কোথায় বিশ্বেশ্বর। আমার নিজের জমি নিয়েই এখন টানাটানি।·· আমি তোমায় দোব কি ?

বিশে ॥ কিন্তু আমি যে কতা দিইচি·· ছেলের বাপেরে—ছেলের নামে সাত বিঘে জমি নিকে দোব।

গণেশ ॥ সাত বিঘে। সাত বিঘে জমির দাম কত জান বিশ্বেশ্বর ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? যাও···যাও···লোকজন এক্ষুণি এসে পড়বে··· কাজ কর্ম দেখগে·· [প্রস্থানোদ্যত]

বিশে ॥ [মরিয়া হয়ে] কিন্তু আমি যে কতা দিইচি। কুটুম্বুর সাক্ষেতে হেনস্থা হবো যে—

গণেশ ॥ [যেতে যেতে থেমে] অমন কথা দাও কেন ? [প্রস্থান]

বিশে ॥ [জোর করে বলতে চেষ্টা করল] কিন্তু আমি যে·· [ততক্ষণে গণেশ চলে গেছে। [আপন মনে] নোকেব ঠেঙে খাটো হয়ে যাব·· কুটুম্বুর ছুমুতি মুখ দেখাতি পারব না। একুন আমি কি করব কি করি—

[সহসা রতন, সুরথ প্রবেশ করল। বতনেব হাতে একটা ছবি]

সুরথ ॥ এই যে বিশ্বেশ্বর—গোটাকতক নেয়াপাতি ডাব গাছ থেকে পেড়ে জলে ডুবিয়ে বাখগে তো—বি, ডি, ও সাহেব এলেই জল খেতে চাইবেন—দিতে হবে। [বিশ্বেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল] নে বতন টাঙা, [বিশ্বেশ্ববকে] কি হা করে দাঁড়িয়ে থাকলে ? [বিশ্বেশ্বব স্তব্ধ] দেকছ কি ? ডাব কটা পেড়ে আনগে।

বিশে ॥ আমার শরীলি বচ্চে না, গাছে উঠতি পারব না...

সুরথ ॥ পারব না বল্লেই·তো আর হল না ? পাডবে কে—

বিশে ॥ নেত্য রয়েচে, বতন রয়েচে, তাদের বলগে পেড়ে আনুগ কে—আমার উপর জুলুম করচ ক্যানে ? আমি পারব না—

সুরথ ॥ তা তুমি অত মুখঝাড়া মারছ কেনে ! পারবা না তার উপর মেজাজ দেখাচ্ছ ?

বিশে ॥ তা তুমি হুকুম করবার কে ? তুমি বলবার কে ? তুাম মালেক ?

সুরথ ॥ অ—আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠে গিয়েছে—দেব টাইট দিয়ে—রিলিফ নিও ভাল করে…দোব—

বিশে ॥ রিলিফি তুমার—মুতে দিই !

সুরথ ॥ বিশ্বেশ্বর—(চীৎকার করে উঠল)

বিশে ॥ আমার কলা—[প্রস্থান করতে গিয়ে গণেশের মুখোমুখি হল]

গণেশ ॥ [প্রবেশ করে] এই যে বিশ্বেশ্বর—তোমায় একটু খোঁজ নিতে হবে ন্যাড়া বটতলায় যারা জটলা করছে….তাদের উদ্দেশ্য কি ? তারা কি আমাদের মিটিং-এ আসতে চায় ? তা যদি হয় তাহলে তাদের আসতে দেওয়া হবে না। একটু খোঁজ নাও। হ্যাঁ আর একটা কথা যে গাছের ডাব মিষ্টি, সেই গাছ থেকে গোটা কয়েক ভাল ডাব পেড়ে রাখবে যাও—[বিশ্বেশ্বর উদভ্রান্তের মতন চেয়ে আছে]

গণেশ ॥ কি তাকিয়ে আছ যে ? যাও—

বিশে ॥ বাবু, কুটুম্বুর ছুমুতি আমার মুখ লুকিয়ে যাবে। আমি কতা দিয়েলাম আপনার ভরসায়।—আমার মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে যাবে—

গণেশ ॥ আচ্ছা, আচ্ছা—[বিশ্বেশ্বরের পিঠ চাপড়ায়] তার জন্যে এত ভবনা কিসের ! আমি তো রইচি · যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে—

বিশে ॥ হবে ?

গণেশ ॥ হবে না তো কি ! আমি যখন—বলছি, হবে—

বিশে ॥ বাবু আপনিই ভরসা—

গণেশ ॥ হবে, হবে যাও, মন খারাপ করে না কাজ দেখগে।

বিশে ॥ আচ্ছা ·কত্তাবাবু ··। আমি জানতাম···মানষিরি দেকলি, মানষি দেকে। আপনি কক্ষণো কতার খিলাপ করবেন না—[চলে গেল]

গণেশ ॥ কথার খেলাপ করবেন না ! যেন কত কথা দিয়ে রেখেছি, মূর্খ ! কবে কি বলেছিলাম তাই মনে করে রেখেছে !

সুরথ ॥ আমার ওপর চোট পাট করল কি। যা নয় তাই মুখে বলল—

গণেশ ॥ জমি সস্তা। ছেলের হাতের মোয়া—। এই রতন, ছবি হাতে থাকলেই হবে টাঙাতে হবে না—

[রতন একখানা গান্ধীর ছবি নিয়ে প্রবেশ করল]

রতন ॥ এই টাঙাই—[টাঙাতে গেল]

সুরথ ॥ ছবি কুতায় টাঙাবো বাবু—

গণেশ ॥ টাঙাও–ঠিক মাথার ওপব। যাতে দূর থেকেও সবাই দেখতে পায়-- [রতন ছবি নিয়ে এগোতেই]

এই দাঁড়াও…দেখি ছবিটা…

[রতন ছবিটা এনে দিল। গণেশ ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল তারপর কি যেন ভাবল]

ছবিটা এক কাজ কর, ছবিটা…ছবিটা থাক, টাঙাতে হবে না…

রতন ॥ ক্যানে? রেখে আসব।

গণেশ ॥ না। ছবিটা·· ছবিটা মানে তোমাদের কি মনে হয় সুরথ ছবি টাঙানো ভাল? কি বল।

সুরথ ॥ ভাল মানুষের ছবি—

গণেশ ॥ হ্যাঁ, সভায় রাখলে মানুষের সৎ হবার ইচ্ছে হতে পারে তাই না? কি রে রতন বুঝলি কিছু দূব বোকা হাঁদা। বি. ডি. ও সাহেব দেখলে খুব খুসী হবে। নে টাঙা টাঙা—[রতন ছবিটা নিয়ে যায়]

[দ্রুত চলে গেল গণেশ]

সুরথ ॥ এই রাখতো…রাখতো দাঁড়া…

রতন ॥ টাঙাবো না—

সুরথ ॥ ভাল মানুষের ছবি কি আমাদের মধ্যে মানায়?

রতন ॥ ক্যানে আমরা কি মন্দ—

সুরথ॥ কে বলে মন্দ।

রতন॥ না তাই বলচি—

সুরথ॥ ভালমন্দ কাকে বলে? ভালই বা কাকে বলে, মন্দই বা কারে বলে—

রতন॥ সেকি আমি জানি?

সুরথ॥ তবে যে তুই বললি…

রতন॥ দূর ছাই টাঙাবো কি-না তাই বল…এত ভেজালে কাজ কি আমার? ভালমন্দ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব?

সুরথ॥ এক কাজ করনা ক্যানো। মনে কি রকম বাধ বাধ ঠেকছে। কাজ কি ভাল মানুষের ছবি আমাদের মধ্যে টাঙিয়ে, ও ছবি যেমন আছে ও তুই রেখে আয় —।

রতন॥ বাবু যেদি থ্যাকে ছবি নেই—

সুরথ॥ এক কাজ করনা কেন? ছবি না ভেঙে ফেল না! বলব ছবি টাঙাতে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে।

রতন॥ ওমা ভেঙে ফেলবো কি? ভাল মানুষের ছবি—তা আমি পারবো না—

সুরথ॥ ছবি তো! পারবিনে কেন?

রতন॥ তুমি পার? পার তো ভাঙো দেখি?

সুরথ॥ দে…[ছবিটা নিয়ে ভাঙতে গিয়ে পারল না]

রতন॥ ভাঙলে না? বড় মন্দ…ভাল জিনিসরি কি সরিয়ে দিয়া যায়?

সুরথ॥ তুই বড় মন্দ—থাম—।

রতন॥ থেমিই আছি। আমারে থ্যাও ঝাঁড়া নিয়ে যাই। ঝঞ্ঝাট চুকে যাক।

সুরথ॥ সেই ভাল। মনের মধ্যে কি রকম খচ খচ করছিল…বলব'খুনি

টাঙাতে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে…এ্যাঁ…হাঃ…হাঃ…এই ভাল হল। আমরা সবাই কেমন বেঁচে গেলাম… কি বলিস…এ্যাঁ।

রতন ॥ [ছবিটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল] ভাল মানুষের ছবি ঘরে থাকাও ভাল—

[প্রস্থান]

[অন্য দিক থেকে দু'জন প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করে]

১ম ॥ কই হে গুরুচরণ…মিটিংএর লোকজন কৈ…

২য় ॥ তুমি তো আমাকে খুব তাড়া লাগালে…পাঁচটা বেজে গেল…

সুরথ ॥ আপনারা এলেই মিটিং হবে।

১ম ॥ আমরা তো এলাম…হোক মিটিং।

২য় ॥ বসা যাক হে ততক্ষণ…

সুরথ ॥ আসতে আসতেই কি হয়। বসুন, লোকজন আসুক !

[সবাই বসলেন]

১ম ॥ কথাটা হচ্ছে কি জান গুরুচরণ, বাঙ্গালীর টাইম।

সুরথ ॥ ইংরেজদের কিন্তু সময় জ্ঞান—

১ম ॥ তোমার আবার কথায় কথায় ইংরেজ প্রেম। ভারতে—ইংরেজ ছাড়া আর লোক নেই ?

২য় ॥ তা ভাল হলে বলব না—

১ম ॥ কি ভাল ? সব ইংরেজ পাংচুয়াল ? সব বাঙালী লেট লতিফ ? তা তো নয়—সময়ের জ্ঞান যেমন তাদেরও আছে, আমাদেরও আছে, তাদেরও অনেকের নেই, আমাদেরও অনেকের নেই…সেই কথা বলা হচ্ছে—

২য় ॥ মানে তোমার সময়ের জ্ঞান আছে বলে বলছ।

১ম ॥ আছে নয়। সকলের থাকা উচিত।

২য় ॥ তা হ্যাঁ হে সুরথ—মিটিংটা কিসের তাতো জানলাম না।

সুরথ ॥ আজ্ঞে—তা আমি কি করে জানবো। বি.ডি. ও সাহেব ডেকেছেন… এই পর্য্যন্ত জানি। [মাষ্টারের প্রবেশ]

১ম ॥ আসুন হেড মাষ্টার মশায়! আসুন—

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ, প্রেসিডেণ্ট সাহেব যখন ডেকেছেন তখন তো আসতেই হবে। তা আপনার খবর ভাল··

২য় ॥ কেন ওর খবর কিছু শোনেননি!

মাষ্টার ॥ না তো—

২য় ॥ ওর ছেলেটি তো কাজ করতো কলকাতার কাছেই কোন ফ্যাক্টরীতে; ধর্মঘট…হয়েছিল, ছাঁটাই হয়ে গেছে… । …ইংরেজ আমলে কিন্তু এরকম হত না!

১ম ॥ আর গুরুচরণ…আবার সেই ইংরেজ ইংরেজ শুরু করলে!

[দু'জন প্রৌঢ়ের প্রবেশ]

৩য় ॥ আরে বাবা, খাল কাটা হলে তো তোদের লাভ আমাদের তাতে কি! আমরা তো আর ওই জমিতে লাঙ্গল জুড়তে যাচ্ছিনে। জমির ভাত তো খাবি তোরাই না কি বলনা হে মৃত্যুঞ্জয়!

৪র্থ ॥ [নস্যি টেনে] হ্যাঁচ্চো হ্যাঁ নিশ্চয়—নিশ্চয়—[দু'জনে বসল]

৩য় ॥ মাঠের জল নিকেশ হলে, জমি উঠিত হবে, ভাল চাষ আবাদ হবে, ডুবে হেজে যাবার আর ভয় থাকল না—স্বর্গ সুখ! ওরে ওগো মুখ্যুর দল বলি তোদের গোলায় ধান উঠলে কি লক্ষ্মী হেঁটে অন্য বাড়ী গিয়ে উঠতে পারে? কি বল না হে মৃত্যুঞ্জয়…

৪র্থ ॥ —হ্যাঁচ্চো—নিশ্চয়।

৩য় ॥ এই যে হাজার হাজার বিঘে ধানের জমি জলের তলায় পড়ে রয়েছে সারা বছরেও সূর্য্যের মুখ দেখে না। কি ঘণ্টাটা হচ্ছে? কার ভোগে লাগছে! ন দেবায়, ন ধর্মায়…জল না থাকলে ওতো ও একটা পেল্লায় জমিদারী বল্লেই হয়।

৪র্থ ॥ হ্যাঁচ্চো—নিশ্চয় [একটু নস্যি নিল আরও দু'জন লোক এসে বসল]

৩য় ॥ এখন জল নিকেশ হলে, যদি জমি ওঠে তো সে জমি পাবি তোরাই। হলই বা সরকারী খাস - তাতে কার কি ? চষবি তো তোরাই, ফসল তো পাবি তোরাই। কি বলনা হে মৃত্যুঞ্জয়।

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—হ্যাঁচ্চো—নিশ্চয—

৩য় ॥ কিন্তু তাতেও বাধা। বুঝলে মৃত্যুঞ্জয় তাতেও বাধা। অমৃত গলায় গিলিয়ে দিলেও গেলবার উপায় নেই। এ জাতের কি আর ভাগ্যি আছে ? কণ্ঠনালীতে বালি জমে বুকে চড়া পড়ে আছে।

৪র্থ ॥ হ্যাচ্চো , নিশ্চয—

৩য় ॥ দিসনে, কাটতে দিসনে — তাতে কি বা কি ? কার বাবার ক্ষতি। খাল তো এতকাল কাটা হয়নি — তাতে কি কারুর ঘর সংসার আটকে ছিল ? না কি আমরা সব মরে গেছি। তা যখন হয়নি, তখন খাল না কাটতে দিলেও আর এমন কিছু বেশী সর্বনাশ হয়ে যাবে না।

১ম ॥ কে কাটতে দেবে না ?

৩য় ॥ লোকে, আবার কারা। বাগড়া দেবার লোকের তো আর অভাব নেই দেশে—সে বেলায় সবাই এক পায়ে খাড়া।

১ম ॥ কারা—বলুন না ?

৩য় ॥ লোকের কি আর অভাব আছে মুখুজ্জে মশাই। পেলেই ব্যস—অমনি লেগে গেল। আজ এটা নিয়ে হুজ্জুত, কাল সেটা নিয়ে গোলমাল। দেখলেন না পঞ্চায়েৎ নিয়ে কি হল ? পঞ্চায়েতে ঢোকবার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করল। পারলো ? ভাল কাজে ডাকুন, কেউ আসবে না। অন্য কাজে দেখুন, ট্যাক্স বেশী হয়েছে—কমাও, বাকী খাজনা দোব না, রিলিফ দাও, কৃষি ঋণ মাপ করতে হবে—হাত পাতবার বেলায় আছে উপুড় করবার বেলায় নেই, হয়েছে ভাল—পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়ে মশাই জ্বলে পুড়ে গেলাম—এর চেয়ে না হওয়া একরকম ভাল ছিল।

২য় ॥ ইংরেজরা কিন্তু ভাল কাজে ·

১ম ॥ আবার ইংরেজ ইংরেজ শুরু করলে ? খাল কাটতে দেবে না কেন ?

৩য় ॥ খাল কাটলে নাকি লোকের সর্বনাশ হবে।

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—

৩য় ॥ কি বললে খাল কাটলে লোকের সর্বনাশ হবে ?

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—

৩য় ॥ থাক ! যা বোঝো না, তাই নিয়ে কথা কইতে এসো না।

২য় ॥ ইংরেজরা হলে কবে –

১ম ॥ থামোতো ইংরেজের বাচ্চা—খাল কাটা হবে না কে বললে ? কারা ?

৩য় ॥ পথে আসতে আসতে তো শুনে এলাম, কৈবর্ত্ত পাড়া, মাহিষ্য পাড়া, ঘোষ পাড়া, কামার পাড়া···সব তো কোমর বেঁধে লেগে পড়েছে... খাল কাটলে নাকি তাদের বাড়ীঘর জমি জায়গা সব চলে যাবে—

৫ম ॥ নিশ্চয়—

৩য় ॥ তুমি চুপ করো—

২য় ॥ তা ব্যাপারটা যদি তাই হয়---

১ম ॥ কিন্তু ব্যাপারটাতো তা ছিল না গুরুচরণ... সবাই জানে খাল কাটা হবে গাঁয়ের বাইরে দিয়ে।

সুরথ ॥ সে প্ল্যান তো পাল্টে গিয়েছে—

২য় ॥ কি করে পাল্টালো ?

১ম ॥ কবে পাল্টালো—

সুরথ ॥ না, পাল্টায়নি—

১ম ॥ তবে যে বললে প্ল্যান পাল্টেছে - ?

সুরথ ॥ আমি জানিনে—

১ম ॥ এই যে বললে পাল্টেছে...

সুরথ ॥ কই আমি তো কিছু বলিনি—

১ম ॥ এই যে বললে ?

সুরথ ॥ না—

১ম ॥ তুমি বললে আমরা শুনলাম··· [দ্রুত গণেশের প্রবেশ]

গণেশ ॥ যাক আপনারা এসে পড়েছেন। ভালই হয়েছে। বি. ডি. ও. সাহেব খবর পাঠিয়েছিলেন পঞ্চায়েৎ মেম্বার আর গ্রামের বিশেষ বিশেষ লোকের সংগে খাল কাটা নিয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করবেন ···তাই··· [বসল] তারপর মুখুজ্যে মশায়—চণ্ডীবেড়ের পুকুর পাড়ের রাস্তার মামলা মিটল ?

২য় ॥ মিটল আর কই ? পঞ্চায়েৎ যে ব্যবস্থা করে দিল সে তো হরেকেষ্ট মানতেই চায় না, মৃত্যুঞ্জয় তো বেড়া সরিয়ে নিয়েছে কিন্তু হরেকেষ্ট তো পুকুরের পাড় ছাড়লো না—

গণেশ ॥ সে কি মামলা তুললনা হরেকেষ্ট ?

২য় ॥ তুললো আর কই ? সরকারী রাস্তার জমি দখল করে থাকল, মামলাও চালাচ্ছে—

গণেশ ॥ আচ্ছা শয়তানের হাড় তো, ম্যাপে রয়েছে রাস্তা তবু ছাড়ছে না··· একি বদমায়েসি !

১ম ॥ জমি, নস্করমশায়—এর নাম মাটি। বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও কেউ এক আঙুল মাটি ছাড়তে রাজী হয় না ! জমি এমন জিনিস।

গণেশ ॥ তাই বলে যে জমি আমার নয়, আমি তাই আঁকড়ে থাকবো। একি গায়ের জোর ?

১ম ॥ তবু তো নিজের জমি নয়, তাই এই—যদি নিজের হত ? তাহলে তো এতদিনে রক্তারক্তি হয়ে যেত। শুনচি নাকি খাল কাটতে গিয়ে লোকের কত ভিটে বাড়ী রান্নাঘর পড়ে যাচ্ছে !

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—

গণেশ ॥ [সহসা হাতের ফাইলগুলো দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল] সে কথা

ভেবে আমরা কি করব। গভর্ণমেণ্ট খাল কাটাচ্ছে, দেশের স্বার্থে তাতে যদি—

১ম ॥ দেশের স্বার্থেই যদি হবে তাহলে যে খাল যাচ্ছিল গাঁয়ের বাইরে দিয়ে—রাতারাতি গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যায় কি করে? প্ল্যান পাল্টালো কি করে?

গণেশ ॥ কে বলেছে প্ল্যান পাল্টেছে!

১ম ॥ সুরথ বললে—

গণেশ ॥ সুরথ—

সুরথ ॥ না, আমি তা কিছু বলিনি—

১ম ॥ মিথ্যে কথা বলছ—

গণেশ ॥ সুরথ—

সুরথ ॥ আমি বলিনি।

১ম ॥ কথা উল্টোচ্ছো?

সুরথ ॥ সোজা কথাই তো বলছি—

১ম ॥ এই তোমার সোজা কথা। মাষ্টারমশায় আপনি শুনেছেন, সুরথ কি বলেছে?

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ, সুরথ বলেছে।

[নেপথ্যে মোটরের হর্নের শব্দ। সুরথ চলে গেল দ্রুত। গণেশও উঠে গেল]

গণেশ ॥ ওই সাহেব এসে গেছেন। [প্রস্থান]

[একটু পরেই বি. ডি. ও সাহেব সমেত গণেশ সুরথ প্রবেশ করল। সবাই উঠে দাঁড়াল।]

বি. ডি. ও. ॥ নমস্কার—বসুন, বসুন—[সবাই বসেন] কি ব্যাপার—মেলা লোককে বলা হয়েছে নাকি?

গণেশ ॥ না তো? পঞ্চায়েতের মেম্বারদের ডাকতে বলেছিলেন। তাদেরই ডাকা হয়েছে।]

বি. ডি. ও ॥ কিন্তু আসার পথে যে দেখলাম অনেক লোক এগিয়ে আসছে—

৩য় ॥ আজ্ঞে স্যার। ওরা খাল কাটতে দেবে না।

বি. ডি. ও. ॥ কেন?

৩য় ॥ খালে নাকি ওদের জমি ঘর পড়েছে—

বি. ডি. ও ॥ খাল কি তবে আকাশ দিয়ে যাবে—

৪র্থ ॥ হ্যাচ্চো! নিশ্চয়—

৩য় ॥ তুমি থাম—

বি. ডি. ও ॥ শুনুন, আজকে আপনাদের ডেকেছি, এই জন্যে যে পিয়ালী, বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় এই এলাকায় হাজার হাজার বিঘে জমি জল নিকেশের অভাবে বছরের পর বছর জলের নীচে পড়ে আছে, অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে। গভর্ণমেণ্ট ঠিক করেছেন খাল কেটে জল নিকেশ করে জলাজমি উদ্ধার করে গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করবেন—চাষীর দুঃখ দূর করবেন। [দূরে হৈ চৈ শোনা গেল]

বিশ্বেশ্বর ॥ [সহসা ছুটে এসে] বাবু···একপাল লোক এদিকে আসচে

গণেশ ॥ সুরথ দেখ তো -

[সুরথ, বিশে চলে গেল]

বি. ডি. ও. ॥ হয়ত এতে কোন কোন মানুষের সাময়িক ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু দেশের স্বার্থ তার চেয়েও বড। দেশের স্বার্থে এই ক্ষতি আমাদের মেনে নিতেই হবে! তা যদি আমরা না নিই তাহলে অনেক রক্তের বদলে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পঙ্গু হয়ে যাবে যদি না মানুষ বাঁচে—

[বাইরে তীব্র গোলমাল। সুরথ, বিশ্বেশ্বর দ্রুত প্রবেশ করল]

সুরথ ॥ বড়বাবু, সোনাখালি, আকন্দকেশরী, নয়নপুর আরও কোন কোন গাঁয়ের লোক আপনার সংগে দেখা করতে চায়।

বিশ্বেশ্বর ॥ উদির মতলব খারাপ—হুজুর—

বি. ডি. ও. ॥ বলুন এটা দেখা করার জায়গা নয়—এজলাসে আসতে বলুন—

[সুরথ আর বিশ্বেশ্বর চলে গেল]

বি. ডি ও ॥ তাই বলছিলাম চাষীর স্বার্থে, চাষের স্বার্থে খাল কেটে জমি আবাদী করতে পারলে চাষীর যেমন উপকার হবে তেমনি দেশের উপকার হবে। আমাদের এই গরীব দেশকে যদি সত্যি সত্যি দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে হয়, তাহলে প্রথমেই দরকার চাষের উন্নতি। চাষী না বাঁচলে দেশ বাঁচে না, সমাজের উন্নতি হয় না।

[নেপথ্যের গোলমাল বাড়ে। বিশে, সুরথ ছুটে আসে]

সুরথ ॥ কিছুতেই শুনছে না স্যার। ভিতরে আসতে চায়

বি. ডি. ও ॥ বলুন দেখা হবে না।

সুরথ ॥ বলেছিলাম। ও তো কানেই নিচ্ছে না—

বি. ডি. ও ॥ কারা!

বিশ্বেশ্বর ॥ হুজুর—সুদো, মুন্দিরে; যতীন মাষ্টার—

বি. ডি. ও ॥ কোন যতীন মাষ্টার।

গণেশ ॥ আজ্ঞে যার নামে রিপোর্ট হয়েছে—

বি. ডি. ও ॥ সেই শয়তানটা!

মাষ্টার ॥ কে শয়তান! কি জানেন আপনি তার সম্পর্কে—

বি. ডি. ও ॥ আপনি কে? আপনি কি জানেন—

গণেশ ॥ উনি আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার।

মাষ্টার ॥ আমি যতীনকে জানি। আমি তাকে পড়িয়েছি।

বি. ডি. ও ॥ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—আমরা চিনিনে!

১ম ॥ এ কিরকম ভদ্রতা আপনার। একজন হেড মাষ্টারকে মাতাল বলছেন?

বি. ডি. ও ॥ গাঁট কাটারা চোরকেই সাক্ষী মানে। তবুতো এখনো চোরকে হাজতে পোরা হয়নি।

১ম ॥ দেশের মাষ্টাররা চোর মাতাল। নাহলে আপনারা জোচ্চোর হবেন কি করে। এদেরই তো ছাত্র আপনারা।

বি. ডি. ও ॥ আপনি চুপ করুন!

১ম ॥ কেন চুপ করব। যাকে খুশী যা নয় তাই বলে অপমান করে যাবেন, একি জোচ্চোরদের আড্ডাখানা।

বি. ডি. ও. ॥ চুপ করবেন কিনা। আমরা এখেনে আপনার উপদেশ শুনতে আসিনি।

১ম শুনতে হবে। খালের প্ল্যান পাল্টালো কি করে?

বি. ডি. ও. ॥ খালের প্ল্যান। মানে—

১ম ॥ কি করে পাল্টায় জবাব দিন? জোচ্চোর শয়তানের দল।

বি. ডি. ও. ॥ আপনি চুপ করুন।

১ম ॥ কেন চুপ করব? যাকে খুশী যা তা বলে অপমান করে যাবেন আর চুপ করে থাকব?

বি. ডি. ও. ॥ চুপ করবেন কিনা। আমরা এখেনে আপনার উপদেশ শুনতে আসিনি—

১ম ॥ দরকার হলে শুনতে হবে।

বি. ডি. ও ॥ গণেশবাবু·· এই সমস্ত আজে বাজে লোককে আপনি ডেকেছেন—

গণেশ ॥ আজ্ঞে, এরাই তো পঞ্চায়েতের মেম্বার—

[নেপথ্যে গোলমাল বাড়ে। দ্রুত বিশে, সুরথ প্রবেশ করল]

সুরথ ॥ আজ্ঞে ওরা কিছুতেই শুনছে না। ওরা ভিতরে আসতে চাইছে।

বি. ডি. ও. ॥ [চীৎকার করে] বলুন দেখা হবে না। আমি দেখা করব না। আমার সংগে দেখা করতে হলে, অফিসে দেখা করতে হবে—

১ম ॥ সাহস থাকে যান না—

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—

বি. ডি. ও. ॥ আপনি চুপ করুন। আপনার পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে ?

৪র্থ ॥ নিশ্চয় !

বি. ডি. ও. ॥ না, আমি যাব না।

১ম ॥ তাহলে ওদের ডেকে পাঠান।

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—

বি. ডি. ও. ॥ আপনি কি এখানে ইয়ার্কি করতে এসেছেন ? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা।

১ম ॥ ইয়ার্কি তো আপনি করছেন। এতক্ষণ চাষী চাষী করে বুক ফাটাচ্ছিলেন এখন দেখা করছেন না কেন ?

৪র্থ ॥ নিশ্চয়—

বি. ডি. ও. ॥ থামুন—সে আমি বুঝব। আপনাকে ভাবতে হবে না।

[গণেশের প্রবেশ]

গণেশ ॥ ওরা স্যার কিছুতেই শুনছেনা। ওরা দেখা করবেই।

বি. ডি. ও. ॥ ওদের যেতে বলুন নইলে খুব খারাপ হবে।

গণেশ ॥ কোন কথাই শুনছেনা স্যার।

[হুড়মুড় করে সুধন্য ও সঙ্গে অনেক লোক ঢুকে পড়ল]

ভিতরে ঢুকলে কেন, কার হুকুমে ভিতরে ঢুকেছ ?

সুধন্য ॥ হুজুরের সংগে দেখা করতে এইচি—

গণেশ ॥ কার হুকুমে এখেনে এসেছ—!

সুধন্য ॥ হুজুরের কাছে নিবেদন আছে—

গণেশ ॥ এটা কি হুজুরের খাস কামরা ?

সুধন্য ॥ আমরা কথা বলেই চলে যাবো।

গণেশ ॥ এটা হুজুরের অফিস নয়। বলতে হয় সেখেনে গিয়ে বলবে। বেরিয়ে যাও বলছি।

সুধন্য ॥ হুজুর বলুক যেতে।

গণেশ ॥ আগে বেরোও—

সুধন্য ॥ হুজুর বলুক—

গণেশ ॥ এটা হুজুরের বাড়ী ? আমার বাড়ী—আমি বলছি—যাও—যাও—।

সুধন্য ॥ এটা পঞ্চায়েত বাড়ী।

গণেশ ॥ তোমার বাবার বাড়ী। বেরোও—

সুধন্য ॥ এটা সরকারী জায়গা।

গণেশ ॥ চোদ্দ পুরুষের জায়গা। বেরোও বলছি—

সুধন্য ॥ না…

গণেশ ॥ বেরোবে না—

সুধন্য ॥ না—

গণেশ ॥ বিশ্বেশ্বর·· লাঠি আনতো।

[সুধন্য ও অন্যান্য সকলে কঠিন বিস্ময়ে ঘাড়ে ফিরিয়ে বর্শার ফলার মতো প্রতিরোধের ভঙ্গীতে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

সুধন্য ॥ আন লাঠি ! দেখি লাঠির জোর কত। লাঠি ভাঙ্গে না আমরা ভাঙ্গি· ·তারই পরীক্ষে হবে আজ !

[সবাই স্তব্ধ। অদ্ভুত একটা ভয় যেন সমস্ত মানুষগুলোকে অভিভূত করে দিল।]

হুজুর শত কোটি পেন্নাম চরণে। লাঠির ঘায়ে পিঠ ভাঙ্গে জানি। কিন্তু পেটের জ্বালা? তার মার বড মার! তাতে পিঠও ভাঙ্গে, মনও ভাঙ্গে। তার চেয়ে লাঠি মারুন মরব, মডার উপর খাঁডার ঘা, বেশী কষ্ট হবে না। এই পিঠ পাতলাম, মারুন—[সবাই স্তব্ধ। সহসা শরীরটাকে বেঁকিয়ে ধরে] হুজুর আমরা মুখ্যু জন-খাটা মনিষ্যি। আমাদের হাতে কাজ নেই, পেটে ভাত নেই, ধাবে হুজুর মাথার চুল বিকিয়ে আছে। তার ওপর যদি গরিবের জমি খালে যায়, ভিটে বাডী যায়, শরীলির রক্ত থাকতে তা স'বে না। আমরা বলচি আমরা মবব আর ক'জুনারা সুখি থাকবে, তাদের জমির গায়ে হাত পডবে না, সে আমরা হতি দোব না। আমাদের বুকের ওপর দিয়ে খাল যেতি আমরা দোব না। [সবাই চলে গেল]

২য়॥ চলহে মুখুজ্জে, হাওয়াটা বড উল্টো বইছে। চল, চল—

[মাষ্টারমশাই সহ সকলের প্রস্থান]

৩য়॥ [বলতে বলতে চললেন] এই হাড হাবাতে দেশে কিচ্ছু হবে না স্যার। বুঝলেন স্যার—কিচ্ছু হবে না।

বি. ডি. ও॥ গণেশবাবু, নতুন প্ল্যানে সব চাষীদের জমি পডেছে? আপনাদের কিছু পডেনি?

গণেশ॥ প্ল্যান পাল্টে তো তাই দাঁডাল—

বি. ডি. ও॥ ননসেন্স। আর আপনি বললেন সব জলাজমি। ড্রাইভার! ড্রাইভার—[ডাকতে ডাকতে চলে গেল]

গণেশ॥ [স্তব্ধ হয়ে দাঁডিয়ে থাকে কিছুক্ষণ] টাকা নেবার বেলায় মনে ছিল না? ননসেন্স। বিশ্বেশ্বর…বিশ্বেশ্বর…

[চীৎকার করে ডাকতে লাগল, বিশ্বেশ্বর ছুটে এল]

গণেশ॥ [ওদের মুখের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থেকে] বিশ্বেশ্বর এক কাজ করতে হবে… …[খপ করে বিশ্বেশ্বরের হাত চেপে ধরে তার মুখের পানে স্থির দৃষ্টি রেখে] তুমিই পারবে বিশ্বেশ্বর। এসো—[প্রস্থান।]

[পর্দা নেমে এল]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[বিশ্বেশ্বরের বাড়ী। গোধূলি বেলা। দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে গঙ্গা চুপ করে বসে আছে খুঁটিতে হেলান দিয়ে, মাটির দিকে মুখ করে। বেশ নিস্তব্ধতা। ঘেঁটু প্রবেশ করল। একটু দাঁড়িয়ে দেখল তারপর ধীরে ধারে উঠোনের একধারে একটা জলচৌকির ওপর বসল। একটু নীরবতা। ঘেঁটু বার বার গঙ্গাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।]

ঘেঁটু ॥ কাজ নেই, কম্ম নেই·· ভাল নাগে না ছাই· এম্নি নিষ্কম্মার মতন বসে থাকতি·· কবে যে ছাই একটা হিল্লে হবে···তার কোন ঠিক নেই·· শুধু দিনই চলে যাচ্ছে···হাতে পায়ে যে খাটব তার উপায় নেই···

[গঙ্গা নিষ্পলকে ঘেঁটুর দিকে চেয়ে রইল]

কি বলগো তাই না? পুরুষ মানুষ বাঘের বাচ্চা। ঘর সংসার নাঙল গরু নিয়ে ধস্তাধস্তি করব কামড়া কামড়ি করবো, বাঘের মতন লড়াই হবে তাই না? তা না·· শুধু ঘোরো- চোখ বাঁধা বলদের মতন শুধুই ঘোরো, ঘুরেই মলাম, কাজের খবর নেই···[একটু থামে] কারেই বা বলচি···কেই বা শোনচে! হ্যাঁগো· আকাশির দিকি মুখ করে কি ভাবচ গো?

[কথা না বলে গঙ্গা ঘেঁটুর দিকে চেয়ে থাকে]

অমন করে তাকিয়ো না বলচি···আবার? দূর ছাই···

[উঠে বাইরে চলে যেতে চায়। নয়ন প্রবেশ করে। কাঁখে ধামায় চাল]

নয়ন ॥ কিরে কুতায় চললি···

ঘেঁটু ॥ ভাল নাগে না ছাই...

নয়ন ॥ কি ভাল নাগে না···

ঘেঁটু ॥ কাজের সংগে কুন্থু খোঁজ নেই···শুধু শুধু ভ্যারেণ্ডা ভাজা।

নয়ন ॥ তা কাজ হবে তো···একি পাট কাচা না ধান ভানা····যে হুড়পাড় করে দুমদাম পিটিয়ে দেলাম!

ঘেঁটু ॥ তাই কর···আমারে পাট কাচার মতন আছড়ে আছড়ে মার···ফেঁসো কর···তুমাদের হাতেই মরি··· [চলে গেল]

নয়ন ॥ হুঁঃ, বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু থাকলি তো! মরণ এমনিই হবে...মাত্তি হবে না ·· [গঙ্গাকে দেখল। হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে]

হ্যাঁ লা···গা এলিয়ে বসে আচিস কি? [ওপরে উঠে এল]

সন্ধে হয়ে আসচে না? আ আমার পুড়া কপাল···এখনও চুলটোও বাঁধিসনি···কি পেত্নীর মতন দেকাচ্চে···নে কুলোখ্যান বের কর দিনি হাতে হাতে ঝেড়ে তুলি চাল কডা। [গঙ্গা চলে গেল] এত করে বলি বেল কাঠের গুড়িটে পড়ে রয়েচে···হারান ছুতোরের দিলি এক বেলার মদ্দি একটা ঢেঁকির শলা গড়িয়ে দেবেনি···তা দিয়ার নোক আর মেলে না···সেই আমি যাব তবে হবে····আর কত দিন পরের বাড়ীর মুখ চেয়ে থাকব···

[মেঝের তুষ সমেত চালগুলো ঢেলে নাড়তে নাড়তে কণাগুলো বলতে লাগল। গঙ্গা এল। দুজনে ঝাড়তে বসল।]

হাতে হাতে কাজ না কল্লি হয়? একুন থিকে কাজ কর্মগুনু এট্টু এট্টু করে শিখে নে দিনি। পরের ঘরে গেলিতো সবই কত্তি হবেনি। ত্যাখুন তো পারব না বল্লি কেউ ছেড়ে কতা কবে না। শাউড়ী ননদে মিলে ছ্যাড় ছ্যাড় করে শুনিয়ে দেবেনি···বাপ-মারে উঠতি বসতি চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেবেনি···থাক আমি করে নিচ্চি···তুই আয়না চিরুন বের কর দিনি...চুলটো বেঁধে দিই···রাক্ষুসীর দশা হয়েচে···

[গঙ্গা ঘর থেকে আয়না, চিরুনী, ফিতে নিয়ে এল। ধামায় চাল আর কুলোয় তুষ আলাদা করে রেখে সরিয়ে রাখল।] তুষ কড়া ভূষির সঙ্গে মেখে দিলি গরু কড়া খেয়ে বাঁচবেনি। নে বস···[চুল বাঁধতে বসল] নিজির লক্ষ্য নিজি না রাকলি কি কেউ দেকতি আসবে? সাজতি গুজতিও তো ইচ্ছে করে মানষির! না কি? এই বয়েসে আমরা কত কি করিচি···গন্ধ তেল মেখিচি, পাতা কেটে চুল বেঁধিচি···ঘাড়ের নতায় ফুল গুঁজে কাঁচ পোকার টিপ পরে পাড়া বেড়াতি বেরিইচি···একুন সে ধারাই নেই। আগে এক বয়েসের মেয়েরা জুটলি কত কতা হত···কার বিয়ে হল···কারে দেকতি এল···কার বর কেমন ধারা···কালো না ফরসা···এই নিয়ে কত হাসা হাসি···গা ঠেলাঠেলি···একুন যেন সব উঠেই গেল মানষির যেন দশ দশায় ধরেচে···দেখ···ঠিক হল কিনা···আমাদের তো আবার সাবেক কালের ঢং···আজকের সংগে মেলে না···নে আঁচল দিয়ে মুখটো মুছে ফেল দিকি ভাল কবে···তেল চুক চুক করচে ·আমি হেসেলে যাই···তুই পিদুমটা দেখা···[চালের ধামাটা নিয়ে চলে গেল। আয়নায় বার বার মুখ দেখল গঙ্গা। কাপড়টা ঠিক করল। আয়নায় মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ঘরে গেল। প্রদীপ জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নামছে এমন সময় জীবন ঢুকল। কোন বাড়ীতে এমন সময় শাঁখ বেজে উঠল। দু'জন দু'জনকে দেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল]

জীবন ॥ কত্তা আছেন নাকি বাড়ী?

[গঙ্গা স্থির চোখে চেয়ে আছে]

আইছিলাম এট্টা কামে···নাই বুঝি? তয় যেদি ·কইয়া ছান জীবইন্যা হালদার আইছিল ক্যাম্প থিইক্যা···বড় ভাল হয়···

[কথা শেষ করে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইল। গঙ্গা চোখ নামাল। একটু নিস্তব্ধতা] আমি যাই ·[একটু গিয়ে ফিরে এল ধীরে ধীরে]

কিছু মনে করেন নাই তো সেই দিন? কি কইতে কি সব কইয়া

ফেলাইয়া ছিলাম, মাথার কোন ঠিক ঠিকানা আছিল না। অখন আমারই লজ্জা অইত্যাছে সেই সব৺কতা ভাইবা। আচ্ছা—আমি—আমি না হয় আরও একবের আইবনে···

[তবুও যেতে পারল না জীবন। গঙ্গার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। গঙ্গার মুখটা প্রদীপের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ঘেঁটু প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল]

ঘেঁটু ॥ তা সারাটা দিয়েই ফেল চরণে—

[দু'জনেই চমকে উঠল। গঙ্গা কেঁপে উঠল। চোখ দু'টো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। জীবন লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি যেতে যেতে]

জীবন ॥ যাই—

ঘেঁটু ॥ যাবা ক্যানে থাক।

[ঘেঁটুর সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে চোখে চোখ রেখে দাঁড়াল জীবন। ঘেঁটু কাচুমাচু হয়ে উঠল। ঘেঁটুর দিকে তাকাতে তাকাতে ভয় লেশ-হীনভাবে জীবন ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। সবাই নিষ্পন্দ]

মামীরে বলচি—

[ভিতরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। গঙ্গা প্রদীপ হাতে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইল]

নেপথ্যে বিশেশ্বর ॥ তা আমার কাচে ক্যানে? আমার কাচে ক্যানে?

নেপথ্যে জীবন ॥ আপনি হলেন গিয়া একজন মাতব্বর লোক।

[তর্ক করতে করতে দু'জনে প্রবেশ করল]

বিশে ॥ না,-মাতব্বর না—

জীবন ॥ দশ জনে মান্য করে -

বিশে ॥ আমি কি খাল কাটানোর মালেক? খাল তুমরা কাটবা কি না কাটবা সে তুমাদের ইচ্ছে, আমরা তার কি করব!

জীবন ॥ আমি কইতে আইছিলাম যে আপনাগো গ্যারামের মানুষ আমাগো

পথে ঘাটে শাসাইত্যাছে....খাল কাইটলে নাকি আমাগো দেইখ্যা নিব। তা আমরা কি করুম? আমরা রিফুজী মানুষ। গভর্ণমেণ্ট আমাগো দিয়া খাল কাটাইলে, কাইটতে বাধ্য। না কাইটলে ডোল বন্দ কইরা দিব। আমরা তো পড়ছি গিয়া মহা ফাঁপরে। আউগাইলেও বাঘে খাইব, পিছাইলেও সাপে খাইব। আমাগো অইছে মরণ।

বিশে ॥ কারা কচ্চে কারা,- খাল কাটতি দেবে না।

জীবন ॥ গ্যারামের নোক—

বিশে ॥ কুন লোক। গিরামে তো হাজার গুণ্ডা মানুষ আচে।

জীবন ॥ নাম ধাম তো জানি নাই—

বিশে ॥ তা যাও, বাবুর কাচে যাও। বল গিয়ে কারা খাল কাটতি ব্যাগড়া দেচ্চে। দেবেনি পেছনে হুলো দিয়ে...

জীবন ॥ তা যা ভাল হয়, আপনেরা গিয়া কন। আমাদের কতায় কাজ অইব ক্যান। আমরা যে মদ্দিখ্যান থিইক্যা হ্যাশের নোকের শত্তুর হইয়া গেলাম।

বিশে ॥ তা তুমরা শত্তুর না কি কুটুম্ব নাকি? ভাল মানষিতে দেকাতি এয়োচো? জমি দখল করে বসে আচো, গাছ পালা করে যে দু'টো পয়সা কামাব সে গুড়ে তো বালি.. আবার বাড়ী বেয়ে আদিখ্যেতা দেকাতি এয়োচো যাও— [চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে]

সেই পাগলডার ছেলে না তুমি?

জীবন ॥ হ্যাঁ, ধম্ম ছেলে—

বিশে ॥ খবরদার আসবানা বলচি এ বাড়ী যাও—

[দ্রুত ভিতরে চলে গেল]

গঙ্গা ॥ [সহসা প্রদীপটাকে নিভিয়ে, দাওয়ায় রেখে দিয়ে, জীবনের সামনে এসে দাঁড়াল]

জীবন ॥ পিদ্দিম আঁধার করলা—

গঙ্গা ॥ [জীবনের হাত ধরল] ক্যানে দেখতি পাচ্চ না—আঁধারে…

জীবন ॥ পাচ্চি—

গঙ্গা ॥ আঁধারই ভালো। দেখনা আঁধারে জোনাকী জ্বলে --তারা ফোটে, এস—

জীবন ॥ কমনে ?

গঙ্গা ॥ দেরী করনা—এস—

জীবন ॥ কমনে ?

গঙ্গা ॥ আঁধারে— [জোর করে টেনে নিয়ে গেল]

নেপথ্যে বিশ্বেশ্বরেবর কণ্ঠ ॥ আলোডা জ্বালাতি কি হয়রে গঙ্গা। অন্ধকারে মানুষ কি করে, কি করে শুনি। লম্ফডা জ্বাল—[বেরিয়ে এল] কইরে কমনে গেলি—দেখ দিনি —এই সন্দে রাতি বেরুল—আচ্ছা দজ্জাল মেয়ে হল ত ! কিডা পারবে উর সংগে ? ওগো শুনতি পাচ্চ ?

নেপথ্যে নয়ন ॥ পাচ্চিনে আবার কি ! কালা হইচি নাকি ?

বিশে ॥ লম্ফডা জ্বালবা তো নাকি ? অন্ধকাবে মরব।

নয়ন ॥ নিজি জ্বেলে নিতি পাচ্চ না ? হাত পা নেই ?

বিশে ॥ তুমরা আছ কি জন্যি ! নিজি নো'।

নয়ন ॥ কাজ নেই ? তুমাদের পেছনে নগি দিতি দিতি সারা বেলা যাবে নাকি ? [লম্ফ হাতে ঢুকল। বিশ্বেশ্বর হুঁকো পাড়ল]

গঙ্গা গেল কমনে—

বিশে ॥ [হুঁকো সাজতে লাগল] বলে যায় নাকি কুনুদিন ?

নয়ন ॥ তা এই রকম চলবে না মেয়ের বিয়ি দিতি হবে। মেয়ের যে এদিকি হাত পা গজিয়েচে-- সেদিকি চোক আচে ? বিয়ের তো আর নাম গন্ধ কর না। কুন দিন যে পগার পার হবে—মুকি চুন কালি পড়বে—যে—

বশে ॥ না। কর তুমি ! বিয়ে তুমি দিয়ে দিবা কিনা !

নয়ন ॥ দোব না তো কি। বেলেল্লাপনা কত্তি দোব, এজ্জৎ খুয়াতি ? পাত্তর ঘরে আচে, দিন ক্ষণ দেখে যে দিন ভাল দেখব সেই দিনই বিয়ে দোব—

[বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।]

কি কতা বেরোচ্চে না ক্যানে ইর বেলায় ? বাক্যি কি হ'রে গেল ?

[বিশ্বেশ্বর সহসা প্রস্থানোদ্যত] চললে যে বড—

বিশে ॥ বিয়ে যেখেনে হবার, সেখেনে হবে। তুমার দেকতি হবে না—

নয়ন ॥ হয় কি না হয় আমি দেকচি। ঘেঁটুর সংগে বিয়ে হবে। আমি বলচি—

বিশে ॥ না—

নয়ন ॥ তুমার কতায়—

বিশে ॥ ফের যদি ঘেটুর সংগে বিয়েব কতা বলবা ঘেটু সমেত তোমায় বাড়ী থিকে দূর করে দোব।

নয়ন ॥ এত বড কতা ! কে কার ঘর খিকে বের করে দেয় দেখব একবার ? ঘেঁটুর সংগেই হবে বিয়ে। আমি যদি নন্দ কৈবত্তরের মেয়ে হই তেবে আমি একদিক, আর আমার কতা এক দিক,—তা হবে না—

[চলে যাচ্ছে এমন সময় ঘেটু প্রবেশ করে মাসার পায়ে হাত রাখল। ঘেটু জামা পরেছে। হাতে একটা পুঁটুলি]

ঘেঁটু !

ঘেঁটু ॥ আমি যাই মাসি।

নয়ন ॥ —কুথায় যাবি।

ঘেঁটু ॥ আমি সব শুনিচি। সব দেকিচি। বাড়ী যাব মাসী ! কদ্দিন ঘর ছাড়া ! কি জানি কি করবে মা, রুগা বাপটারে নিয়ে। যাই দেখিগে কি করে চলচে। কষ্ট মাথায় করে এইচি ··কষ্ট মাথায় নিয়ে যাব। হাতে পায়ে যে খাটব···তার জমি নেই। ভাগে যে চাষ করব, তা জমি

দিবার কেউ নেই। জন মুনিষ যে খাটব, খাটাবার নোক নেই। সব দিক দিয়ে এমন মরণ যে, মরণ ছাড়া আর কিছু নেই—দেখি মত্তি মত্তিউ বাঁচাও…

[দূর থেকে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে চলে গেল। নয়ন, বিশ্বেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নয়ন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে দ্রুত চলে গেল। অন্ধকার উঠোনে নিকুঞ্জকে দেখা গেল। বিশ্বেশ্বর চমকে উঠে সিঁড়ির কাছে চলে এল]

বিশ্বেশ্বর ॥ কে ?—ওখেনে—

নিকুঞ্জ ॥ ছ্যাও। ফিরাইয়া ছ্যাও! আমার টগররে ফিরাইয়া দিবা না! কতকাল পরে পাইছি তারে। এই ন্যাও ট্যাকা! শোধ।

[বিশ্বেশ্বর সন্তর্পণে নিকুঞ্জর সামনে এসে দাঁড়ায়]

ছ্যাও…ছ্যাও… আমার টগররে ছ্যাও…[যেন টগরকে পেয়েছে সেই আনন্দে] আঃ কতদিন পরে ফিরাইয়া পাইলাম তারে। চল মা…. চল আর আমি তোরে বেচুম না…কক্ষণো বেচুম না… কক্ষণো না…

[চলে গেল। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল বিশ্বেশ্বর। তারপর বিড় বিড় করে বলতে লাগল]

বিশে ॥ দোব…দোব….ফিরিয়ে দোব… আবার থেমে] ফিরিয়ে দোব… [সহসা কি মনে করে] নাঃ…নাঃ কক্ষণো না…কক্ষণো না…আমি তা পারব না…আমি তা পারব না। [সহসা উন্মত্তের মতন হেসে উঠল] হাঃ… হাঃ…হাঃ…হাঃ…পাগল…পাগল…হাঃ… হাঃ…হাঃ…[ঘরের দিকে যেতে লাগল।]

[পর্দা নামতে লাগল]

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

[যতীনের বাড়ী। অন্ধকার রাত। জীবনকে নিয়ে গঙ্গা প্রবেশ করল]

জীবন ॥ এই মাষ্টারদার বাড়ী! অন্ধকার…ক্যাউ নাই দেখি…

গঙ্গা ॥ এ সুমায় তো কুথাও যায় না মাষ্টারদা

জীবন ॥ আর ক্যাউ নাই বুঝি সুংসারে…

গঙ্গা ॥ না…

জীবন ॥ একলা!

গঙ্গা ॥ একলা!

জীবন ॥ একলা মাইনষের বড় কষ্ট। জান, মনে হয় য্যান ক্যাউ নাই…বুঝি কিছু নাই সুংসারে! সব শূন্য…খালি আমারও ঠিক এমনি মনে হয়…

গঙ্গা ॥ তোমার কেউ নেই!

জীবন ॥ না…ক্যাউ নাই…কে য্যান পৃথিবীটারে আমার কাছ থিইকা কাইড়া রাখছে…

গঙ্গা ॥ একলা!

জীবন ॥ একলা! একলা রাইতের আন্ধারে আমিই শুধু একা একা পথ হাইটা চলছি · আর ক্যাউ নাই…মনে হয় শুধু…কে য্যান আসব—এই আন্ধার পথে তারে চিইনা লইতে অইব…তাই বুকের পিদ্দিমখ্যান জ্বালাইয়া একলাই পথ চলছি…[নীরবতা] আইচ্ছা ··মাষ্টারদা অনেক লেখাপড়া শিখছে…খুব বিদ্বান না?

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ…

জীবন ॥ খুব সাহস !

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, কাউরি ভয় করে না···

জীবন ॥ আমরা যে লেখাপড়া শিইখতে পারি নাই ! তাই জ্ঞান নাই··· কোন সাহস নাই ! জান—তোমার মুখে মাষ্টারদার কথা শুইন্যা শুইন্যা আমার ক্যাবলই মনে হইতেছে···য্যান এই রকম একটা মাইনষের লাইগা কতকাল ধইরা আমি পথ হাইটা চলছি···যে, আমারে আন্ধারে পথ দেখাইব, আলো ধইরা কইব, আস···এই পথে আস— ঠিক তোমার মতন···

গঙ্গা ॥ আমার মতন !

জীবন ॥ হ্যাঁ, য্যামন কইরা তুমি আইজ আমারে এইখানে লইয়া আসলা ! ঠিক তোমার মতন। আইচ্ছা একটা কথা তোমারে জিগামু...

গঙ্গা ॥ কি।

জীবন ॥ না থাক ! কি কইলতে হয়ত কি কইলা ফ্যালামু···আবার হয়ত একটা গোলমাল অইয়া যাইব।

গঙ্গা ॥ কি ?

জীবন ॥ আইচ্ছা...তোমাগো সবাইর লগে আমাগো শত্তুরতা···তোমার লগেও···সেই তুমিই আজ কি মনে কইরা ·আমারে হাত ধইরা এইখানে লইয়া আসলা···কিছুতে বুইঝতে পারত্যাছি না···

[গঙ্গা ধীরে ধীরে অন্ধকারে দূরে সরে গেল]

কি কথা কও না যে ! আমারে লইয়া এ তোমার কি খেলা ! [নীরবতা] জান যখন তুমি আমারে ডাক দিলা... [অন্যদিকে অন্ধকারে সরে গেল] আমি না আইস পারলাম না ! মনে অইল···য্যান ই পুর্ণিমার আকাশ থিইকা নদীর ডাক দিত্যাছে ? আমি য্যান পুর্ণিমার কোটাল ! [থামল] কি কথা কওনা যে, কিছু কও। জান এই আন্ধারে আমার কি মনে আইত্যাছে ? এই যে আন্ধার রাইত ··কালি ঢাইলা

দিছে চারদিক চোখে কিছু দেখি না · মনে হয় য্যান···তোমার সাথে এই আন্ধার সাগরে কোথায় ভাইসা চলছি ··কূল নাই·· পার নাই... শুধু জলের শব্দ শুনি...তোমার মুখ দেখিনা, য্যান কোন সর্বনাশের ডাক দিয়া আমারে অকূলে ভাসাইলা, তুমি, ক্যান ডাকলা

[স্তব্ধতা। একটু পরে জীবন গঙ্গার কাছে সরে এল]

কথা কওনা ক্যান? কথা কও···কে তুমি···

[গঙ্গা দুটি হাত মুঠো করে থুতানির নীচে চেপে ধরে চোখ বুঁজে রইল। জীবন আরও কাছে এল]

কও···কে তুমি··

[গঙ্গার কাঁধে হাত রাখতে গেল। পারল না। হাতটা কাঁপতে লাগল। যতীন এল]

যতীন ॥ কে?

গঙ্গা ॥ কে?

[গঙ্গা ও জীবন দুজনেই চমকিত হয়। যতীন কাছে এগিয়ে এল]

যতীন ॥ কে রে? [কাছে এসে] গঙ্গা। কি রে। এমন করে দাঁড়িয়ে··· কি·· কথা বলচিস নে যে·· কি হয়েচে।

[যতীন গঙ্গার আরও কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল। গঙ্গা কেঁপে উঠে যতীনের বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ল। যতীন একহাতে গঙ্গাকে বেষ্টন করে আর একহাতে গঙ্গার মুখে ও চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগল। সব নীরব]

আমি জানতাম...আমি জানতাম এ একদিন হবেই···ভিতরের দিক থেকে মানুষ যখন বড় কিছুর দেখা পায় তখন তার বাইরের সকল ছুটোছুটি আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়...তুমি কে ভাই?

জীবন ॥ আমি ক্যাম্পের। ওই আমারে এইখানে লইয়া আসল···কইল আপনের কাছে আইসলে মুক্তি পাইব।

যতীন ॥ আমার কাছে? ওর যত কাণ্ড...[গঙ্গাকে] চল গঙ্গা...আলোটা জালবি...তুমি একটু দাঁড়াও ভাই...[গঙ্গার হাত ধরে যতীন দাওয়ায় উঠে গেল] বড় অন্ধকার! বুঝলিরে...[দরজার তালা খুলতে খুলতে] এমনি করে অন্ধকারের দরজা খুলে বারবার আলো জালতে হবে...বুঝলি...

[দুজন ভিতরে গেল]

জীবন ॥ অন্ধকারের দরজা খুইলা আলো জ্বাইলতে অইব...অন্ধকারের দরজা খুইল্যা...

[যতীন একটা মাদুর নিয়ে বাইরে এল। পাতল]

যতীন ॥ এসো ভাই—[জীবন ও যতীন বসল] হ্যাঁ, এইবার বলত... কি ব্যাপার...

[গঙ্গা একটা আলো হাতে বেরিয়ে এল। দুজনের মাঝখানে আলোটা রাখল। একটু দূরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল]

জীবন ॥ এই খাল কাটা লইয়া বড় গোল বাধছে আমাগো মইদ্দে...ক্যাউ কইত্যাছে গ্যারামের মাইনষের সর্বনাশ কইরা আমরা খাল কাটুম না... আবার ক্যাউ ক্যাউ কইত্যাছে...খাল কাইটলে যদি আমাগো পুনর্বাসন হয় তাইলে ক্যান কাটুম না। এই অইত্যাছে বিপদ। অখন আওগাইলেও সাপে খাইব...পিছাইলেও বাঘে খাইব। খাল কাইটলে গ্যারামের মাইনষের সর্বনাশ, না কাইটলে রিফুজিগো সর্বনাশ...উপায় কি...যুক্তি দ্যান।

যতীন ॥ তোমার নাম কি ভাই—

জীবন ॥ জীবইন্যা...জীবইন্যা হালদার...

যতীন ॥ জীবন! বাঃ...বেশ নাম তো! জান—আমাদের জীবনটা নদীর মতন। যাকগে...কি কর এখন...

জীবন॥ কি করুম! ক্যাম্পে থাকি। সরকারী ডোলের উপর বাইচা আছি…। কাজ কাম তো নাইকো আমাগো। দিবই বা ক্যাডা। তাছাড়া লেখা পড়াতো শিখি নাই কিছু…ছাশে থাইকতে পড়ছিলাম সামান্য কয় কিলাস · পাশ দিই নাই…সেই সময় মা মরল…বাপও চইলা গেল সব ওলট পালট অইয়া গেল। তারপর তো এইখানে চইলা আসলাম…

যতীন॥ তা কি ভাবছ…

জীবন॥ কি আর ভাবুম…ভাইবা তো কোন কিছুর কুল কিনারা কইরতে পারুম না…

যতীন॥ তবু কি ইচ্ছে—

জীবন॥ ইচ্ছা! ইচ্ছা বইলা কি আর কিছু বাইচা• আছে আমাগো মইদ্দে? যখনই ছাশ ছাড়ছি….ইচ্ছার ঢেউগুলানরে পদ্দার বুকে খুন কইরা রাইখা আসছি। [থামল] মাষ্টারদা অখন শুধু মরুভূমির মতন খা খা করত্যাছি।

[কিছুক্ষণ নীরবতা]

যতীন॥ শুধু তুমি নও ভাই! তুমি, আমি সবাই, সবাই। দেশের সমস্ত মানুষ আজ একটা হাহাকারের মধ্যে ছটফট করছে…কিসের হাহাকার জান? কাজ…কাজ না পাওয়ার হাহাকার…শুধু কাজ! মানুষের দুটো শক্ত হাত…শুধু কাজ চেয়েছে…খাটতে চেয়েছে—আর তার বদলে চেয়েছে শুধু দুমুঠো ভাত…একটু শান্তি·· আর কিছু নয়…জান…তাও পেলেনা মানুষ…কিন্তু• তাই বলেতো সারা জীবনটাকে হা হুতাশে মরুভূমি করে তুলতে পারবো না মরুভূমির বুকের ওপর—সোনার ধানের ঢেউ খেলাতে হবে, তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে—পারবে না?

জীবন॥ সোনার ধানের ঢেউ · [জীবনের চোখ দুটিতে স্বপ্ন জাগল]

যতীন॥ হাঁ সোনার ধানের ঢেউ…[নীরবতা]

জীবন॥ সোনার ধানের ঢেউ…?

যতীন॥ হ্যাঁ…কি ভাবছ…

জীবন॥ না…কিছু না…

যতীন॥ চুপ করে গেলে যে…

জীবন॥ না…ভাবত্যাছিলাম আপনের কথাগুলানরে ভাবত্যাছিলাম—আপনের কথাগুলান পদ্মার ঢেউয়ের মতন বুকের মইদ্দে কেবলই আছাড় খাইয়া খাইয়া পড়ত্যাছে…বুকের পাড়গুলানরে য্যান ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা ফেলাইত্যাছে…কি যে কষ্ট আমার….মাষ্টারদা পারতাম যদি কইতে কাউরে, বুকটো একটু পাতলা অইত…কিন্তু…কি জানেন মাষ্টারদা …এই দুই হাতে মাঠে নাঙ্গল ধরছি…এই দুই হাতে ধানের চারা পুতছি…ক্ষ্যাতি নিড়াইছি …সেই ধান পাকছে…সেই একবুক পাকা ধানের মইদ্দে খাড়াইয়া দুই হাতে ধানের গায় ঢেউ দিচ্ছি…সেই ঢেউ সমুদ্দ্র হইয়া আকাশ ছুঁইছে …আকাশ য্যান সোনা হইয়া গেছে… এই দ্যাখেন কি কইতে কি সব কইয়া ফ্যালাইত্যাছি…এই সব কথায় পাইলে…মাথার ঠিক থাকে না আমার…থাউকগা…এই সব অইল পুরাণ দিনের কথা…কি অইব ভাইবা…কি দাম আছে তার…কিছুই নাই… ভুইলাই যামু ভাবি,…কিন্তু পারি না, ভুলি কি কইরা। চোখ দুইটা যে ভুইলতে চায় না…মন মানে ন'…কিন্তু ভুইলতেই অইব…নইলে বাঁচুম না…

যতীন॥ ভুলবে কেন ভাই! ভুলতে চাইলে কি সব ভোলা যায়? ভোলাটা কি এতই সহজ? পুরানো দিনের ঋণকে শোধ না দিয়ে পালাবে কোথায়?

জীবন॥ পলাইতেই অইব…নইলে বাচুম না—

যতীন॥ ফাঁকি দিয়ে…

জীবন॥ কিন্তু কি দিয়া শুধুম ঋণ! কি আছে আমার?

যতীন॥ দেহ আছে, শরীর আছে, তাই দিয়ে। চাষী তুমি….চাষেই তোমার আশা…চাষেই তোমার জীবন…মাটিই তোমার ভরসা…সুখ…

জীবন ॥ কৈ পামু মাটি! ক্যা দিব? কোথায় মাটি! আইজও মাথা রাখনের এক ছটাক মাটি পাইলাম না, চাষের জমি কই পামু? জমি দিব বইল্যা, আবাদ করুম বইল্যা এইখানে লইয়া আসছে···কিন্তু কৈ জমি? জমি তো দেখি দশ বাঁও জলের তলে···কবে খাল কাটা অইব···জমি উচিত অইব, চাষ আবাদ অইব···ফসল ওঠব...সে তো আকাশ কুসুম···ম্যাঘের অট্টালিকা···

যতীন ॥ সেই আকাশ কুসুমকে মাটির কুসুম করতে হবে, সেই স্বপ্নই তো তোমার আমার। সেই স্বপ্নকেই তো বুনতে হবে এই মাটিতে তোমাকে আমাকে·· তার জন্যে যত আগাছা জন্মেছে এই মাটিতে লাঙলের ফলায় তা উপড়ে ফেলবার দিন এসেছে জান? তুমি শুনলে অবাক হবে জীবন যে এই দেশে যত জমি আছে আর আবাদ করলে এত ফসল ফলতে পারে যে তা দিয়ে সারা দেশের মানুষকে খাইয়েও প্রত্যেকের গোলায় লক্ষ্মী বারোমাস বাঁধা থাকতে পারে! আর জান·· সেই সমস্ত জমি কোথায়? তোমার ঘরে নেই, আমার ঘরে নেই···যারা দুহাতে জমি চষে তাদের ঘরে নেই···আছে তাদের হাতে যারা কোনদিন নিজের হাতে জমি চাষ করে না, চষবে না কোন কালে, সেই জোতদার মহাজনদের হাতের মুঠোয় ···আর তোমার ঘরে ভাত নেই···তোমার গোলায় ধান নেই···তুমি মরছ মাটির শোকে···আশ্চর্য্য!

জীবন ॥ কিন্তু কি করুম · কি করুম আমরা···ক্যামনে পামু জমি?

যতীন ॥ কেড়ে নিতে হবে···ছিনিয়ে নিতে হবে···

জীবন ॥ কাইড়া লইতে অইব···

যতীন ॥ গায়ের জোরে নেওয়া ছাড়া কখনও কি শুনেছ যে কেউ কখনো কারুর হাতে কিছু তুলে দিয়েছে? কক্ষণো না। ক্যাম্পে, ক্যাম্পে ঘুরলে তো ক'বছর···কি পেয়েছ? পেয়েছ জমি? পেয়েছ ঘর?

জীবন ॥ না—

যতীন ॥ তাহলে ?

জীবন ॥ কিছুই পাই নাই। তাঁবুর তলে তলে থাইকা মাটির আশায় আশায় শেষ অইয়া গেল কত জীবন। শ্যাষ অইলাম আমরা। কি করুম…আপনে কন…কইয়া গ্যান…কি করুম আমরা…

যতীন ॥ লড়তে হবে, জোর করে কেড়ে নিতে হবে…

জীবন ॥ এমন কথাতো ক্যাউ কখনো কয় নাই আমাগো। এতকাল তো কপালের লিখন বইলাই তো মাইনা আসছি…

যতীন ॥ না পেয়ে পেয়ে, পাওয়ার সত্যটাই যে মিথ্যে হয়ে গেছে, না পাওয়াটাই যে সত্য হয়ে উঠেছে।

[সহসা সুধন্য, পঞ্চা মুন্দিরে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করল]

সুধন্য ॥ দেখ—আমি বুঝি বাবা সাফ কথা। বিচুলী কাটা বটি আমি। একমুখো কাটি, দুমুখো ধার আমার সেই আরসিতি মুখ দেখা। যেমনি মুখ তেমনি ছায়া। আমার সব্বনাশ করেছো আমি তোমার সব্বনাশ করব। আমার ঘর ভেঙেচো তুমি তোমার ঘর আমি ভাঙ্গবো। বন্ধু হলি বন্ধু। শত্তুর হলি যমের মতন ! খুজা কতা…

[সবাই এদিক ওদিক বারান্দায় বসল]

বল কি করবা—ছেড়ে দিবা এমনি এমনি না রুখবা ?

মুন্দিরে ॥ আমি কি বলব—পঞ্চাদা বলুক।

সুধন্য ॥ কি বলবা মানে ? এখনও ভাববা ? খালে বাড়ী যাচ্ছে, জমি যাচ্ছে তারপরেও ভাবনা ? তারপর যিদিন ঘরের বৌরি টেনে নিয়ে যাবে ত্যাখুনুও বোধ হয় ভাববা ? বলিহারি যাই তুমাদের ভাবনা দেখে। থুঃ…থুঃ—

যতীন॥ সুধন্য, এতক্ষণ এই কথাই হচ্ছিল। এই ছেলেটি এসেছে ক্যাম্প থেকে। একে চেনো?

পঞ্চা॥ চেনবো না আবার…খুব চিনি!

যতীন॥ এদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন গাঁয়ের মানুষের ক্ষতি করে খাল তারা কাটবেন না।

পঞ্চা॥ আহা—মধুর বচন—

যতীন॥ আবার কেউ কেউ বলছেন খাল না কাটলে তারা পুনর্বাসন পাবেন না—

পঞ্চা॥ ওমা, আমার কি হবে গো…

যতীন॥ এখন ভেবে দেখ এই ভাবে ভিটে বাড়ী, আবাদী জমির ওপর দিয়ে খাল যেতে দেবে কি না! আমার কথা হচ্ছে খাল কাটতে দিতে হবে। তা না হলে হাজার হাজার বিঘের চাষের জমি যা এতকাল ধরে জলে ডুবে আছে, জল নিকেশের পথ নেই তা থেকে জমিকে বাঁচাতেই হবে—এ দাবী আমাদের বহু দিনের দাবী। কিন্তু তাই করতে গিয়ে দেখতে হবে যেন ভাগ চাষীর জমি না যায়, গরীব চাষীর জমি না যায়, মুনিষ খাটা মানুষগুলো যেন কাজের অভাবে না মরে। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে সেই উঠিত জমি কে পাবে? আমাদের কথা হচ্ছে যারা জনমুনিষ খেটে খায়…চাষের জমি নেই…গরীব চাষী আর উদ্বাস্তু চাষীদের মধ্যে সেই জমি বিলি করতে হবে…তোমরা কি বল?

সুধন্য॥ আমাদের কথা যদি না শোনে।

যতীন॥ কাটতে দোব না খাল…

মুন্সিরে॥ রিফুজীরা যেদি কাটে…

জীবন॥ সবাই না…

মুন্সিরে॥ কেউ কেউ তো কাটবে বলেচে ··

জীবন॥ বুঝাইতে অইব…

পঞ্চা ॥ হুঁ। বুঝে তো উল্টে যাবেনি…স্বার্থপরের জাত—

যতীন ॥ বোঝাতে তো হবে পঞ্চাদা—

পঞ্চা ॥ থাম—থাম—বিশ্বেস আছে হারামজাদাদের—

জীবন ॥ গা'ল দিবেন না কইত্যাছি !

পঞ্চা ॥ হুঁ, সমুন্দির শালারা পতি পেট ভত্তি খেত দিবানি—

যতীন ॥ আঃ পঞ্চদা—

জীবন ॥ কি করছে কি রিফুজীরা—

পঞ্চা ॥ জান না কি করচে ? ন্যাকা চৈতন ! জিজ্ঞেস কচ্চ ? কার বাপের জমির ওপর এসে বসে আচ ? তুমাদের বাপকেলে জমি—ফলফুলুরীশুদ্দু চুরিচামারী করে পয়মাল করে দেচ্চ জাননা কি করছ ? আমায় জিজ্ঞেস কচ্চ ? ন্যাকা চৈতন !

যতীন ॥ পঞ্চাদা তুমি থাম—

জীবন ॥ আমরা দখল করছি না গভর্ণমেণ্ট আইন্যা বসাইছে—

পঞ্চা ॥ নাড়ু গোপাল ! কিছু বোঝ না—ভাজা মাছটি উল্টে খেতি জান না ?

যতীন ॥ পঞ্চাদা ?

জীবন ॥ তয় আমাগো দোষটা কি অইল—

পঞ্চা ॥ বোঝবা কি করে স্মুন্দি ! তুমার ভিটের ওপর তো আর কেউ ক্যাম্প ফেলেনি। ফেলেচে যে আমার চা'া বাগানডার মদ্দি ! পাতাশুদ্দুশুদ্দ ছিড়ে ছিড়ে খায়। হা হাড়হাবাতে বজ্জাত, শালার বিটা শালারা—

জীবন ॥ মুখ সামলাইয়া কথা কইব্যান কইত্যাছি !

পঞ্চা ॥ তোর চোদ্দ পুরুষ্যির ভয়ে ?

যতীন ॥ আঃ পঞ্চাদা, থামবে ?

জীবন ॥ ঝগড়া অইত্যাছে আপনের সাথে। ইর মদ্দি বাপ ঠাকুদ্দারে টাইনা আনেন ক্যান ?

পঞ্চা ॥ তোদের গুষ্টির ছিরাদ্দ করি—বাপ ঠাকুদ্দার নিকুচি করি—

যতীন ॥ আঃ, কি হচ্ছে কি পঞ্চাদা? দোষ করল একজন আর ঝগড়া করে মরছ নিজেদের মধ্যে—

পঞ্চা ॥ আঃ কি আমার চোদ্দ পুরুষির কেঠো—করবে না ঝগড়া—দুধ খেতে দেবানি—করেনি দোষ রিফুজীরা—?

যতীন ॥ না—

মুন্সিরে ॥ ধোয়া তুলসী পাতা

পঞ্চা ॥ নিত্যিযী সতী!

যতীন ॥ না দোষ করেনি। সত্যি সত্যিই যে দোষ করল,' যে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিল, তার গায় তোমরা কেউ হাত দিলে না, তাকে তোমরা ধরতেই পারলে না

পঞ্চা ॥ বাইরির থিকে নোক এয়েচে ঝগড়া করতি। নোকের তো আর খেয়ে দেয়ে ঘুম নেই!

যতীন ॥ হাঁ তাই। ঘুম নেই। যারা ঝগড়া বাধায় তাদের চোখে ঘুম থাকতে নেই। ঝগড়া না বাধাতে পারলে তাদের স্বার্থ থাকে না। তা বোঝ? এরা এমন কাজ করল যাতে না ভাল হল গ্রামের চাষীর না ভাল হল উদ্বাস্তু চাষীর, মাঝখান থেকে দুই চাষী ঝগড়া করে মল আর গভর্ণমেণ্ট রইল আড়ালে—মজা লুটল গণেশ নস্করের দল। তাদের জমিও গেল না আবাদও বাঁচল। আর এই উদ্বাস্তুদের না আছে জমি, না আছে ভাত, না আছে কাজ, আমাদেরও যদিও বা একটু মাথা গোঁজবার জায়গা থাকে ওদের তাও নেই। ওরা কি আমাদের শত্রু হতে পারে? ওরাই আমাদের সত্যিকারের বন্ধু; গরীবেরা সব এক, কেউ আলাদা নয়।

নবম দৃশ্য

[যতীনের বাড়ী॥ দাওয়ার ,একপাশে যতীন, অন্যদিকে সুধন্য, মুন্দিরে, দাওয়ায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে বসে পঞ্চা॥ সকাল বেলা॥ পরদিন॥]

যতীন॥ পঞ্চাদা…[পঞ্চা এতক্ষণ দূরের দিকে চেয়ে ছিল] পঞ্চাদা…[এবার যতীনের মুখের দিকে চাইল] পঞ্চাদা যখন মানুষের বিপদ অনেক দূরে থাকে…তখন •মানুষ বিপদকে বিষম ভয় করে…কেন জান? বিপদটা তখনও অজানা…তার দুঃখটাও তখনো অচেনা…সেই অচেনাকে মানুষ বেশী ভয় করে, কেননা তাকে জানে না বলে। যেই মুহূর্তেই সেটা জানা হয়ে গেল….তখনই মনে হল…এই শুধু? আর কিছু নয়?…তখনই মানুষ তাকে অতিক্রম করে চলে যায়…দুঃখটা ছোট হয়ে যায়…মানুষ মৃত্যুঞ্জয়, তেমনি আজ তোমার…ঘর পুড়ে গিয়ে তোমার দুঃখের ভয়টাকেই সে শুধু পুড়িয়ে দিয়ে গেল….তুমি দুঃখের উপরে উঠে এলে… তুমিই বড় হয়ে গেলে…[থামল] তাই না? [থামল] কি…'কথা বল…. চেয়ে রইলে যে? তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি…সব হারাণোর যে ব্যথা…সে ব্যথা সাংঘাতিক…[উঠে পঞ্চার পাশে এসে দাঁড়াল] তার চেয়েও সাংঘাতিক হবে একটা কথা…যদি সেই ব্যথার চেয়ে তুমি বড় না হও…ব্যথার কাছে হেরে যাও…। তাই না? কি বল… [গায়ে হাত রাখল। পঞ্চা আড়ষ্টের মত, শবের মতন চেয়ে আছে যতীনের দিকে। যতীন ঝাঁকানি দিল পঞ্চাকে] পঞ্চাদা…[পঞ্চা

আড়ষ্ট] পঞ্চাদা…[এবার পঞ্চাদা হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। যতীন পঞ্চাকে জড়িয়ে ধরে। পঞ্চা কাঁদতে থাকে]

পঞ্চা ॥ মাস্টার…আমি আর পারছিনে গো‥ আমি আর পারছি নে…

যতীন ॥ পঞ্চাদা…

পঞ্চা ॥ আমার কি হবে…কুতায় দাঁড়াবো ‥

যতীন ॥ আমরা তো রইচি…

পঞ্চা ॥ আমার যে সব গেল…সর্বস্ব…গেল…

সুধন্য ॥ [সহসা চীৎকার করে উঠল] থাম...থাম…সহ্য হয় না প্যান-প্যানানি…[পঞ্চা থমকে সুধন্যর দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাইল। যতীনও নির্বাক] কি এমন রাজঐশ্বয্যি গিয়েচে—হা হুতাশ করে মরে গেল।…গা জ্বলে যায় কতা শুনলি…

মুন্দিরে ॥ তুমি তো তাই বলবা…যার যায় সেই বোঝে তুমি তার কি বোঝবা ? তুমার আচে কি যে বোঝবা ?

সুধন্য ॥ তোদের চেয়ে ঢের বেশী ছিল…

মুন্দিরে ॥ য্যাবে ছিল ত্যাবে ছিল…কেবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েলাম…সেই হাতের গন্ধ এখনও…আচে। মরণ! এখুন থাকলি দেকতাম…মায়া হয় কিনা...

সুধন্য ॥ যা—যাঃ—যা নেই…তা নেই‥ তার জন্যি আবার মড়া কান্না কিসির রে ? ছিল তো ভারী একখ্যান ভাঙ্গা চ্যালা…দুখ্যানা সাতছিরকুটির, ত্যানা...তার জন্যি ন্যাংটো হয়ে গড়াগড়ি দেচ্চে মাটিতি পাগলের জো...নজ্জা করে না ?

মুন্দিরে ॥ কজ্জর ধান ছিল না ? খাবে কি ইবার। শুকিয়ে মরবে যে…

সুধন্য ॥ অঃ—কত ভোজ হত দুবেলা বাড়িতি সে যেন আর কেউ জানে না…এখন নতুন করে শুকোবে…মরণ…মরণ… মত্তি মত্তিও পেছু টান যায় না রে, তোদের মরণ ভাল…মরিসনে ক্যানে ?

যতীন ॥ থাকগে ওসব কথা সুধন্য—এখন আগুনটা লাগালো কে—বুঝছো কিছু ?

সুধন্য ॥ না বুঝার কি আছে, জলের মতন পরিষ্কার—তলিয়ে দেখলিই দেখা যাবে—

যতীন ॥ সে তো আমিও বুঝছি—কিন্তু স্পষ্ট করে ধরতে পারছি কই—

[দ্রুত গঙ্গা প্রবেশ করে]

গঙ্গা ॥ মাস্টারদা শোন—আমাদের বাড়িতি পরামশ্য বসেচে…মালো পাড়ার বিষ্টু কাকা, শরৎ কাকা, বনমালী জেঠা, ছুতোর পাড়ার আরও কে কে…উরা নাকি রিফুজীদের সংগে মারামারি কত্তি যাবে—উদির তাঁবুতি আগুন ধরিয়ে দেবে—

যতীন ॥ সেকি—

গঙ্গা ॥ আমি ক্যাম্পে খবরডা দিয়ে আসি—

[যতীন গঙ্গার হাত চেপে ধরে]

যতীন ॥ না—তোকে যেতে হবে না…

গঙ্গা ॥ না আমি যাব—উরা ওকে মারবে বলেচে পুলুশি দেবে বলেচে—

যতীন ॥ জীবনকে—?

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, উরা বলচে—ও নাকি গিরা'ম আগুন ধরিয়েচে—

যতীন ॥ মিথ্যে কথা—

গঙ্গা ॥ আমি যাই—

যতীন ॥ না—তোর যাওয়া হবে না—আমি যাচ্ছি তুই থাক—সুধন্য—শুনচো কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে—

[দূর থেকে চীৎকার করতে করতে জীবনের সংগে একদল উদ্বাস্তু প্রবেশ করে]

জীবন ॥ মাষ্টারদা—একি শুইনত্যাছি—আমি নাকি গ্যারামে আগুন

ধরাইছি—আমি নাকি অন্তর সন্তর লইয়া দলবল পাকাইয়া গ্যারামের জমি দখল নিবার জইন্নে তৈয়ার অইত্যাছি—

যতীন ॥ কে বলছে ?

জীবন ॥ সমস্ত লোকেব মুখে মুখেই তো শুইনত্যাছি—গ্যারামেব মাইনষের সংগে ক্যাম্পের মাইরপিট বাধব খুনোখুনি অইব। তাইর জইন্তে নাকি মিটিং অইত্যাছে—শলা পরামশ্য অইত্যাছে বিশ্বেশ্বর মণ্ডলের বাড়ী—

২য় জন ॥ আমাদের তাঁবুতে নাকি আগুন ধরাইয়া দিব—পুলুশি দিব আমাগো—

৩য় জন ॥ দিযা য্যান ভ্যাখে একবার—কার ঘাড়ে কইডা মাথা আছে—এক এক কোপে নামাইযা দিমু না—কুন পুলিশির বাবা আইসা ঠেকায় দেখুম —তখন—

জীবন ॥ মিথ্যা কইয়া যাবা আমাগো নামে কলঙ্ক দিত্যাছে—এর ফলে যদি আমাগো কিছু অয—আমরা কিন্তু ছাইডা দিমু না। মান সম্মান আমাগোও আচে—প্রাণের মায়া আমাগোও আচে—গ্যাবামের সাথে আমাগো কোন বিবাদ নাই—আমরা কইয়া দিছি—গ্যাবামেব মাইনষের ক্ষেতি কইরা আমরা খাল কাটুম না—তাইতে যেদি আমাগো পুনর্বাসন নাও অয়, নাই অইব—অমনেও কষ্ট আচে—এম্নেও কষ্ট অইব—সরকার যেদি ডোলের টাকা বন্ধ কইর‍্যাও ভ্যায়—তাও কাটুম না—কিন্তু গ্যারামের মাইনষেরে সমঝাইয়া দিবেন মাস্টারদা—তা সত্ত্বেও যেদি তারা আমাগো সাথে মাইরপিট করে, ক্যাম্পে আগুন ধরায়—আমরাও আগুন জ্বালাইয়া ছাড়ুম—চল সব— [প্রস্থানোদ্যত]

যতীন ॥ দাঁড়াও—জীবন—সমস্যা যখন আসে ধৈর্য্য ধরে সেই সমস্যার মুখোমুখি না দাঁড়াতে পারলে সেই সমস্যার জালে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়ব। তার থেকে কারুর মুক্তি নেই। আজ ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। বোঝা দরকার কেন পঞ্চাদার ঘরে আগুন লাগল, কেন উদ্বাস্তুদের নামে

আগুন লগোনোর দোষ ছড়ানো হচ্ছে—কেন গাঁয়ের লোককে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে—? কেন জান? ওই গণেশ নস্কর, ওই জোতদার ভেড়ীদারদের দল তাদের জমি ভেড়ী বাঁচানোর জন্যে এই ষড়যন্ত্র করেছে—আজ যদি তোমার আমার মধ্যে মারপিট বাধিয়ে দিয়ে তোমাকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে তাহলে এক হ'য়ে এই খাল কাটার বিরুদ্ধে লড়তে পারব না—আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব—গরীব মানুষের জোত জমি ভিটে বাড়ির ওপর দিয়ে খাল চ'লে যাবে—গাঁয়ের চাষীও মরবে—উদ্বাস্তুরও পুনর্বাসন হবে না—আর জোতদারদের বেনামা জমি ধরবার লড়াইও আমরা করতে পারব না—কি করবে বল —সময় বড় অল্প—

জীবন ॥ সর্বনাশ আউগাইলেও, পিছাইলেও সর্বনাশ—য্যান সর্বনাশের আশায় আমরা সবাই বইসা আছি—কি করুম আপনে কইয়া দ্যান—মাথায় আমার কিছুই আইত্যাছে না—

যতীন ॥ সুধন্য, পঞ্চাদা, মুন্দিরে—আমরা এতগুলো মানুষ একজায়গায় দাঁড়ালে—পারব না ওদের চক্রান্ত ছিঁড়ে ফেলতে?

সুধন্য ॥ পারব—

সবাই ॥ পারব—

যতীন ॥ পারব না বেনামা জমি উদ্ধার করে উদ্বাস্তু আর গরীব চাষীর মধ্যে বিলি করতে?

সবাই ॥ পারব—

উদ্বাস্তুরা ॥ আমরা জোর কইরা দখল নিমু--সবাই মিইলা জমি ভাগ কইরা নিমু—

যতীন ॥ আজ দুপুরে আমরা এখেন থেকে সবাই শহরে যাব। এস. ডি. ও, বি. ডি. ও-কে জানিয়ে দিয়ে আসব যদি খালের পথ পরিবর্ত্তন না করা

হয় তাহলে আমরা উদ্বাস্তুরা খাল কাটব না। আমরা জোর করে বেনাম জমি ধরে গরীব চাষার মধ্যে ভাগ করে নেব—রাজী?

সবাই ॥ রাজী—

[দ্রুত ঘেঁটু প্রবেশ করল। হাতে তার সেই পুঁটলিটি]

ঘেঁটু ॥ গঙ্গা—শোন—

গঙ্গা ॥ একি যাওনি তুমি?

ঘেঁটু ॥ যাচ্চেলাম। কিন্তু যেতি আর পাচ্চেলাম না। মনের কষ্টে একঠেই বসে আছি। রাত হয়ে গেল, ওমা দেকি কি কারা অন্ধকারে কার ঘরে আগুন দেচ্চে—আমি আগুতিই দেকি মেসো।

গঙ্গা ॥ বাবা!

ঘেঁটু ॥ হ্যাঁ গো—আমি তুমাদের বাড়ী গেলাম না। রাতটুকুন কাটিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একেনে এলাম। ভাবলাম কতাডা জানান দিয়ে যাই—কাজে নাগবে—

[সবাই নিঃস্তব্ধ। ঘেঁটু ধীরে ধীরে জীবনের কাছে গেল]

আমি যাই—আমারে তুমি মাপ কইরো—এঁ্যা!

[ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। জীবন সহসা ছুটে নিয়ে হাত দুটো ধরল]

জীবন ॥ তুমি আমারে বাঁচাইলা—তুমি আমার আর জন্মের কে আছিলা জানি নাই—এ জন্মের তুমি আমার বন্ধু অইলা—তুমি আমার বন্ধু—

ঘেঁটু ॥ আমি যাই—[ধীরে ধীরে চলে গেল]

সুধন্য ॥ যা মনে ভেবিচি তাই—

যতীন ॥ সন্দেহ আমাদের কারুরই ভুল হয়নি—দেখলে জীবন—কোথা থেকে ষড়যন্ত্র চলছে—কারা ষড়যন্ত্র করছে—এই ষড়যন্ত্রের জবাব—

[অন্যদিক থেকে বিশ্বেশ্বর আর কাঠু ও কিছু লোক প্রবেশ করল উত্তেজিত কথাবার্ত্তা বলতে বলতে]

বিশ্বেশ্বর ॥ কি আস্পদ্দা রিফুজীদের—আমাদেরই বুকির ওপর বসে আমাদেরই সব্বনাশ করা—এতবড় বুকির পাটা তাদের হয় কি করে—মাস্টার দেশে কি মানুষ নেই—গিরামের মানুষ কি নাঠি ধত্তি ভুলে গিয়েচে—

যতীন ॥ কি হয়েচে—

বিশ্বেশ্বর ॥ কি হয়েচে মানে ? এমন ভাব দেখাচ্চ…যেন কিছুই জান না… বলি এই শয়তানদের সংগে এক উঠোনে বসে আচো কি করে…যারা গিরামের মদ্দি ঢুকে ঘরে আগুন দিতি পারে…সেই সুমুন্দিদের সংগে।

জীবন ॥ খবরদার…

যতীন ॥ জীবন…

বিশ্বেশ্বর ॥ ওঃ…এত ! দেকচিস কাঠু দেকচিস…ব্যাপারখানা ? আমাদের গিরামে বসে আমাদেরই শাসায়…পঞ্চা তোর ঘরে যে আগুন দিল…তুই চুপ করে থাকিস কি করে· ! তোর নজ্জা করে না…

গঙ্গা ॥ [বিশ্বেশ্বরের সামনে এগিয়ে এসে] কে আগুন দিয়েচে ?

বিশে ॥ সে নিকেশে তোর দরকার কি ? তুই একেনে ক্যানে…

গঙ্গা ॥ তুমি আগুন দিয়োচো…[বিশ্বেশ্বর সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল] তুমি… তুমি আগুন দিয়োচো…

বিশে ॥ [সজোরে একটা চড় মারল] বলবি…

গঙ্গা ॥ তুমি—

বিশে ॥ [আবার মারল] ফের…

গঙ্গা ॥ তুমি…তুমি…তুমি…

বিশে ॥ ফের…ফের…ফের…[মারতে লাগল]

জীবন ॥ [ছুটে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের একটা হাত চেপে ধরল] খবরদার গায় হাত দিবেন না কইত্যাছি…

বিশে ॥ [এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে] তুই কেরে শালা—এত বড আস্পদ্ধা তোর আমার গায় হাত তুলিস—নিব্বংশের বিটা—

যতীন ॥ [ওদের মাঝখানে গিয়ে] আপনি এখেন থেকে যান।

বিশে ॥ যাব—শুধু দেকে গেলাম কেমন শলা পরামশ্য হচ্চে—। একুনু শিক্ষে হয়নি তুমার মাস্টার—মাস্টারী গিয়েচে—ইবার হাতে দড়ি পড়বে—[গঙ্গার হাত ধরে টান দিল] চল—

গঙ্গা ॥ না—

বিশে ॥ যাবি নে মানে—তোর ঘাড় যাবে—[চুলের মুঠি চেপে ধরে]

গঙ্গা ॥ আমি যাবো না—

বিশে ॥ বলি একেনে তোর কুন বাবা আচে—যাবিনে ? চল ! [টানতে গেল]

যতীন ॥ [বাধা দিয়ে] আমার উঠোনে দাঁড়িয়ে কারুর গায় হাত দিতে পারবেন না—

বিশে ॥ আমার মেয়ে—আমি যা খুসী করব তাতে তুমার কি গো—

যতীন ॥ এটা আমার বাড়ী—আপনার বাড়ীতে আপনি যা খুসী তাই করবেন বলতে যাবো না—কিন্তু এখেনে আপনি ওর গায় হাত দিতে পারবেন না—আপনি যাবেন কিনা—

বিশে ॥ আচ্ছা—[দলবল সমেত বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় প্রবেশ করল নিকুঞ্জ। বিশেশ্বরের সংগে মুখোমুখি হয়ে গেল। সবাই থেমে গেল। দূর থেকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে নিকুঞ্জ]

নিকুঞ্জ ॥ জীবইন্যা—জীবইন্যা—শুইনত্যাছি ক্যাম্পে নাকি আগুন ধরাইব—রিফুজীগো অগ্নি পরীক্ষা অইব—বেশ অইব—আমরা সবাই সীতা—জনম দুখিনী সীতা—দুইখ্যার আগুনে অগ্নিপরীক্ষা দিব—রিফুজীগো নূতন রামায়ণ লেখা অইব—তাইতে লেখা থাকব—আমরা মরি নাই—এই

হ্যাশের রামচন্দ্ররা আমাগো মাইরতে পারে নাই জীবইন্যা [গঙ্গাকে দেখে] জীবইন্যা…আমার টগর না ? হ্যাঁ, [কাছে গেল] কাইন্দত্যাছ ? কান্দ —কান্দ—মা আমার কান্দ [গঙ্গাকে বুকের মধ্যে নিয়ে] চক্ষের জলে মেঘনা, পদ্মা ডুবাইয়া দাও—এই হ্যাশ ভাইসা যাক—বুকের যত আগুন নিইভা যাক, সব জ্বালা নিইভা যাক—নিইভা যাক !

[সবাই স্তব্ধ। পর্দ্দা নামতে থাকে]

দশম দৃশ্য

[দ্বিপ্রহরের আগে। বিশ্বেশ্বরের বাড়ী। বিশ্বেশ্বর হুঁকো মুখে পায়চারি করছে। বিবর্ণ মুখে প্রবেশ করল কাঠু।]

কাঠু ॥ [দাওয়ার কাছে গিয়ে] ও—বিশদা—সব তো জানাজানি হয়ে গেল —কি হবে—[বিশ্বেশ্বর একটু শুনল। আবার আগের মত পায়চারি কবতে লাগল] আমার কিন্তু ভয় করচে—যেদি কিছু হয়—[থামল] বাবুর কাছে—

বিশে ॥ গিয়েলাম—

কাঠু ॥ কি ক'ল বাবু—

বিশে ॥ সে শুনে তোর দরকার কি ?

কাঠু ॥ কিচু হবে না তো—

বিশে ॥ গিইলি কি জন্যি—এ্যাত যেদি প্রাণে ভয়—

কাঠু ॥ বাবুরো হ্যাকবে তো শেষতক—কিচু—হলি—

বিশে ॥ যা ছুমু থিকে—মেকুরির বাচ্চা, প্যান প্যান কত্তি এয়েচে—যাঃ—বেরো—। [বিশ্বেশ্বর অস্থির ।]

কাঠু ॥ আমি তো ভাল কতাই জিজ্ঞেস কচ্চি—

বিশে ॥ বেরো আগে—বেরো ছুমু থিকে—[কাঠু ভয়ে ভয়ে চলে গেল]
ছোট বৌ—ছোট বৌ—

নেপথ্যে নয়ন ॥ কেন—

বিশে ॥ শুনে যাও—[অস্থির হয়ে হাঁটতে লাগল। ঘন ঘন হুঁকো টানে। সহসা দাঁড়িয়ে যায়] মায়া! কিসির মায়া? দড়াদড়ির বাঁধন! কেটে ফেল্লিই গেল—রক্তের বাঁধন তো না।

[নয়নের প্রবেশ]

নয়ন ॥ বল কি বলচ—

বিশে ॥ হ্যাঁ। বলচেলাম—বলচেলাম—

নয়ন ॥ ঝক্ করে বল হেসেল•চাপিয়ে এইচি—

বিশে ॥ বলচেলাম যে—সংসারে অশান্তি হলি—মানষির কি করা।

নয়ন ॥ কিসির অশান্তি?

বিশে ॥ না হয়নি—অশান্তি আবার কিসির হবে—

নয়ন ॥ আদ্দিখ্যেতা! দেকলি গা জলে—[চলে গেল]

বিশে ॥ [রেগে গেল] হুঃ! [পায়চারী করে] সব সমান! এই নিয়ে মানষি আপন আপন করে মবে—কিসির আপন? কে আপন? মন বোঝেনা তাই মানষি আপন আপন করে মরে। মানষির মন বোঝে মানুষ? ইচ্ছে বোঝে? তাই যেদি হবে পরিবার এমনি হয়? খাইয়ে পরিয়ে যে মানুষ কল্লে—সেই গিয়ে হল শত্তুর। আমার শত্তুরতা—শত্তুরির শেষ রাখব না। সাপও যা শত্তুরও তাই। আসুক বাড়ী—

[দ্রুত দাওয়া থেকে নামতে যাবে, দেখে দূরে উঠোনের এক কোণায় এসে দাঁড়িয়েছে গঙ্গা। যেন নাগিনী ফুঁসছে। বিশেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চোক দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে

নেমে এল উঠোনে। তারপর আস্তে আস্তে গঙ্গার সামনে এসে দাঁড়াল। দুজনে চোখে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা সজোরে একটা চড় মারল। গঙ্গা হাত দিয়ে জোরে ঠেলে দিল এবং বিশ্বেশ্বরের হাত চেপে ধরল। দ্বিগুন ক্রুদ্ধ হল বিশ্বেশ্বর]

তবে রে হারামজাদী—

[বলেই উঠোনের বেড়া থেকে একটা চেরা বাঁশের লাঠি টেনে নিয়ে মারতে আরম্ভ করল]

ঘরের কতা ক্যানে বলিছিস বাইরির নোকের কাচে, ক্যানে বলিচিস— ছিনাল—নচ্ছার আমার নিন্দে নোকের কাচে—বড় মিষ্টি নাগে আমার নিন্দে কত্তি। গুখেকোর বিটি—বল—বল—ক্যানে বলিচিস—

[মারতে লাগল। মাটিতে পড়ে চীৎকার করতে লাগল গঙ্গা। নয়ন ছুটে এল।]

নয়ন ॥ [চীৎকার করে ওঠে] ওগো—কে আছ গো—মেরে ফ্যাললে গো— খুন করে ফ্যালালে গো—[নয়ন এসে গঙ্গাকে জড়িয়ে ধরল]

বিশ্বেশ্বর ॥ খুনই করে ফ্যালাবো—

নয়ন ॥ চণ্ডাল—চণ্ডাল—মেরে ফেলেচে গো—

বিশ্বেশ্বর ॥ কালসাপ ঘরের মদ্দি? আগে বের করে দাও বাড়ীর থিকে, ওই বেজেতের মেয়েরে ঘরে উঠতি দোব না। আমার জাত ধর্ম্ম নাশ করেচে—আমার সর্বনাশ করেচে—মুখ দেখবো না উর—

[বিশ্বেশ্বর গঙ্গাকে ধরতে গেলে নয়ন চীৎকার করে উঠল]

নয়ন ॥ খবরদার—গায়ে হাত দিলি হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দোব।

বিশ্বেশ্বর ॥ নয়ন—

নয়ন ॥ আজ বড় বেজেতের মেয়ে হল—এতকাল কার মেয়ে ছিল— সাথপর পুরুষ জাত—মনে নেই—আগগার পক্ষের মেয়ে মলি যখন মেয়ের

শোকে পাগল হয়েলে—শোক ভুলতি গিয়ে মেয়ে কিনলে—ত্যাখুন জাত বেজাতের কথা মনে হয়োলো না? আজ যে বড় জাত অজাতের বিচার হচ্ছে—স্বাত্থপর—বেহায়া—জাত বুঝিনে—অজাত বুঝিনে—এরে হাতে করে মানুষ করিচি—এই আমার মেয়ে—[গঙ্গাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে] ওরে—মা হবার কপাল কখনো হল না রে—ওরে আমিই তোর মা—আমিই তোর মা…

[গঙ্গা ধীরে ধীরে উঠে বসে নয়নের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল]

চ, ঘরে চ—[দু'জনে উঠল] চ—[গঙ্গা তেমনি চেয়ে আছে] চ—

গঙ্গা ॥ তুমি আমার মা না?

নয়ন ॥ আমি—আমিই তোর মা—

গঙ্গা ॥ আমার মা কমনে?

নয়ন ॥ ওরে আমিই তোর মা। এই এটুকু বেলা থিকে তোরে খাইয়িছি—ধুইয়িছি—সাজিইচি—পরিইচি—আমি তোর মা না?

[গঙ্গা অনেকক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে যেখেনে বিশ্বেশ্বর দাওয়ার ওপর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে ছিল সেখেনে গিয়ে দাঁড়াল]

গঙ্গা ॥ আমার বাবা কমনে?

[বিশ্বেশ্বর গঙ্গার দিকে চাইল না। নিরুত্তর। অনেকক্ষণ নীরবতা। গঙ্গা উঠোন পার হয়ে চলে যাচ্ছে]

নয়ন ॥ গঙ্গা [গঙ্গা একটু থামল। একবার পিছন ফিরে চাইল। তারপর চলে গেল। নয়ন, বিশ্বেশ্বর নিঃশব্দ] ওরে ডাক—ও যে চলে গেল—

[নীরবতা। বিশ্বেশ্বর শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।]

নয়ন ॥ একি হয়ে গেল গো—ওরে ফিরাও—ও যে চলে গেল—ওরে ফিরিয়ে আন—তুমার পায়ে পড়ি ওরে ফিরিয়ে আন—

[কাঁদতে লাগল। বিশ্বেশ্বর অন্য দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল]

পর্দা

একাদশ দৃশ্য

[যতীনের বাড়ী। দুপুর। যতীন আর মুন্দিরে দ্রুত প্রবেশ করে]

যতীন ॥ এদিকের ব্যবস্থা একরকম পাকাপাকি, এখন সুধন্য আর পঞ্চাদা ফিরলে বুঝতে পারব কত লোককে সংগে পাব।

মুন্দিরে ॥ তাহলি আমি যাই। চ্যানট্যান করে খেয়ে দেয়ে নিইগে।

যতীন ॥ যাও। বেলা অনেক হল। আমিও দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিই··· [মুন্দিরে প্রস্থানোদ্যত] আর যেন...বেশী দেরী করবেনা··· তিনটের আগেই বটতলায় আসবে। ওখান·থেকে মিছিল বেরুবে।

মুন্দিরে ॥ আচ্ছা—[প্রস্থানোদ্যত]

যতীন ॥ আর শোন···গঙ্গার একটা খবর নিতে পারবে। মনটা বড় অস্থির হয়ে আছে।

মুন্দিরে ॥ যাব কি, ওই সুমুন্দির বাড়ী ঢুকতি আমার ঘেন্না করে।

যতীন ॥ আচ্ছা তুমি যাও ·· আমিই যাব একবার।

[পঞ্চার প্রবেশ]

পঞ্চা ॥ মাষ্টার···মাষ্টার—আমি নস্কর পাড়ায় মিছিলির কথা বলতি গিইচি পঞ্চায়েতের সুরথ তার নোকজন নিয়ে আমারে ধরে মাত্তি আসে আর কি!

যতীন ॥ কেন?

পঞ্চা ॥ বলে কি আমাদের পুলুশি দেবে···

যতীন ॥ পুলিশে দেবে···

পঞ্চা ॥ আমিও বলে এইচি···দেখবো শালা তোদের কুন পুলিশির বাবা এসে খাল কেটে দিয়ে যায়। তা আমারে বলে কি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। আমিও তেমনি বলিচি · তোর বাবাদের কটা জেল আচেরে ·· কটা নোককে পোরবে·· তালি সারা দেশটারে জেল বানাতি বলগে যা তোর বাবাদের—তাইতি যেদি ধরে। এই বলতিই হাতাহাতি ,হয়ে গেল এক হাত—

যতীন ॥ করেছো কি পঞ্চাদা! [পঞ্চাকে দুই হাতে জড়িযে ধরে] কি সাংঘাতিক কাজ করেছো—তুমি—প্রাণের জ্বালা না থাকলে এমন করে কেউ সাহস দেখাতে পারে না—জান পঞ্চাদা—অত্যাচার এমনি করে বোবা মানুষদের মুখ খুলে দেয় —চিরকাল দিয়েছে—আজও দেবে—

পঞ্চা ॥ আমরা তাইলি বাড়ী থিকে ঘুরে আসি—

যতীন ॥ বেশী দেরী করো না।

[দু'জনে চলে গেল। যতীন ঘর খুলল। জামা ছাড়ল। রান্নার জিনিস গোছাতে গোছাতে গুণ গুণ করে গান গাইতে লাগল]

শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি—

[গঙ্গা প্রবেশ করে। দৃষ্টিতে শূন্যতা। বিপর্য্যস্ত কেশ, বেশবাশ। যেন সর্বস্বহারা]

যতীন ॥ গঙ্গা—এইচিস—আয়—[বলতে বলতে কাছে গেল। গঙ্গা যতীনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।] তোর কথাই ভাবছিলাম —গঙ্গা—একি! [দুই হাতে গঙ্গার মুখের ওপর হাত বুলিয়ে মুখটাকে

বুকের মধ্যে চেপে ধরল। গঙ্গা আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। যতীন মাথায় হাত বুলাতে লাগল] এমনি যে একটা কিছু ঘটবে—সে আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম—তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে ওই বাড়িতে আমি তোকে কখনই যেতে দিতাম না—কখনোই না—[কান্না চাপল। গঙ্গা নীরবে কেঁদে মুখ তুলল] তোকে মেরেছে—তোর সব মার যে আমার গায়ে এসে লেগেছে, ওরে—ওরা তোকে মারেনি—ওরা আমায় মেরেছে—চল আমি যাব—এখুনি যাব তোদের বাড়ী—

গঙ্গা ॥ আমার বাড়ী কুথায় ?

যতীন ॥ কেন—তোদেব বাড়ী—

গঙ্গা ॥ আমি তো জানিনে আমার বাড়ী কুথায়—কে আছে আমার—

যতীন ॥ কি বলছিস তুই—

গঙ্গা ॥ বল আমি কে—আমার বাবা কোথায়—আমার মা ? কোথায় পাব তাদের—বলে দ্যাও—

যতীন ॥ কি বলছিস—

গঙ্গা ॥ খুঁজে দ্যাও—আমি তাদের কাচে ব—আমি যাব—

যতীন ॥ গঙ্গা—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে—কি বলছিস তুই !

গঙ্গা ॥ আমার যে কেউ নেই—আমি যে পরের মেয়ে। কিনা মেয়ে।

যতীন ॥ —কেনা মেয়ে !

গঙ্গা ॥ আমার কে আছে—কে আছে বল—

যতীন ॥ [দুহাতে মুখটি তুলে ধরে] ওরে আজ তোর সব আছে। তুই আজ সকলকে পেয়ে গেলি। আমি আছি, সুধন্য আছে, পঞ্চাদা আছে—সব—সব—সবাই তোর হয়ে গেল—ওরে এমনি করে মানুষ সব

হারিয়ে সব ফিরে পায়—এই আকাশ, এই মাটি, মানুষ, সব তোর—আয়—তুই আমার ঘরে আয়—

[সহসা দূরে চীৎকার শুনে দুজনেই চমকে উঠল]

যতীন ॥ কি হল? ক্যাম্পে না—

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, তাইতো—

যতীন ॥ ক্যাম্প থেকে মিছিল নিয়ে আসার কথা আছে জীবনের—তাই নিয়ে কিছু হল না তো—

[প্রচণ্ড গোলমাল ও চীৎকার ভেসে আসতে লাগল]

তুই থাক—বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবিনে আমি আসছি। ছুটে দাওয়ায় উঠে জামা পরে বেরিয়ে গেল। দূরে হুইসিলের শব্দ, গোলমাল, চীৎকার। দাওয়ায় উঠে গঙ্গা দূরে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। ছুটতে ছুটতে পঙ্কা, মুন্দিরের প্রবেশ]

মুন্দিরে ॥ মাষ্টার—মাষ্টার—

গঙ্গা ॥ ক্যাম্পের দিকে গেল—

মুন্দিরে ॥ একা?

গঙ্গা ॥ একা—

পঙ্কা ॥ কি সর্ব্বনাশ—

মুন্দিরে ॥ চলতো শিগগির। [দুজনে প্রস্থানোদ্যত]

[সুধন্যর প্রবেশ]

সুধন্য ॥ যাচ্চ কোথায়?

পঙ্কা ॥ ক্যাম্পে—

সুধন্য ॥ তুমাদের যেতি হবে না। সমস্ত ক্যাম্প পুলুসি ঘিরে ফেলেছে—গাড়ী গাড়ী বন্দুকধারী পুলুস—

পঞ্চা ॥ মানে—

সুধন্য ॥ বাবুরো নাকি পুলুসি খবর দিয়েচে যে তাদের জমি ভেড়ী, চাগল রিফুজী আর গিরামের লোক দখল কত্তি যাচ্চে। আমি গিয়েলাম ক্যাম্পে, পুলুস কাউরি ভিতরি ঢুকতি দেচ্চে না। মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—বললে—পুলুস গিরামেও ঢোকবে—মাষ্টারের বড় বাক্‌সটা সরিয়ে ফেলতি বলেচে—তুমরা দিয়ে যাও—আমি মাষ্টারের কাছে গেলাম—

[দ্রুত প্রস্থান]

পঞ্চা ॥ মুন্দিরে—শিগগির বাকসটা নিয়ে চলে যা—

[মুন্দিরে বাকস বের করে নিয়ে চলে গেল]

[দু'জন গ্রামবাসীর প্রবেশ]

১ম জন ॥ ওগো তুমরা আর একেনে থেক না—সরে যাও—সরে যাও—

[প্রস্থানোদ্যত]

পঞ্চা ॥ কি হয়েচে ?

২য় জন ॥ নোক...নোক...নোকে নোকারণ্য...শুধু মানষির মাথা ..এদিকি গিরামের নোক আর ও দিকি রিফুজীরা। মাঝখানে পুলুস...পুলুস ক্যাম্পে ঢুকতি চিষ্টা করচে...রিফুজীরা ঢুকতি দেচ্চে না— পুলুস নাকি কারে কারে ধরে নিয়ে যাবে তাই নিয়ে হাঙ্গামা। চল গো, আর একেনে থাকা ভাল না– [প্রস্থান]

গঙ্গা ॥ কাকা—আমি যাবো—

পঞ্চা ॥ কুতায় ?

গঙ্গা ॥ ক্যাম্পে—

পঞ্চা ॥ মাথা খারাপ হয়েচে—শুনচিস—ক্যাম্পের অবস্থা—নোকজন সব পালিয়ে আসচে—

গঙ্গা ॥ আমি যাব—

পঞ্চা ॥ গেলি তো আমিও যেতি পাত্তাম ! গিয়ে করবি কি ?

গঙ্গা ॥ আমি যাবো—

পঞ্চা ॥ হুড় হাঙ্গামার মদ্দি গিয়ে বিপদ হবে—

[দূরে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার শব্দ। মানুষের কান্না, চীৎকার—বাঁশীর শব্দ। কয়েকজন লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল]

পঞ্চা ॥ কি হল ?

১ম জন ॥ ওরে বাবা—পুলুসি—রিফুজীতি হুড়োহুড়ি বেধে গিয়েচে—

২য় জন ॥ কথা কচ্চ কি—চল— [দুজনের দ্রুত প্রস্থান]

১ম জন ॥ চল— [সংগে সংগে গুলির শব্দ হল]

পঞ্চা ॥ কি হল ?

[দূরে গোলমাল তীব্রতর হতে লাগল আবার গুলির শব্দ]

গঙ্গা ॥ কাকা !

পঞ্চ ॥ গুলির শব্দ। [গঙ্গা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পঞ্চা তাকে ধরে ফেলল] কুথায় যাচ্চিস ?

গঙ্গা ॥ [জোর করে হাত ছাড়াতে ছাড়াতে] আমি যাব—

পঞ্চা ॥ যাবি কুথায় ?

গঙ্গা ॥ না—আমি যাব—

পঞ্চা ॥ গিয়ে মরবি—

গঙ্গা ॥ আমি যাবো—আমায় ছেড়ে দ্যাও—আমারে যেতি হবে—

[দ্রুত সুধন্য প্রবেশ করে]

সুধন্য ॥ মাষ্টার এয়েচে ?

পঞ্চা ॥ না—

সুধন্য ॥ কি সর্বনাশ ! পুলুস যারে পাচ্চে তারে মারচে—কত নোক যে রক্তারক্তি হয়ে পড়ে আচে ক্যাম্পে—তার ঠিক নেই—আমাদের ধরবে বলে গিরামে ঢোকচে ! শিগগির চলে এসো। গঙ্গা তোর একেনে থাকা হ'বে না ! তুই পঞ্চাদার বাড়ী চলে যা—একেনে এক দণ্ডও থাকা যাবে না। শিগগির যা। দাঁড়াসনে, আমরা অন্য জায়গায় গেলাম।

[দ্রুত দু'জনে চলে গেল। পুলিশের গাড়ীর শব্দ কাছে আসতে লাগল। দূরের চীৎকার ও লোকের ছুটোছুটির শব্দ। গঙ্গা কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চীৎকার করে উঠল]

গঙ্গা ॥ আমি যাবো—[ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়েই দেখল জীবন ছুটে আসছে]

জীবন। যাও কৈ ?

গঙ্গা ॥ [দু'হাতে জীবনের বুকে হাত বুলিয়ে] তুমি এয়েচো—তুমি এয়েচো—[আবেগে, ভয়ে, আনন্দে গঙ্গা কাঁপতে লাগল। জীবন দুহাতে গঙ্গার মুখটিকে মুখের কাছে তুলে নিল]

জীবন ॥ এই সর্বনাশের মইধ্যে—তোমারই শুধু খুজত্যাছি, তোমারেই শুধু খুজত্যাছি—তাই ছুইটা আইলাম এইখানে—আঃ—

[গঙ্গাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখ বুজল। দূরের শব্দ আরও কাছে আসতে লাগল। তীক্ষ্ণ বাঁশীর শব্দে জীবন, গঙ্গা সামনের দিকে চাইল]

আইজ হউক, কাইল হউক ধরা পড়ুমই—তোমার সাথে আর আমার হয়ত দেখাই অইব না—গঙ্গা—অখন যাই—যাই—

[গঙ্গা নীরবে জীবনের দিকে চেয়ে রইল]

যাই—[গঙ্গার দুই হাতের মধ্যে থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গেল। গঙ্গা জীবনের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল]

গঙ্গা ॥ আমি কি করব—আমি কি করব—

জীবন ॥ [গঙ্গার মুখটাকে সামনে তুলে ধরল] আবার আসুম…আবার ফিইরা আসুম—পৃথিবীতে যেইখানে মানুষের ভালবাসা আছে—সেইখানে মানুষকে ফিরতেই অইব—তোমার লাইগাই ফিইরা আসুম [গঙ্গার মুখের দিকে চেয়ে রইল] গঙ্গা—তোমার লাইগা ফিরুম—অখন যাই—

[যাবার জন্যে পা বাড়াতেই পুলিশের বাঁশী শুনে থেমে গেল]

কি সর্বনাশ।

গঙ্গা ॥ যেওনা—শিগগির এসো—[দ্রুত জীবনকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল। জীবন ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গঙ্গা বাইরের হাড়ি কুড়ি নিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হুড়মুড় করে ঢুকল একজন পুলিশ আর একজন পুলিশ অফিসার।]

অফিসার ॥ এ্যাই—মাষ্টার কোথায়?

গঙ্গা ॥ এ্যাই কি? ভদ্দর অভদ্দর জ্ঞান নেই তুমার। কারে কি বলতি হয় জানো না—?

অফিসার ॥ চোপ—যা বলচি তার জবাব দে—

গঙ্গা ॥ তুই মুই করচ ক্যানে? মা বুন নেই ঘরে তুমার?

অফিসার ॥ চোপ—বেশী কথা বললে এক্ষুণি—

গঙ্গা ॥ মারবা?

অফিসার ॥ দরকার হলে তাও করব।

গঙ্গা ॥ তা মারবা না? নইলি আর পুলুশ হয়োচো! মেয়ে মানষির গায় হাত দিয়ে দেখনা একবার—

অফিসার ॥ তবেরে—বড় ট্যাকট্যাকানি—বল মাষ্টার কোথায়?

গঙ্গা ॥ ক্যাম্পে—

অফিসার ॥ ভেগেছে শালা।—রামসিং—সার্চ্চ—

[পুলিশ ঘরে উঠতে গেলেই গঙ্গা সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়]

গঙ্গা ॥ বাড়িতি একা মেয়ে মানুষ আমি—ঘরে উটচো যে বড়—নিলাজ—বেহায়া—পশু—

অফিসার ॥ পথ ছাড়—

গঙ্গা ॥ না—

অফিসার ॥ পথ ছাড় বলছি—[পুলিশ গঙ্গাকে ঠেলা দেয়]

গঙ্গা ॥ গায় হাত দিবানা বলচি—হাত ভেঙ্গে দোব—

অফিসার ॥ তবেরে! রাম সিং—

[পুলিশ গঙ্গাকে ঠেলে উঠতে যায়]

গঙ্গা ॥ খবরদার বলচি—গায় হাত দিবানা—

অফিসার ॥ সার্চ্চ—[পুলিশ জোরে গঙ্গাকে ধাক্কা দিতেই গঙ্গা একটা সাঁড়াশী দিয়ে পুলিশকে আঘাত করল এবং বেশ দূরে সরে গেল] এ্যারেস্ট!

[পুলিশ যেই গঙ্গাকে এ্যারেস্ট করতে গেল]

গঙ্গা ॥ গায় হাত দিলি—আগুন জ্বালিয়ে ছাড়ব—খবরদার—

[পুলিশ গঙ্গার দিকে এগোতে থাকে]

[যেই পুলিশ গঙ্গার হাত চেপে ধরল সংগে সংগে গঙ্গা সাঁড়াশী দিয়ে আঘাত করল; পুলিশও লাঠি চার্জ করল। গঙ্গাকে লাথি

মারল। গঙ্গা চীৎকার করে গড়িয়ে পড়ল। পুলিশ তার ওপর পেটাতে লাগল। জীবন সহসা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে পুলিশ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পডল এবং গলা টিপে ধরল]

জীবন ॥ শালা…বেজন্মা··

[পুলিশ তখন গঙ্গাকে ছেড়ে দিয়ে জীবনের সংগে লডছে। পুলিশ অফিসার সংগে সংগে জীবনের মাথায় এমন লাঠি চার্জ করল জীবন অজ্ঞান হয়ে গডিয়ে পডল। তখন গঙ্গা একপাশে কাৎরাচ্ছে। দুজনে তখন জীবনকে সেই অবস্থায় লাথি মারতে মারতে আর লাঠি পেটা করতে করতে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে দেখে… সেই অবস্থায় গঙ্গা কোন রকমে উঠে পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই…পুলিশ অফিসারটি সজোরে গঙ্গার মাথা লক্ষ্য করে এমনভাবে লাটি মারল গঙ্গা রক্তাক্ত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ল]

অফিসার ॥ শালী…খানকি…

[গঙ্গার বুকের ওপর বুট দিয়ে একটা লাথি মেরে দুজনে জীবনকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। গঙ্গা দুই একবার যন্ত্রণায় নড়ে চড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু পরে গণেশ নস্করেব সংগে বিশ্বেশ্বর দ্রুত প্রবেশ করল]

গণেশ ॥ কই কেউ তো নেই—

বিশ্বেশ্বর ॥ [বলীতে বলতে প্রবেশ করল] আজ্ঞে বাবু·· মাষ্টার কি আর এখুন ঘরে থাকে·· পালিয়েচে…

গণেশ ॥ ঘর তো খোলা…[গঙ্গাকে দেখে] ও কে।

বিশ্বেশ্বর ॥ কে ?

[বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টি গঙ্গার ওপর পড়তেই একটা অস্বাভাবিক শব্দ

গলা দিয়ে বেরিয়েই থেমে গেল। বিশ্বেশ্বর পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল]

গণেশ ॥ কে ?

[কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই আকাশ ফাটা চীৎকার করে উঠল বিশ্বেশ্বর]

বিশ্বেশ্বর ॥ গঙ্গা—

[চীৎকার করেই থেমে গেল। দুহাতে মুখটা চেপে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে এক-পা এক-পা করে গঙ্গার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে একভাবে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে নীচু হয়ে বসে রক্তাক্ত মুখের ওপর হাত বুলাল। কিছুক্ষণ পরে স্তব্ধ হয়ে গেল। দূরে নিকুঞ্জর কণ্ঠ শোনা গেল·]

দূরে নিকুঞ্জ ॥ জীবইন্যা...জীবইন্যা · জীবইন্যা···

[গণেশ, বিশ্বেশ্বর সেই কণ্ঠকে অনুসরণ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। নিকুঞ্জর কণ্ঠ ।ছে এল। নিকুঞ্জ প্রবেশ করে]

নিকুঞ্জ ॥ আমার জীবইন্যা···জীবইন্যা ক' গেল·· দেখছ আমার জীবইন্যারে [বিশ্বেশ্বর আর গঙ্গাকে দেখে কাছে এল। নীচু হয়ে দেখল] আঃ···কি রক্ত···কি রক্ত···[ভয় পেয়ে] আমার টগর না ? নাঃ···আমার টগর না···টগর না·· টগররে আমি খুইজ্যা বার করুম···হ্যাশে হ্যাশে খুজুম··· নগরে নগরে খুজুম [চীৎকার করে] টগর...জীবইন্যা···জীবইন্যা···টগর ···[ডাকতে ডাকতে চলে গেল। বিশ্বেশ্বর গণেশের দিকে চাইল। গণেশ বিশ্বেশ্বরের কাছে এল]

গণেশ ॥ বিশ্বেশ্বর—

[বিশ্বেশ্বর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গণেশের দিকে। গণেশ যেন ভয় পেল। বিশ্বেশ্বর উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো যেন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। গণেশ ভয় পেয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল। বিশ্বেশ্বরও গণেশের দিকে এক-পা এগিয়ে গেল]

গণেশ ॥ বিশ্বেশ্বর...!

[বিশ্বেশ্বর সহসা গণেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরল]

বিশ্বেশ্বর···

বিশ্বেশ্বর ॥ তুমি···তুমার জন্যি আমার সর্ব্বস্ব গেল—আমার সর্ব্বনাশ, হয়ে গেল···আমার সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে গেল···

গণেশ ॥ [চীৎকার করে উঠে] বিশ্বেশ্বর···

বিশ্বেশ্বর ॥ শয়তান···তুমারে আমি বাঁচাবো না···তুমারে আমি বাঁচাবো না—

[গণেশ বিশ্বশ্বরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগল · পর্দ্দা নেমে এল]

শেষ